প্রকাশক
স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজ
শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসী সংঘ
লালতারাবাগ, হরিদ্বার

প্রিণ্টার—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য
তাপসী প্রেস
৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভূমিকা

বৈদিক দেবগণ ও তাঁহাদের উপাসনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার জন্য কয়েকজন বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ঋগ্বেদের দেবগণ ও তাঁহাদের উপাসনার প্রকার ভেদ এই গ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হইল।

ওঙ্কার উপাসনা, অহংগ্রহ উপাসনা, সম্পদ উপাসনা, প্রাণোপাসনা, প্রতীকোপাসনা, যজ্ঞতত্ত্ব এবং প্রসঙ্গতঃ অহিংসাবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিষয়েরও সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করা গিয়াছে। বৈদিক বেদান্ততত্ত্বই যে পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাদি গ্রন্থের আদর্শ তাহাও এই গ্রন্থে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে এই দেশে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী বিস্তার লাভ করিতেছে তাহাতে ঈশ্বর বা পরমার্থ চিন্তার স্থান অ[illegible] সংকীর্ণ। ধর্ম্ম ও সমাজ ঘোর বিপ্লবের মধ্যে দিশাহারা হইয়া চলিয়াছে। কোথাও জীব শান্তি পাইতেছে না; বিশ্রান্তি লাভের জন্য সকলের প্রাণ লালায়িত।

উপাসনার দ্বারা চিত্তের যে শান্তিলাভ হয়, মানব-মন সাধনার দ্বারা যে স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে, তাহার [illegible]

যাহাতে লোকের চিত্তগতি ধাবিত হয়, তজ্জন্যই এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হইল। বৈদিক ধর্ম্মের সার সত্য অনেকেই জ্ঞাত নহেন, সাধন পথে উহার উৎকৃষ্ট উপযোগিতা সম্বন্ধে যদি কাহারও জ্ঞান জন্মে তবেই এই পরিশ্রম সফল হইবে।

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

সূচী

উপাসনা

আর্য্যদেবগণ

বর্ত্তমান কালে ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসকের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গণপতি সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শিবা এই পঞ্চ দেবতা। পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দেবী এই চারি দেবতা অতীব প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা এই নামটী ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋঃ ২।১।৩ মন্ত্রে অগ্নিকে বলা হইয়াছে তুমিই ব্রহ্মা ও ৯।৯৬।৬ মন্ত্রে সোমকে বলা হইয়াছে তুমি দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা। ৩।৪৯।১ মন্ত্রে ব্রহ্মা অর্থ বিভু। ১।১৫৮।৬ মন্ত্রে ব্রহ্মা ভবতি সারথিঃ। নিরুক্তে ব্রহ্ম শব্দার্থ অন্ন, ধন, স্তুতি লিখিয়াছেন। ব্রহ্ম অর্থ ব্রাহ্মণ ১।১৫৭।২ ও ১।১৫৮।৭, ৪।৫০।৮-৯ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মা চারিবেদ-পারগ ঋত্বিকের নাম ২।১।২ মন্ত্রে দেখা যায়। বর্ত্তমান কালে পুষ্কর ব্যতীত অন্যত্র কোথাও ব্রহ্মার পূজন দেখা যায় না।

ঋগ্বেদে শিব রুদ্র শব্দের প্রতিশব্দরূপে, ১০।৩।৪, ১০।৯২।৯, ১০।১২৪।২ মন্ত্রে দেখা যায়। বিষ্ণু ইন্দ্রসখা ১।২২।১৭, ১৯, ৫।১৮।৭ ও ৮।১০০।১২ মন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। অমরকোষ আভিধান

"উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ" বলা হইয়াছে। বিষ্ণু উপ-ইন্দ্র। যেমন গ্রহ উপগ্রহ। পুরাণে উপ-ইন্দ্র ইন্দ্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর অংশাবতার রাম ও কৃষ্ণ বর্ত্তমানে বিষ্ণুর স্থানে পূজিত।

ঋগ্বেদে দেবী বহু আছেন, কিন্তু তাঁহারা তত প্রধানা নহেন। ইন্দ্রপত্নী শচী, রুদ্রপত্নী পৃশ্নি, ইলা, ভারতী, সরস্বতী, অদিতি, ঊষা, সূর্য্যা, যমী ইত্যাদি। কেবল একটি মন্ত্রে আছে অদিতি দেবমাতা, অদিতি পিতা পুত্র, "অদিতি জাতমদিতি জনিত্বম্" ১।৮৯।১০। ব্রহ্মস্বরূপিনী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিনী শিবানীর মত পূজ্যা দেবী নাই। নিত্যসন্ধ্যা সূর্য্যোপাসনা। "সূর্য্য আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ" ১।১১৫।৮।

গণপতি ঋ ২।২৩।১ মন্ত্রে উল্লিখিত—এখানে গণ-পতি অর্থাৎ ব্রহ্মণস্পতি, দেবগণের পিতা ২।২৬।৩। আঙ্গিরস বৃহস্পতিই ব্রহ্মণস্পতি ২।২৩।১৮। ঋগ্বেদের ১০।১১২।৯ মন্ত্রেও গণপতি নামের উল্লেখ আছে। গণের পতি=গণপতি।

ঋগ্বেদে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, মরুৎগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, ঋভুগণ প্রভৃতি গণদেবগণ আছেন। ইঁহাদের পতিই গণপতি, ব্রহ্মণস্পতি। গজমুণ্ড, ভূতগণাধিপতি ঋদ্ধি-সিদ্ধি-দাতার উল্লেখ বেদে দেখা যায় না। উক্ত গণদেবগণ মধ্যে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি সহ ৩৩ দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে দ্যাবা ও পৃথিবী সহ ৩৩ দেবতা দৃষ্ট হয়।

আদিত্যগণ দ্বাদশ সংখ্যক, রুদ্রগণ একাদশ সংখ্যক ও বসুগণ অষ্ট সংখ্যক গ্রহণে ৩৩ দেবতা হয়। কিন্তু ঋগ্বেদে আদিত্য সংখ্যা ছয়, সাত, আট, নয়, দশ ও বার দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু ও একাদশ রুদ্রের নাম ঋগ্বেদে স্পষ্টরূপে উল্লেখ নাই। ছয় আদিত্য নাম ২।২৭।১ মন্ত্রে মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, অংশ। সাত মাসে সাত অশ্ব বা সূর্য্য ১।১৬৪।২, ১২ ; সপ্তাশ্ব ৫।৪৫।৯ ; ৪।১৩।৩, ১।৫০।৮, ৯, ৮।৭২।৭ মন্ত্রে একই সূর্য্য সাত মাস দোহন করেন। ৯।১১৪।৩ সাত সূর্য্য ; অষ্টম মার্ত্তণ্ড। ১।৯৪।৩ মন্ত্রে ছয় ও আট সূর্য্য, ১০।৬৫।১ ও ১০।৭২।৮ মন্ত্রে আট সূর্য্য ; ৫।৪৫।১১, ১।১৬৪।১৪ মন্ত্রে নবগ্বগণের দশ-মাস-সাধ্য যাগের বিষয় উল্লেখ আছে। ১০।৬১।১০ মন্ত্রে অঙ্গিরাগণ নয় মাস যজ্ঞ করিয়া জয়লাভ করেন। ৮।৪৬।২৩ মন্ত্রে দশ মাসে বৎসর। প্রাচীন রোমেও দশ মাসে বৎসর ছিল জানা যায়। সম্বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ সত্রের সমাপন সাত মাসে যাঁরা করেন তাঁরা সপ্তগু। যাঁরা নয় মাসে করেন তাঁরা নবগু। যাঁরা দশমাসে করেন তাঁরা দশগু (১।৬২।৪ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য)। ইহা দ্বারা আর্য্যগণের মূল আবাস যে মেরুসন্নিহিত প্রদেশে ছিল তাহা জানা যায়। তৎপশ্চাৎ তুষারপাতাদি দৈব দুর্বিপাকে বা সংখ্যাধিক্যবশতঃ স্থান লাভার্থ দক্ষিণে প্রয়াণ জন্য ক্রমে সাত, আট, নয়, দশ মাসে বৎসর গণনা পরিদৃষ্ট হয়। ৪।৫৫।১০ মন্ত্রে সবিতা, ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও ইন্দ্র এই ছয় সূর্য্যের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে

দক্ষ ও অংশ স্থলে সবিতা ও ইন্দ্রের নাম দৃষ্ট হয়। ১০।১১।২ মন্ত্রে ইন্দ্রকে আদিত্যগণের সপ্তম বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান এই আট সূর্য্যের নাম আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অংশ, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, বিষ্ণু, অংশুমান এই দ্বাদশ নাম পরিদৃষ্ট হয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১২১ম অধ্যায়ে ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জ্জন্য, বিষ্ণু এই তের নাম পাওয়া যায়। অন্যত্র অর্যমা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ধাতা, ত্বষ্টা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ ও ভগ নাম পাওয়া যায়।

রুদ্রগণ একাদশ। বৃহদারণ্যকে মন সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় রুদ্রগণ; ঋগ্বেদে ১।১০১।৭ মন্ত্রে দেখা যায় রুদ্রগণ প্রাণ-স্বরূপ। ঋগ্বেদে মরুৎগণকে রুদ্রপুত্রা বহুস্থানে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহারা স্বতন্ত্র। রুদ্র একাদশ স্বতন্ত্র। পুরাণে মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু, ভগ। ঋগ্বেদে নির্ঋতি অজৈকপাৎ ও অহির্বুধ্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

"**বসুগণ**" ঋগ্বেদে বহুবার উল্লিখিত হইলেও নামের উল্লেখ নাই। বৃহদারণ্যকে পৃথিবী ও তদ্দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষ ও তদ্দেবতা বায়ু, দ্যৌ ও তদ্দেবতা আদিত্য এবং চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহই অষ্টবসু। পুরাণে ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, ও প্রভাব। বিষ্ণুপুরাণে আপ বা অহন, ধ্রুব, ধর বা

ধারা, অনিল, অনল, সোম, প্রত্যূষ ও প্রভাষ এই আট নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মরুৎগণ। ইঁহারা রুদ্রপুত্র। ঋগ্বেদের ১।৮৫।১০, ৫।৫৭।১ মন্ত্রে এবং ১৩৯।৪ মন্ত্রে উক্ত বিষয় উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ৮।৪৬।২৬ ও ৫।৫২।১৬, মন্ত্রে মরুৎগণের সংখ্যা ৪৯; ৮।৯৬।৮ মন্ত্রে ৬৩ এবং ১।৮৫।১ মন্ত্রে তাঁহাদের সংখ্যা সাত দেখিতে পাওয়া যায়। মরুৎগণ মনুষ্য ছিলেন, স্তুতি দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন (১।৩৮।৪)। ইঁহারা দশগু ও অঙ্গিরস বংশীয় (২।৩৪।১২)। এই অঙ্গিরা বংশীয় সুধন্বার পুত্র রিভু, বিভু ও বাজ তপস্যা দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন (১।১৬১।২, ১।১১০।২)। ইঁহারাই রিভুগণ। ইঁহারা ঋতু-দেবতা (৪।৩৪, ১।১১০।৪)। ইঁহারা শিল্পচাতুর্য্যে ত্বষ্টা নির্ম্মিত একখানি চমস চারিখানি করিয়া (১।২০।৬) ইন্দ্রের প্রিয় হন; হরি নামক অশ্ব নির্ম্মাণ করেন (১।২০।২), রথ নির্ম্মাণ করেন (১।২০।৩, ১।১১১।১) এবং সুকৃত দ্বারা দেবভাব প্রাপ্ত হন (১।২০।৮)। রিভুগণ সূর্য্যরশ্মিরূপ (১।৬১।১১)। ৯।৯৭।৪২ মন্ত্রে বায়ু ও মরুৎ ভিন্ন, কিন্তু ১।১০।১৭ মন্ত্রে তাঁহারা এক। বায়ু পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চহোতা (৫।৪২।১)। বায়ু দেবগণের আত্মা-স্বরূপ (১০।১৬৮)। "বায়ু প্রেরিত সূর্য্য" এইরূপ বাক্য ঋগ্বেদে আছে। এখানে বায়ু অর্থ সূত্রাত্মা ১০।১৭০)। প্রকৃত আত্মা বায়ু ১০।১৩৬ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। বায়ু আত্মারূপী (১৩৪।৭)। ত্রেতাগ্নি মধ্যে বায়ু অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি (৪।৫৩।৫)। বায়ু পিতা, ভ্রাতা,

বন্ধু (১০।১৮৬)। বৃহদারণ্যকে "বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম্" এই বাক্যে যে বায়ু গৃহীত, ঋগ্বেদে বায়ুর স্থান তদ্রূপই বটে। সাধ্যগণের নাম ঋগ্বেদে ১।১৬৪।৫০ ও ১০।৯০।৭ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

বিশ্বদেবগণ—ইহাঁদের নাম ঋগ্বেদে দেখা যায় না, তবে বিশ্বদেবগণ বিষয়ক সূক্তে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মিত্রাদি দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। অশ্বিনী যুগল বা নাসত্য-দ্বয় বা দস্রাদেবদ্বয়। আকার নরাকার বলিয়া ইহাদিগকে নর বলে ১।১৮৩। ইহারা প্রসিদ্ধ অভীষ্ট দাতা। সূর্য্য ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর পাণিগ্রহণ করেন। সরণ্যুর গর্ভে যম ও যমীর জন্ম হয়। তদনন্তর সরণ্যু অদৃশ্য হইয়া যান। সরণ্যু অদৃশ্য হইলে তাঁহার স্থানে তৎসদৃশ সবর্ণা (ছায়া সংজ্ঞা) নামা দেবীকে সৃষ্টি করিয়া দিলে সূর্য্যের ঔরসে উক্ত দেবীর গর্ভে অশ্বীদ্বয়ের জন্ম হয় (১০।১৭।২)। ঋগ্বেদের ২।৪১।৭ মন্ত্রে ইহাদিগকে রুদ্রদ্বয় বলা হইয়াছে, আবার ১০।৬১।১৫ মন্ত্রে তাঁহারা রুদ্রপুত্র বলিয়া অভিহিত। ১।৪৬।২ মন্ত্রে তাঁহারা সমুদ্রপুত্র সংজ্ঞায় সজ্জিত। ঋগ্বেদের ১।৪৬।১৩ এবং ১।১৮৪।৩ মন্ত্রে তাঁহাদিগকে যথাক্রমে শম্ভু ও পূষা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে ইহারা চন্দ্রসূর্য্য ; কেহ কেহ দ্যাব্যা-পৃথিবীকে, কেহ বা অহোরাত্রকে, কেহ কেহ উভয় সন্ধ্যাকে, কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ, কেহবা প্রাণাপানৌ বলিয়া অশ্বীদ্বয়কে অভিহিত করিয়াছেন। জেন্দা-

বস্তে অশ্বিনীযুগল বা নাসত্যদ্বয়কে নৌঙ্ঘত্য সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। যে যে স্থানে দেবতার নিন্দাসূচক বাক্য জেন্দাবস্তে আছে, সেই সেই স্থানে ইন্দ্র, নাসত্য ও শরু দেবের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক "দূর হৌক্" ইত্যাদি অভিশাপ বাক্যে পরিদৃষ্ট হয়। আবার ঋগ্বেদে ১।৪।৫ মন্ত্রে "ইন্দ্র-নিন্দুককে দেশ হইতে বহিস্কার কর" এরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্নি—দেবগণমধ্যে প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদের ২।১।১-১১ মন্ত্রমধ্যে অগ্নিকেই হোতা, পোতা, ঋত্বিক্, নেষ্টৃ, প্রশস্তা ব্রহ্মা, গৃহপতি, ইন্দ্র, বৃষভ, বিষ্ণু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রসমূহে অগ্নিই ব্রহ্মণস্পতি, রাজা বরুণ, ধৃতব্রত মিত্র, অর্য্যমা, অংশ, ত্বষ্টা ও নরা। অগ্নিই মহান্ অসুর রুদ্র, মরুৎ, পূষা, দ্রবিনোদা; অগ্নিই সবিতা, ভগ, বিস্পতি; অগ্নিই পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং সখা; তিনিই ঋভু, বিভু, বাজ। অগ্নিকেই উক্ত মন্ত্র-সমূহে অদিতি, ভারতী, ইলা, বৃত্রহন্তা সরস্বতীরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। আপ্রিসূক্তে অগ্নিরই প্রকার ভেদের অর্চ্চনা হয়, যথা ইধ্ম, সমিদ্ধ, তনুনপাৎ, নরাশংস, ইড়া, বর্হি, দেবীদ্বার, নক্তোষসা, দৈবোহোতারো, প্রচেতসৌ, ইলা, ভারতী, মহী, সরস্বতী, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃৎ। ঋগ্বেদের ৩।৫।৪ ও ৫।৩।১ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, অগ্নি জাত হইয়া বরুণ হন, সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হন এবং সমস্ত দেবতাগণ অগ্নিতেই স্থিত। ঋগ্বেদের ৫।৩।৩ এবং ১।২৭।১০ মন্ত্রে অগ্নিকেই রুদ্র বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়

সংহিতায় দেখা যায় দেবাসুর যুদ্ধকালে অগ্নি দেবতাগণের সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, এমন সময় দেবগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলায়, অগ্নি রোদন পরায়ণ হন, সেইজন্য তাঁহার নাম রুদ্র হইল। অগ্নি ত্রেতাগ্নি ; ইনি ভূলোকে অগ্নিরূপে, ভুবর্লোকে বিদ্যুৎ ও বায়ুরূপে এবং স্বর্লোকে সূর্য্যরূপে বিরাজিত (ঋঃ ৫।৯।৫)। অগ্নি বায়ুপুত্র (ঋঃ ১।১১২।৪) ; অগ্নি মহান্ ত্বষ্টার পুত্র (ঋঃ ৩।৭।৪) ; অগ্নি ইলার পুত্র (ঋঃ ৩.২৯।৩, ৩।২৭।৯)। ঋগ্বেদের ৩।২৯।৪৪ এবং ৩।২২ মন্ত্রে অগ্নিকে যথাক্রমে অসুরের এবং ইন্দ্রের জঠরজাত বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৩।৬।২ মন্ত্রে দেখা যায় যে অগ্নি সপ্তজিহ্ব এবং তাঁহার জিহ্বায় দেবগণ অবস্থিত (ঋঃ ১০।৯।৭)। পুনরায় ঋগ্বেদের ৬।৫৯।২ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় যে, ইন্দ্র ও অগ্নি যমজ ভ্রাতা এবং ৬।২।২ মন্ত্রে সূর্য্য অগ্নিতে প্রবিষ্ট হন এরূপ দেখা যায়। আবার অগ্নিই যে সূর্য্য তাহা ঋগ্বেদের ৩।১৪।৪ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। ৫।৮।৪ মন্ত্রে অগ্নিকে অঙ্গিরা পুত্র এবং অঙ্গিরাও যে অগ্নির এক নাম তাহা ১।১।৬ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গার্হপত্য অগ্নি (৮।১০২ ও ৬।১৫।১৯) ; আহবনীয় অগ্নি (২।১৩।৪ ও ৬।১৬.৪১) ; ভরত অগ্নি (২।৭।১) ; বৈশ্বানর অগ্নি (৫।৩।২, ৬।৮।১ ; ৬।৭।১) ; পাবক অগ্নি (৪।৫।১) ; ইধ্যগ্নি (১.১৩।১) ; রক্ষোহা অগ্নির (৪।৪১) উল্লেখ দেখা যায়। অগ্নির অন্যান্য নামও দৃষ্ট হয়। জেন্দাবস্তে অগ্নি-অতর নামে উপাসিত। ইরাণীয়গণও অগ্নি-উপাসক।

সোম—ঋগ্বেদে এক মহান্ দেবতা। সোম পৃথিবীর সোম নামক লতার রস। জেন্দাবস্তে সোমকে হোম বলে। অন্তরিক্ষে সোম চন্দ্রমা। দ্যৌলোক সোমের আদিস্থান। সোমের আদিস্থান সেই দ্যৌলোক হইতে শ্যেন ইন্দ্রের জন্য সোমকে আনয়ন করেন (৮।১০০।৮)। সোম ইন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় না (৯।৬৯।৯)। সোমই সবিতা, সোমই অগ্নি (ঋঃ ৯।৬৭।২৬); সোম হইতে স্তুতির উৎপত্তি। দ্যু, ভূ, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু সকলেই সোম হইতে জাত (ঋঃ ৯।৯৬।৫)। দেবতাগণের মধ্যে সোম ব্রহ্মা; মেধাবীগণের মধ্যে ইনি ঋষিতুল্য বনচারী; পশুমধ্যে মহিষ, গৃধ্রমধ্যে পক্ষিরাজ, অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতি (ঋঃ ৯।৯৬।৬); সোম স্বর্গ ধারণ করেন এবং জগতকে স্তম্ভিত করেন (ঋঃ ৯।২।৫); অসুরসোম হইতেই এই ত্রিভুবন নির্ম্মিত; (ঋঃ ৯।৭৩।১); আকাশরূপ সমুদ্র হইতে সোমরূপ অমৃত মন্থনের বিষয় ঋগ্বেদের ৯।১১০।৮ মন্ত্রে বিবৃত; সোমপানে দেবতার অমরত্ব লাভ ঋগ্বেদের ৯।১০৮।৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রকৃত সোমকে কিন্তু কেহই পান করিতে পারে না। সোম নক্ষত্র সন্নিধানে রক্ষিত (ঋঃ ১০।৮৫।২, ৩)। কেহ কেহ সোমকে Zodiac কেহ বা ইহাকে Milky-way বা সোমধারা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত সোম যাহাকে বেদে মধু বা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সেই সোমই রস স্বরূপ পুরুষ, তাহাই সোমরস। অশ্বিনীযুগলকে ৫।৭৫।১ মন্ত্রে মধুবিদ্যা বিশারদ বলা হইয়াছে। সেই মধুবিদ্যাই ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞান মনুষ্যকে দেবতা করে,

অমর করে। সেই পরম পুরুষ হইতে সৃষ্টি ; এজন্য সোম হইতে দ্যু, ভু, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

রুদ্র—"রু দীপ্তৌ", যঃ দীপ্ত্যা দ্রাবয়তি বিদারয়তি মায়াং তৎ কার্য্যঞ্চ স রুদ্রঃ। যিনি স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা মায়া ও তৎ কার্য্যকে বিদারণ করেন, নাশ করেন, তিনিই রুদ্র, জ্ঞানময় পুরুষ।

'রু'—নিরোধয়তি দ্রৈ, স্বপ্নরূপং সংসারং যঃ স রুদ্র। যিনি স্বপ্নরূপ সংসারের নিরোধ করেন, তিনিই রুদ্র।

'রু' রোদয়তি, যাঁর কার্য্যে লোকে রোদন পরায়ণ হয়।

রুজং দ্রাবয়তি ভেষজেন ইতি রুদ্র, যিনি ঔষধ দ্বারা রোগ দূর করেন। কোন মতে তিনি ভবরোগবৈদ্য। রু শব্দে দ্রুগতৌ। সমুদয় স্তুতিবাক্য যাঁহার প্রতি গমন করে তিনি রুদ্র। ঋগ্বেদের ১।৪৩।১ মন্ত্রে রুদ্রকে প্রচেতা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন এবং মীঢুষ্টম সকলের অপেক্ষা মহান্ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৩।৫৫।১ মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই মহর্ষি বিশ্বামিত্র "মহদ্দেবানা-মসুরত্বমেকম্" বলিয়া রুদ্রকে সম্বোধন করিতেছেন। ঋষি গৃৎসমদ ২।১।৬ মন্ত্রে রুদ্রকে অসুরোমহো বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই বাক্য হইতে রুদ্রই যে দেবের দেব মহা[illegible] তাহা প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদের ১।৭২।৪ মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে দেবগণ এই রুদ্রদেবকে স্তুতি করিতেছেন। ঋষি কণ্ব ঋঃ ১।৪৩।৩ মন্ত্রে রুদ্রকে গাথাপতি, মেধাপতি বলিয়াছেন এবং রুদ্রীয় উক্থ যে সুখকর তাহা ঋঃ ২।১১।৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে।

রুদ্র কর্ম্মফলদাতা (ঋঃ ১।১২২।১) ; রুদ্র ঈশান, সমস্ত ভুবনের অধিপতি ও ভর্ত্তা (ঋঃ ২।৩৩।৯) ।

"একো হিরুদ্রো ন দ্বিতীয়ায়তস্থুঃ"

উপনিষদের এই বাক্যে যেরূপ রুদ্রকে এক অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে সেইরূপ ঋগ্বেদ সংহিতাতেও আমরা রুদ্রকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের ১।১১৪।১০ মন্ত্রে রুদ্রকে গোঘ্ন, পুরুষঘ্ন, ক্ষয়দ্বীর প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করায়, তাঁহার কার্য্যে যে সকলেই রোদন পরায়ণ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সেই জন্য ১।১১৪।৮ মন্ত্রে আমরা দেখি ঋষি কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছেন "মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আযুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রিরীষঃ। বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিনোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে।" এবং প্রকারে মহান্ রুদ্রের উত্তর ও দক্ষিণাদি মুখ পরিকল্পিত হয়। মেরু সন্নিহিত প্রদেশে সুদীর্ঘ শীতের ৬ মাসের রাত্রে এক বৈদ্যুতিক বিস্তৃত প্রভা পরিদৃষ্ট হয়। উহাকে ঔদীচ্য প্রভা বলে।

ইংরাজীতে এই প্রভা Aurora Borealis নামে অভিহিত। এই প্রভার স্থায়িত্বকালে শীত ও তুষারাদি জন্য মেরু সন্নিহিত প্রদেশের লোকেরা বড় দুঃখের সহিত জীবন যাপন করে। এজন্য প্রার্থনা করে "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"। সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যদর্শনের জন্য ঋষিগণের বহু স্তুতি ঋগ্বেদের ১।৯৪।৩, ৯।৪।২-৬ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১।৪৩।২ মন্ত্রে রুদ্রকে ঔষধদাতা বলা হইয়াছে।

১।১০৫ মন্ত্রে রুদ্র ভেষজধারী দেবতা। ২।৩৩।২ এবং ১।১১৪।১ মন্ত্রে ঋষি রুদ্রের নিকট "ব্যাধি দূর কর," "শোকশূন্য কর" এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। রুদ্র যে ঔষধদাতা এবং ব্যাধিহর্ত্তা, তাহা আমরা উক্ত মন্ত্রসমূহ হইতে জানিতে পারি। রুদ্র যে শুধু আধিব্যাধিহর তাহা নহে, তিনি ভবব্যাধিও দূর করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদের ২।৩৩।৬ মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, ঋষি বলিতেছেন "নিষ্পাপ হইয়া রুদ্রদত্ত সুখ ভোগ কর।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রুদ্র ভবরোগবৈদ্য। রুদ্র শব্দ যে শিব শব্দের প্রতিশব্দ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বেদে ব্রাহ্মণাংশে "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম" বাক্যে আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাই শিবতত্ত্ব এবং তাহাই কৈবল্যপরমানন্দ। "যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি র্ন সন্নচা সচ্ছিব এব কেবলঃ।" ঋগ্বেদের ৭।৪৮।৪ মন্ত্রে রুদ্রই স্বয়ম্ভূঃ, ১০।৯২।৯, ১।৩৬।৬ মন্ত্র-সমূহে তিনিই শিব রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণে রুদ্রের তিন চক্ষু বর্ণিত। ঋগ্বেদের ১।১১৫।১ মন্ত্রে সূর্য্যের তিন চক্ষু মিত্র, বরুণ এবং অগ্নি। ৭।৫৯।১২ মন্ত্রে 'ত্র্যম্বকং যজামহে' এই বাক্য আছে, ইহার অর্থ তিন লোকের পিতা বা তিন চক্ষুও বলা যায়।

বিষ্ণু—ইন্দ্রের সখা উপেন্দ্র ; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যখন আর্য্যগণ ভারতে উপনীত হন তখন বাসের জন্য ভূমিলাভ অতি দুরূহ ব্যাপার ছিল। মনু ও তৎপরবর্ত্তী মনুষ্যগণকে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য ইন্দ্র স্বয়ং পৃথিবী ও জল মনুর জন্য সৃষ্টি করেন ২।২০৭। ইন্দ্র বলিতেছেন "হে

সখে বিষ্ণো পদ নিক্ষেপ কর" (ঋঃ ৮।১০০।১২)। ঋগ্বেদের ৬।৪৯।১৩ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর জন্য ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা পার্থিব লোক পরিমাণ করিয়াছিলেন। ত্রিপাদ বিক্রম অর্থাৎ তিন প্রকারের বিক্রম—প্রতাপ, শব্দ ও ধুলি উড়াইয়া আক্রমণ যেমন কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়কালে বর্ণন করিয়াছেন "প্রতাপোঽগ্রে, ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্।" বিষ্ণু কর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে আক্রমণ ঋগ্বেদের ৭।১০০।৪ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে বিষ্ণু মনুষ্যের নিবাসার্থ পৃথিবী দান অভিপ্রায়ে পদক্ষেপ করেন। ৮।৭৭।১০ মন্ত্রে ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিষ্ণু জল প্রদান করিতেছেন। ১০।১১৩ সূক্তে বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড প্রেরণে ইন্দ্রের মহিমা ঘোষণা করেন। ৬।১৭।১০ মন্ত্রে বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্য ইড়া ও শত মহিষ পাক করেন। এই মন্ত্রার্থ দ্বারা এই রহস্যই প্রতিপাদিত হয় যে ইন্দ্রের বলবিধানের জন্য শত হিমরাত্রিতে সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। মন্ত্রের এই রহস্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন। ৫।৭৭।২ মন্ত্রে দেখা যায় সায়ংকালের হব্য দেবগণ প্রাপ্ত হন না। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল ইন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ৮।৯৬।১ ও ১০।২৯।১ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ইন্দ্র রাত্রিতে সোম পান করেন। ৮।৩৬।১ মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয় যে দেবগণ শত অতিরাত্রদ্বারা ইন্দ্রের জন্য সোমভাগ কল্পনা করেন। ১০।১৫৮ সূক্তে শতযজ্ঞরূপ বস্ত্রবয়ন বিবৃত আছে। ১।৩০।১ মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে ইন্দ্র

শতক্রতুবিশিষ্ট। এই সমুদয় হইতে জানিতে পারা যায় যে ইন্দ্র শত যজ্ঞ করিয়া শতক্রতু নহেন, কিন্তু শতযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা বলিয়া শতমন্যু উপাধিলাভ করিয়াছেন। ৪।১৮।১১ মন্ত্রে ইন্দ্র বিষ্ণুকে উপদেশ করিতেছেন, "হে সখে, যদি তুমি বৃত্র অর্থাৎ শত্রুকে বধ করিতে চাও তবে পরাক্রম কর।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৬।১৫ মন্ত্রে দেবাসুর মধ্যে জগৎবিভাগকালে বিষ্ণু ত্রিপাদদ্বারা জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন এরূপ লিখিত আছে। ঋগ্বেদের ১।১৫৪ সূক্তে বিষ্ণু দেবতা, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য-লোকের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত। তিনি ত্রিভুবন সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মন্ত্র "তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং" ১।২২।২০ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ১।১৫৫।৫ মন্ত্রে গমন-সমর্থ পতত্রী বিষ্ণুর তৃতীয় পদ জানিতে পারেন না। ঋগ্বেদের ৭।১০০।৬ মন্ত্রে বিষ্ণুকে শিপিবিষ্ট বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শিপিবিষ্ট পদের এই অর্থ করেন যে দক্ষিণায়ণে সূর্য্য ছয় মাস উত্তর মেরু সন্নিহিত প্রদেশে পরিদৃষ্ট হন না, সেই অবস্থায় সূর্য্যদেব বৃত্র কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন ; এইরূপ কুৎসিৎভাব-গ্রস্ত সূর্য্যকে শিপিবিষ্ট বলে।

কেহ কেহ এই কৃষ্ণবর্ণকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুর অবতার রাম ও কৃষ্ণের বর্ণ শ্যামবর্ণ বলেন। পুরাণাদিতে বিষ্ণুর মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ, বিশেষতঃ কৃত যুগে। নিরুক্তকার শাকপুনিমতে আদিত্যই বিষ্ণু এবং উত্তর দিক্ ব্যতীত সপ্তদিক্ই বিষ্ণুর 'সপ্তধাম'।

ইন্দ্র—ঋগ্বেদ ইন্দ্রের মহিমায় পূর্ণ। তথায় ইন্দ্রই পরমাত্মা, পরমপুরুষ। নিম্নে তাঁহার কতিপয় বিশেষণ প্রদত্ত হইল। ঋগ্বেদের ৫।৩৩।৬ এবং ৯।৯৬।১৮ মন্ত্রে ইন্দ্র অবিনশ্বর, বিশ্বব্যাপী, বিরাট্ পুরুষ। ইন্দ্র বিশ্বরূপ ধারণ করতঃ অমৃতে অধিষ্ঠান করেন (৩।৩৮।৪); ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানারূপ ধারণ করেন (৩।৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮, ১০।৫৪।২)। উক্ত মন্ত্রসমূহে ঋষি বলিতেছেন "হে ইন্দ্র, এ সকলই তোমার মায়া মাত্র, তোমার যুদ্ধও মায়া। ইন্দ্র তাঁহার অদৃশ্য (গোপনীয়) শরীর দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সৃষ্টি করেন"। ইন্দ্রের চারি ঐশ্বর্য্যময় শরীর আছে (১০।৫৪।৪)। এই চারি শরীর বিরাট, হিরণ্য-গর্ভ, ঈশ্বর ও পরমাত্মা; অথবা জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও পরমাত্মা; অথবা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়; অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত। ১০।৫৫।২ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় ইন্দ্র তাঁহার শরীর দ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী ও মধ্যাকাশ পূর্ণ করেন। ইন্দ্র, সূর্য্য, উষা, পৃথিবী ও অগ্নির উৎপাদক (১০।৫৪।৩)। ইন্দ্রই পিতা, ইন্দ্রই মাতা (৮-৯৮-১১, ৩৩১।১৫, ৩৩২।৮)। ইন্দ্র স্বর্গের প্রাচীন পিতা (৯।৮৬।১৪)। ইন্দ্র অভয়জ্যোতি (২।২৭।১১, ১৪)। ইন্দ্র জ্যোতির জ্যোতি (১০।৫৪।৬. ১।৫৭।৩)। ইন্দ্র বিশ্বভুবনের পারে আছেন, দ্যাবাপৃথিবী তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না (১০।২৭।৪)। ইন্দ্র প্রতি মনুষ্যে অবস্থিত আছেন (১০।৪৩।৫)। যেমন অরসমূহ রথনাভিতে সংবদ্ধ থাকে তেমনি বিশ্বভুবন ইন্দ্রে অবস্থিত (১।৩২।১৫)। ইন্দ্রের

কুক্ষির একপার্শ্বে পৃথিবী লুক্কায়িত (৩।৩২।১৪)। সর্ব্ব বিভিন্ন দেবস্তুতি ইন্দ্রেরই স্তুতি (১।৭।৭)। দেব, যক্ষ, নর, গন্ধর্ব্ব ও তির্য্যগাদি পঞ্চজনের ইন্দ্রিয় ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয় (৩।৩৭।৯)। মহান্ ইন্দ্র বিনা জগৎ নাই (২।১৬।১২)। ইন্দ্র জ্ঞানস্বরূপ (১।১০০।১২, ১।১০২।৬)। ইন্দ্র স্বর্গের রাজা (৩।৪৫।৫)। ইন্দ্র মহৎ হইতেও মহীয়ান্ (৩।৪৬।১)। ইন্দ্র সুকৃতের পালক, দুষ্কৃতের নাশক (৩।৪৬।১ ; ১।৫৪।৭ ; ১।১৬৫।৩)। ইন্দ্রই সূর্য্য (১।৫।৬)। ইন্দ্রই বিষ্ণু (১।৬৩।৩)। অন্ধকন্যা (মায়া) প্রলয়ে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় (১০।২২।১১)। উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় ও কেশ শ্মশ্রু বিশিষ্ট ইন্দ্র ভুজদ্বয় দ্বারা বজ্র ধারণ করেন (১০।৯৬)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সগুণ উপাসকের চক্ষে ইন্দ্রই একমাত্র ঈশ্বর এবং নির্গুণ উপাসকের চক্ষে ইন্দ্রই শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য পুরুষ হৃৎপুণ্ডরীকে বিরাজমান। এখনও যখন কোথাও যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় তখন "ইন্দ্রায় স্বাহা" বাক্যে তাঁহার পূজন করা হয়।

বরুণ—বরুণ আকাশরূপ সমুদ্রের সম্রাট্। জলরাজ্যে বরুণ রাষ্ট্রপতি (ঋঃ ১।১৩৬।১ ও ৭।৪।১১ দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে জেন্দাবস্তের অহুরমজদ (অসুরো মহৎ) ঋগ্বেদের বরুণ। বরুণই প্রাচীন আর্য্যগণের উপাস্য ছিলেন। পশ্চাৎ অঙ্গিরাগণ যখন ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান করিলেন, তদবধি বরুণের স্থান ইন্দ্রের নিম্নে হইয়াছে। (ঋঃ ৩।৩১।৭,১২)। ঋগ্বেদে উত্তরমেরু উচ্চ দেবস্থান এবং

দক্ষিণ দিক জলময় পাতাল অসুরস্থান বলিয়া অভিহিত হয়। গ্লোব নামা প্রতীকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উত্তর মেরু সন্নিহিত প্রদেশ স্থলবহুল এবং দক্ষিণ মেরুর দিকে সব জলবহুল দেখা যায়। বরুণ এই দক্ষিণস্থ সমুদ্রের দেবতা। জেন্দাবস্তে দেখা যায় দেবোপাসকগণ উত্তরে বাস করেন এবং অসুরোপাসকগণ দক্ষিণে বাস করেন। "দেবোপাসকগণ উত্তরে মরুক" অসুরোপাসকগণের এই অভিশাপ বাণী জেন্দাবস্তে বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। জেন্দাবস্তে স্বর্গ দক্ষিণে ও নরক উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জেন্দাবস্তে লিখিত আছে যে এরিয়ানবীজো ইরাণীয় আর্য্যগণের বীজভূমি বা স্বর্গ তাহার উত্তরে দেবস্থান। কিন্তু ঋগ্বেদে আকাশকেই সমুদ্র বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে (১০।৯৮।৫, ৯।৯৬।১৯, ৯।৯৭।২১,৪৪)। মেঘস্থ জল আকাশ হইতেই বর্ষিত হয়। ঋগ্বেদের ১।২।৭ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে রাজা বরুণ অন্তরিক্ষে থাকেন। গীতাতে যেরূপ সংসারকে উর্দ্ধমূল, অবাক্-শাখ অশ্বত্থ বৃক্ষ রূপে কল্পনা করা হইয়াছে, সেইরূপ ঋগ্বেদে ১।২৪।৭-৮ মন্ত্রে বরুণকে উর্দ্ধমূল, অবাক্‌শাখ সংসার বৃক্ষের নিয়ন্তৃরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। বরুণ সূর্য্যের পথ প্রস্তুত করেন, তিনি অসুর প্রচেতা (১।২৪।৮, ১।২৪।১৪)। বরুণ, দ্যুলোক, ভূলোকে সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্ (১।২৫।২০)। জীব বরুণের পাশে বদ্ধ (১।২৫।২১)। জেন্দ্ ভাষায় বরণ শব্দের অর্থ আকাশ। ধৃতব্রত, সুক্রতু বরুণ দৈবীসন্তানগণমধ্যে

সাম্রাজ্যসিদ্ধির জন্য বিরাজিত (১।২৫।১০) ঋগেদের ১।১২৮।৭ মন্ত্রে বরুণকে হিংসক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আবার ১।১৮৪।৩ মন্ত্রে বরুণ পাপ-নিবারক যজ্ঞ নামে এবং ৩।৫৪।১৮ মন্ত্রে অহিংসিত কর্ম্মকারী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ৯।৯০।২ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে বরুণ নদীর পরিচ্ছদ ধারণ করেন এবং ১।১৬১।১৪ মন্ত্রে তাঁহাকে সমুদ্রজলসহ বিরাজিত দেখা যায়। অদিতিপুত্র বরুণ জল সৃষ্টি করেন (২।২৮।৪)। বরুণ জলাধিপতি (১০।৬৫।৭, ১০।১২৪।৯)। ৪।১৪ মন্ত্রে বরুণের ক্রোধে শঙ্কিত প্রজাগণ তাঁহার ক্রোধশান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন দেখা যায়।

জেন্দাবস্ত গ্রন্থ পাঠে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বরুণ অসুর সম্রাট্ এবং অসুর সম্রাট্ বরুণের উপাসকগণ সর্ব্বদা ইন্দ্রাদি দেবদ্বেষী। অহুরমজদার পরম শত্রু অঙ্গিরামন্যুই প্রথমে অসুর সম্রাট্ বরুণের পরিবর্ত্তে শতমন্যু ইন্দ্রের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন (ঋঃ ১।৮৩।৪)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অঙ্গিরা-মন্যুকৃত উক্ত কার্য্যকে দেবাসুর যুদ্ধের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জারাথুস্ত্র অর্থাৎ অহুরের প্রিয় ত্বষ্টা সহ ইন্দ্রের অসদ্ভাব ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

পুরাণে দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণের প্রতিপক্ষরূপে অসুর পুরোহিত উশনাকাব্য বা শুক্রাচার্য্য এবং ত্বষ্টার নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে উশনাকাব্য ও ত্বষ্টা

বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রের সাহায্যকারীরূপে উক্ত হইয়াছেন। জেন্দাবস্ত ইন্দ্রবিদ্বেষে পূর্ণ হইলেও তাহাতে বৃত্রঘ্ন সর্ব্বথা পূজিত। ঋগ্বেদের ১।৫১।১১ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ইন্দ্র উশনার সাহায্যে তীক্ষ্ণীকৃত বাণ দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন। ১।৮৩।৫ মন্ত্রে দেখা যায় উশনা-কাব্য ইন্দ্রের সাহায্য করিতেছেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য মহর্ষি দধীচির শিরোঽস্থি দ্বারা বৃত্রবধের নিমিত্ত বজ্র নির্ম্মাণ করেন (১।৩২।২, ১।৮৫।৯, ১।৬১।৬)। ১।৫২।৭ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ত্বষ্টা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করে; ১।১২১।১২ মন্ত্রে উশনা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ বজ্র প্রদান করিতেছেন। ঋগ্বেদের ৫।২৯।৯ মন্ত্রে ইন্দ্র উশনাসহ কুৎসগৃহে সোমপান করেন ইত্যাদি প্রীতি ব্যবহার বর্ণিত আছে। যে বৃত্রবধের জন্য বজ্র নির্ম্মিত হয় তাঁহার পিতার নাম বৃসয় (৬।৬১।৩, ১।৯৩।৪)। অসুর বৃসয়ই ত্বষ্টা, ইহা নিরুক্তে এবং সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। আপ্রিসূক্তে ত্বষ্টা একজন দেবতা (১।১৩।১০)। এই ত্বষ্টাকে আনয়নার্থ ঋগ্বেদে অগ্নির প্রার্থনা দেখা যায় (১।২২।৯)। আবার ৫।৪১।৮ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ত্বষ্টা বাস্তুপতি। ৩।৭।৪ মন্ত্রে অগ্নি ত্বষ্টৃপুত্র। ত্রিশিরা বিশ্বরূপের পিতাও ত্বষ্টা। ইনি ইন্দ্র প্রেরিত আপ্ত্যত্রিত দ্বারা হত হন (১০।৮।৮)। সূর্য্যপত্নী সরণ্যু ত্বষ্টার দুহিতা (১০।১৭।১)। ত্বষ্টা বজ্রনির্ম্মাতা দেবশিল্পী। তিনি ইন্দ্রের জন্য এক চমস নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ঋভুগণ ঐ এক চমস হইতে চারিখানি চমস তৈয়ার করিয়াছিলেন (১।২০।৬)। ইহাতে ইন্দ্র চমৎকৃত হইয়া ঋভুগণের প্রশংসা করেন ও ত্বষ্টা

ভৎর্সিত হইয়া স্ত্রীগণের মধ্যে লুক্কায়িত হন (১।১৬১।৪)। ঋগ্বেদের ১।৮০।৪ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ত্বষ্টা ইন্দ্রভয়ে কম্পিত-কলেবর। ইন্দ্র বৃসয়পুত্র বৃত্রকে বধ করেন (১।৯৩।৪)। এই বৃত্র কে? তদুত্তরে পাশ্চাত্যমতাবলম্বী পণ্ডিত রামনাথ সরস্বতী বলেন যে বৃত্র এসিরিয়া দেশবাসী একজন বীর-সেনাপতি। ইনি আর্য্যগণকে বেবিলন হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন। তজ্জন্য টাইগ্রিস নদীর জল রুদ্ধ করতঃ আর্য্যগণকে জল দ্বারা প্লাবিত করেন এবং তদ্দ্বারা আর্য্যবীর ইন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করেন। এজন্য ঋগ্বেদের ৮।৩৬ সূক্তে ইন্দ্রকে জল মধ্যে জেতা বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। অনুমান করিতে হয় ত্বষ্টার পুত্র বিদ্রোহী হইলে দেবগণ মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে অধ্যক্ষ করেন (৬।১৭।৮)। ত্বষ্টাও ইন্দ্রকে সাহায্য করেন। সম্ভবতঃ বৃত্রকে বধ করা দেবগণের অভিপ্রেত ছিল না। ঋগ্বেদের ১।৩২।১২, ২।২২।৪ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে বৃত্রও একজন দেবতা। তাঁহার বধ সর্ব্বজনবিগর্হিত হইয়াছিল। এজন্য বৃত্র বধের পর দেবগণের মধ্যে মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। ৪।১৮।৯ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় যে দেবগণ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঋঃ ১।৩২।১৪ মন্ত্রে দেখিতে পাই ইন্দ্র বৃত্রবধের পর নবনবতি জল পার হইয়া চলিয়া যান। কিন্তু ৫।৩২।৪ মন্ত্রে আছে বৃত্রের নিশ্বাস হইতে শুষ্ণ উৎপন্ন হয় ও উহা দেবগণকে প্রবল প্রতাপে আক্রমণ করে। দেবগণ অহির তেজে পলায়নপরায়ন হন (৮।৯৩।১)। ঋঃ ৮।৫৬।১ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় দেবগণ

ইন্দ্রের জন্য সোম ভাগ কল্পনা করিতেছেন। ১।৩১।১ মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে সমস্ত দেবগণ একমত হইয়া ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়াছেন। জলসমূহ ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করিয়াছেন (৪।১৮।১৭)। যখন ইন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তখনকার অবস্থা ঋঃ ১০।১২৪।৪ মন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

অগ্নি বরুণাদি দেবগণের পতন হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিবৃত, অগ্নি দেবগণের সম্পত্তি লইয়া পলাইতেছিলেন তখন দেবগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে অগ্নি রোদনপরায়ণ হয়েন. একারণ তাঁহাকে রুদ্র বলা হইয়া থাকে। উক্ত ১০।১২৪ সূক্তে আরও বর্ণিত আছে, আমি আসিলে অসুরগণ শক্তিহীন হইল। ৩।৩০।৫ মন্ত্রে ইন্দ্র একাকীই অহি বধ করেন। ১।১৬৫।৬ মন্ত্রে মরুৎগণও তখন ইন্দ্রের সহায় ছিলেন না। ইন্দ্র শত্রুগণ বেষ্টিত হইয়াছিলেন, সেজন্যই সম্ভবতঃ ৪।১৮।৮ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কুষব ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছিল, ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করতঃ বিনির্গত হন। আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্রের সহকারী হইয়া তদাদেশে ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশির বিশ্বরূপকে বধ করেন এবং তাঁহার গাভী সকল হরণ করেন। ১০।৮।৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে এই বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। ঋঃ ৩।৪৮।৪ মন্ত্রে ইন্দ্র বলপূর্ব্বক ত্বষ্টার সোমপান করেন। ৫।৯।১০ মন্ত্রে ইন্দ্র ত্বষ্টার জামাতা সূর্য্যের চক্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ৪।১৮।৯ মন্ত্রে ইন্দ্র-সখা বিষ্ণুকে শত্রুবধে পরাক্রম দেখাইতে বলিতেছেন। ২।৩১।৬,

৫।৪১।৪, ৮।১২।১৬ প্রভৃতি মন্ত্রে আপ্ত্যত্রিত দেবপদবীস্থিত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণসহ সোমপান করিতেছেন। এই আপ্ত্যত্রিতই জেন্দাবস্তের আথাত্রৈস্তন, যিনি জিমের সিংহাসন চ্যুতকারী ত্রিশির অজিদহককে বধ করিয়া জিমকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্য ইঁহাকে বরুণ দেশে স্বর্ণসিংহাসনে যজ্ঞ প্রদত্ত হয়। এবম্প্রকারে দেবগণ মধ্যে যে ভেদভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই ফলে দেব বরুণ দেবত্ব ত্যাগে আহুরমজদা নাম গ্রহণে প্রিয় ত্বষ্টাকে জর-থুস্ত্র নামে অভিহিত করতঃ অসুর উপাসক সম্প্রদায় সংগঠিত করেন। সম্ভবতঃ উশনাকাব্য শুক্রাচার্য্য নামে অসুরগণের উপদেষ্টা গুরু হন। এই কারণে তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় "উশনাকাব্যো অসুরাণাং"। ঋঃ ২।৩৬।৩ মন্ত্রে ঋতুদেবগণ মধ্যে ত্বষ্টা ও শুক্র একত্র গ্রীষ্ম ঋতুর অধিপতি পরিদৃষ্ট হন। ঋঃ ১০।১৫১ সূক্তে বর্ণিত আছে তৎপর যখন অসুরগণ প্রবল হইল তখন দেবতারা শ্রদ্ধা করিলেন অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন অসুরগণকে বধ করিতে হইবে। পুনঃ ঋঃ ১০।১৫৭।৪ মন্ত্রে দেখা যায়—পশ্চাৎ দেবতারা যখন অসুরগণকে পরাস্ত করিয়া ফিরিলেন তখন তাঁহাদের অমরত্ব পদ রক্ষিত হইল। উক্ত আপ্ত্যত্রিত পুত্র মহারাজ ভুবন উক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি দেবগণের বিজয়গীতি গান করিয়াছেন। দেবোপাসক ও অসুরোপাসক মধ্যে যতই ভেদভাব থাকুক না কেন, ঋগ্বেদ

অভেদ ভাব পরিস্ফুট করতঃ এক ঈশ্বর বাদ এবং অদ্বৈত বাদের অবতারণা করিয়াছেন। একই পরম পুরুষের মহিমা সকলের মধ্যে প্রকাশিত বা বিভূতির বিভিন্নতানুসারে বিভিন্ন দেবতা পরিকল্পিত। কোথাও বা কার্য্যভেদ দৃষ্টে নাম ভেদ ঘটিয়াছে। ঋঃ ৩।৫৫।১ মন্ত্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—"মহদ্দেবাণামসুরত্বমেকং"। ঋঃ ১০।১১৪।৫ মন্ত্রে সধ্রি ঋষি দেখিয়াছেন—একই সুপর্ণ বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ নানারূপে কল্পনা করেন। ঋঃ ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে মহর্ষি দীর্ঘতমা বলিতেছেন—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ।" যেমন একই বিজলী অব্যক্তাবস্থায় তারে অবস্থিত হইলেও আলোক, তাপ, গতি ইত্যাদি নানাভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া নানা নামে অভিহিত তেমনি কার্য্য বা মহিমার বিভিন্নতা অবলম্বনে বিপ্রগণ একই পুরুষের অনন্ত নাম কল্পনা করিয়া থাকেন। অনন্ত অব্যক্তকে ধারণা করিতে অসমর্থতা নিবন্ধন তাঁর কার্য্যভাব অবলম্বনে প্রতীকোপাসনা; অপরিচ্ছিন্ন পুরুষের পরিচ্ছিন্ন ভাবকল্পনা। গীতাতেও আছে—"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপ মন্যন্তেমামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তোমমাব্যয়মনুত্তমং॥" রজোগুণাশ্রিত বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মানব অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার প্রভাবে বিভিন্ন-গুণাত্মক পরিচ্ছিন্ন দেবগণের কল্পনা করিয়া থাকেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" "প্রতিমা স্বল্প-

বুদ্ধীনাং”। এই সব পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিসহ তুলনা করা চলে; যাঁরা আলো, তাপ, গতি প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা অনুশীলন করেন তাঁদের যেমন পরিশেষে বিদ্যুৎ সকলের কারণ বলিতে হয়, তেমনি খণ্ডদেব, যক্ষ, ভূতাদি উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে কালে লোকে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই লাভ করিতে পারে।

উপাসনা

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত মাবিরাবী-র্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসী-রনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধাম্যৃতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু, অবতু মামবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ, শান্তিঃ॥

উপাসনা অর্থ উপ তৎ সমীপে আসনা আসন গ্রহণ, তৎ সঙ্গ লাভার্থ, তৎ চিন্তনার্থ স্থিতিশীল হওয়া। সেই তৎপদ-বাচ্য পুরুষ বা পরমেশ্বরকে লোকে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে উপাসনা করিয়া থাকে; সগুণ উপাসনা কর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে। নির্গুণ উপাসনা অকর্ম্মপরায়ণ বলিতে হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো

মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” অর্থ আত্মার দর্শন জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। ‘শ্রবণং নাম ষড়্‌বিধলিঙ্গৈঃ অশেষ বেদান্তানাম্‌ অদ্বিতীয়ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণম্‌”। অর্থাৎ ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা অশেষ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মই উপলক্ষিত, ইহা অবধারণ করা, ইহাকেই শ্রবণ বলে। ছয়টী লিঙ্গ (১) উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ, উপসংহার অর্থাৎ শেষভাগ (২) অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (৩) অপূর্ব্বতা অর্থাৎ বেদান্ত অতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না (৪) ফল অর্থাৎ ফলশ্রুতি বা শ্রবণ প্রয়োজন কেন (৫) অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি প্রশংসা বা নিন্দাত্মক বাক্য (৬) উপপত্তি অর্থাৎ প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করার জন্য যুক্তির উপন্যাস। ‘মননস্তু শ্রুতস্য অদ্বিতীয় বস্তুনো বেদান্তার্থ অনুগুণ যুক্তিভিঃ অনবরতং অনুচিন্তনং’ অর্থাৎ যে অদ্বিতীয় বস্তুর বিষয় শ্রবণ করা হইয়াছে তাহার বেদান্তের অনুকুল যুক্তি প্রবাহ দ্বারা অনবরত চিন্তা করা। নিদিধ্যাসন—‘বিজাতীয় দেহাদি প্রত্যয়-বিরহিত অদ্বিতীয় বস্তু সজাতীয় প্রবাহো নিদিধ্যাসনম্‌,’ অর্থাৎ-অদ্বিতীয় বস্তু স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত (এইজন্য সর্ব্বপ্রকার ভেদ সমন্বিত দেহাদির চিন্তা ত্যাগে কেবল ব্রহ্মানু-চিন্তন)। ইহাই যোগ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ বলিয়া অভিহিত হয়। এই যোগ অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান এবং

সমাধি। "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং। ক্ষমাধৃতি মিতাহার শৌচঞ্চ।" এই দশটী যম। আর "সন্তোষ স্তপমাস্তিক্যং দানমীশ্বর পূজনং। সিদ্ধান্ত শ্রবণং লজ্জা মতি জপ" এই সব নিয়ম। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, গোমুখাসন, বীরাসন ইত্যাদি আসন। এবং চেলাজিন কুশোত্তরং অর্থাৎ কুশাসনের উপর অজিন চর্ম্ম বা পশমী আসন তদুপরি কাপড় দিয়া আসনে বসিতে হয়। একই আসনে তিন চারি ঘণ্টা বসার অভ্যাস চাই নতুবা মনের চাঞ্চল্য অনিবার্য্য। প্রাণায়াম—শ্বাস বায়ু গ্রহণান্তর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ করতঃ কুম্ভকের দ্বারা পুনঃ ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ। ইহারও বহুপ্রকার ভেদ কল্পিত হয়। প্রত্যাহার ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করা। ধারণা—বিষয় ত্যাগে মনকে ঈশ্বরে স্থিতি করান। ধ্যান—দৃঢ় চিন্তা, ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ। জীব পরমাত্মার সমতা সম্পাদনের নাম সমাধি।

অহং গ্রহোপাসনা

এই উপাসনার চিন্তাধারার নানাত্ব অনুসারে নানা নাম দেওয়া হইয়া থাকে, যেমন অহংগ্রহোপাসনা। অহং-গ্রহোপাসনা—অহংগ্রহ এই কথাটীতে দুইটী শব্দ আছে—অহং ও গ্রহ। অহং শব্দটী ন হং অর্থাৎ 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে'। এইরূপ যে অকর্ত্তা, অভোক্তা, অক্ষয় অব্যয় পুরুষ তাহাকে লক্ষ্য করে। অথবা ন হন্তি ন গচ্ছতি

অর্থাৎঅচল, নিষ্ক্রিয়। অ—অজ্ঞ, যে পুরুষ অস্তি তাহাকে লক্ষ্য করে। হস্তি তমঃ (মায়া) তৎ কার্য্যঞ্চ। অথবা যে অস্তিতা জ্ঞাপক পুরুষ হস্তি গচ্ছস্তি সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বত্রগ। যেমন অত (গমনে) ধাতুর উত্তর মনট্ প্রত্যয় করিয়া 'আত্মা' শব্দার্থ সর্ব্বত্রগ। তৈত্তিরীয়ে "অহং অন্নং" "অহং অন্নাদ" প্রয়োগ আছে। 'অ' অন্নং হস্তি তমঃ বা অন্নকে হনন করে অথবা অন্নকে প্রাপ্ত হয়। কর্ত্তা ভোক্তা যে অহং অভিমানী জীবত্ব তাহা প্রাপ্ত হয়।

গ্রহ—পাত্র বা আধারকে বলে। যেমন মন্থিগ্রহ, শুক্রগ্রহ। যিনি সমস্ত জ্যোতির আধার তিনি অহংগ্রহ। এবং এইজন্যই রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শনৈশ্চরকে গ্রহ বলে। গ্রহ অর্থ গ্রাসকারী; রাহু চন্দ্র, সূর্য্যকে গ্রাস করে এইজন্য গ্রহণ শব্দের প্রয়োগ। যে অহং সর্ব্ব জ্যোতির আধার তমঃ (মায়া) ও তৎকার্য্য গ্রাস করে সেই জ্যোতিস্বরূপ পুরুষই অহংগ্রহপদ বাচ্য। 'সোহহং হংসঃ'। হংস হস্তি গচ্ছতি বিনশ্যতি বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'যোঽসা বসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি' বাক্যে অহং ব্রহ্মবাচী। "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এবেদং সর্ব্বমিতি। অথতোঽহঙ্কারা-দেশ এবাহ মেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণ তোঽহমুত্তর তোঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি। অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদা ত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি" (ছা)। 'আত্মৈবেদমগ্র

আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবিক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহ-মস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহং নামাভবৎ'। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অবভৎ" (বৃঃ আঃ)।

এই অংহং গ্রহের উপাসনায় "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্"। এই ধারায় চিন্তাসহ উপাসনা করিতে হয়। "এবং সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্ ব্রহ্মপরমং যাতি নান্যেন হেতুনা"। এইরূপে সব অপনাতে লয় করিয়া দিয়া সর্ব্বগ্রাসী অহং গ্রহ উপাসনার পরিসমাপ্তি হয়। "জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে তদ্ব্রহ্মাঽহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ব বন্ধো প্রমুচ্যতে"। "ত্রিষু ধামষু যৎ ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥"

সম্পদ উপাসনা

সম্পদ সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যকে বুঝায়। তিনিই সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ ভগবান্। সম্পদ অর্থ সমম্পদ যুগং অর্থাৎ সমানপদদ্বয় জীব ব্রহ্মৈকতারূপং ইতি। এই সম্পদ লাভ হয় যাঁর তিনি সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী। "স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নি"। সম্পদের অনুবাদ মনিয়ার উইলিয়ামস্ লিখিয়াছেন "to become full or complete"। ছান্দোগ্যে ৬।৯ "সতি সংপদ্যমাহ ইতি অর্থ" সতি আত্মস্বরূপে ব্রহ্মণি সম্পদ্য একতাং

প্রাপ্য বর্ত্তামহে"। ছান্দোগ্যে ৬।১৪ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং। যাবন্ন বিমোক্ষেঽথ সংপৎস্য' ইতি।

যে পুরুষ আচার্য্য গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হইয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির অনুষ্ঠানে রত হয়, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁর প্রারব্ধ ভোগ সময় পর্য্যন্ত দেহ থাকে; অনন্তর উহা সৎসহ একীভূত হয়। অর্থাৎ দেহ মোক্ষ ও সৎ সম্পদ লাভ বিষয়ে কালভেদ নাই।

ছন্দোগ্যের ৫।১১-১৮ খণ্ড পর্য্যন্ত সম্পদ উপাসনা বর্ণিত। তাহাতে ছয় জন জিজ্ঞাসু আত্মাকে ছয় ভাবে উপাসনা করিতেন দেখা যায়। একজন দিব্ই (স্বঃ) আত্মা জানিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি আদিত্য আত্মা, তৃতীয় বায়ু আত্মা, চতুর্থ আকাশ বা অন্তরীক্ষ (ভূবঃ) আত্মা এবং ষষ্ঠ ব্যক্তি পৃথিবী (ভূঃ) আত্মা বলিয়াছেন। এই ছয় মিলিত হইয়া বিরাট বৈশ্বানর দেহ পরিকল্পিত হয়। ইহা আচার্য্য বলিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায়, শতপথ ব্রাহ্মণে বিদগ্ধ শাকল্যের প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন কতজন দেবতা আছেন? প্রথম ৩৩০৬ দেবতা বলিয়াছেন। তৎপরে ৩৩ দেবতা বলেন, পশ্চাৎ ৬ দেবতা বলেন তৎপরে ৩ দেবতা বলেন পরে দুই এবং অধ্যর্ধ দেবতা বলিয়া পশ্চাৎ একই দেবতা বলিয়াছেন। এখানে ভূ, ভূবঃ, স্ব এই তিন লোক ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী তিন দেবতা অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই ছয় গৃহীত হইয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সম্পদ উপাসনায়

যে ছয় জন দেবতা কল্পিত তাহার পঞ্চম 'অপ্' বলা হইয়াছে। এখানে অগ্নি স্থলে অপ্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "আয়ুর্ব্বৈ-ঘৃতমিতি বৎ কার্য্যবাচকেন কারণং লক্ষ্যত ইতি"। এই ন্যায়ানুসারে অপ্ কার্য্য, অগ্নি কারণ, সেইজন্য অপ্ শব্দ অগ্নিস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে আছে "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নের্‌রাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"। ইহাতে অপঃ কার্য্য ও অগ্নি কারণ পাওয়া যাইতেছে। ছান্দোগ্যে দিবিমূর্দ্ধা, আদিত্যচক্ষু, বায়ু প্রাণ; আকাশ সন্দেহ (দেহমধ্য) অপঃ বস্তি, পৃথিবী পাদদ্বয় কল্পিত করা হইয়াছে। এইটী মুণ্ডকে 'অগ্নির্মূর্দ্ধা, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ, দিশঃ শ্রোত্রে, বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ম্ বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"। এখানে অগ্নি শব্দ দ্যোলোকস্থ অগ্নি সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। শাস্ত্রে তিন অগ্নি পরিকল্পিত হয়. ভূর্লোকে অগ্নিই অগ্নি, ভূবর্লোকে বায়ু অগ্নি এবং দ্যোলোকে সূর্য্য অগ্নি। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে "স যথা আর্দ্রেধাগ্নেভ্যাহিতস্য পৃথক্ ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যৎ ঋক্‌বেদো যজুর্বেদঃ, সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতং অয়ং চ লোকঃ পরঞ্চ লোকঃ সর্ব্বানি চ ভূতান্যস্যৈবেতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্ব-

সিতানি"। সম্পদ উপাসনায় উক্ত ছয় দেবতা ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ এই তিনে লয় হইয়াছে। পশ্চাৎ এই লোকত্রয় অন্ন ও প্রাণ এই দুয়ে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মুণ্ডকে "তপসা-চীয়তে ব্রহ্ম, ততোহন্নমভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণঃ। অন্ন তমঃ বাচী, প্রাণবায়ু ব্রহ্মবাচী। ব্রহ্মের উপচীয়মান অবস্থা অধ্যর্ধ অবস্থা। "বায়ুর্বৈগৌতম তৎসূত্রং, বায়ুনাহি গৌতম সূত্রেনায়ং চ লোকঃ পরঞ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃধ্বানি ভবন্তি।" এই অধ্যর্ধ ভাব বৃহদারণ্যকে ১।৪।৩ মন্ত্রে "স হৈ-তাবানাস যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সম্পরিষিক্তৌ, স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ত্তঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাং, তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি"।

প্রকৃতপক্ষে দেবতা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় অন্ন ও প্রাণাবস্থা। অন্ন লক্ষিত, অন্নে সংবৃত পরিচ্ছিন্নবৎ অবলক্ষিত ব্যষ্টিরূপে স্থিত জীবভাব ও সমষ্টিরূপে স্থিত হিরণ্যগর্ভভাব উভয়েরই উপাধি রহিতে অর্থাৎ তৎ ও ত্বং পদের শোধনে একতার দিকে যে ধাবন তাহাকেই সম্পদ উপাসনা বলে। তবে সম্পদ উপাসনা দ্বৈত ভাবযুক্ত জানিবে ।

প্রাণ উপাসনা

উপরোক্ত প্রাণ বা সূত্রাত্মার উপাসনাই প্রাণ উপাসনা। ছান্দোগ্যে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে 'প্রাণে সর্ব্বম্ সমর্পিতম্' ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া নারদ প্রাণাতিরিক্ত আর কিছু থাকিতে পারে মনে করেন নাই। প্রশ্নোপনিষদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নে, ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে, বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত আছে। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব প্রাধান্যে মত্ত হইয়া প্রজাপতি সমীপে মীমাংসার জন্য গমন করিলে প্রজাপতি বলিলেন 'যে দেহ হইতে উৎক্রমণ করিলে দেহ পাপিষ্ঠতম হইবে সেই শ্রেষ্ঠ'। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ একে একে উৎক্রমণ করিয়া দেখিলেন দেহ বিনষ্ট হয় না। কিন্তু যখন প্রাণ উৎক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেন তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ সহ উৎক্রমণ করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন, তুমি উৎক্রমণ করিও না, তুমিই আমাদের শ্রেষ্ঠ। তখন প্রাণ বলিলেন তাহা হইলে তোমরা আমার জন্য বলি আহরণ কর। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বপ্রাণের অন্ন ও বাসরূপে অপ বলি আহরণ করিলেন। প্রশ্ন উপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্নের পঞ্চম মন্ত্র হইতে ১৩ মন্ত্র পর্য্যন্ত প্রাণের উপাসনাত্মক মন্ত্র সকল আছে "এষোঽগ্নি স্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুরেষ পৃথিবী রয়িদৈবঃ সদসচ্চামৃতংচযৎ। অরা ইব রথ নাভৌ প্রাণে সর্ব্বংপ্রতিষ্ঠিতম্

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে। তুভ্যং প্রাণঃ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি। দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৄণাম্ প্রথমা স্বধা। ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি। ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণস্তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা। ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ। যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ। আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি। ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ। বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ॥ যা তে তনুর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুসি। যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥ প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্। মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ইতি॥”

এই মুখ্য প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া দেহে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। যখন সুষুপ্তিকালে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি লয় প্রাপ্ত হয় তখনও প্রাণের ক্রিয়ার শেষ নাই, চলিতেই থাকে। ইহারই নাগ, কূর্ম্ম, কৃক, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পঞ্চ উপবিভাগ কথিত হয়। পূর্ব্ব বর্ণিত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ রূপে ইনিই স্থিত। যক্ষাদি দেবযোনি, গোশ্বনাদি পশুযোনি, কাকাদি পক্ষিযোনি কীটপতঙ্গাদিরূপে এই প্রাণ বিদ্যমান। এই জন্য বৈশ্বানর বিদ্যায় বৈশ্বানর বলি দিবার প্রথা আছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ দিবাভাগে দেবপূজন, পিতৃতর্পণ, ঋষিতর্পণরূপ স্বাধ্যায় নিত্যকাল করিয়া থাকেন এবং নৃ-পূজন

বা অতিথিসেবা অতি যত্নের সহিত নির্ব্বাহ করেন। আহার-কালে কদলীপত্রে অথবা গোময়লিপ্ত শুদ্ধ ভূমিতে ভূঃ পতয়ে নমঃ, ভুবঃ পতয়ে নমঃ, স্বঃ পতয়ে নমঃ, গোভ্যঃ নমঃ, শ্বভ্যঃ নমঃ, কাকাদিভ্যঃ নমঃ, দেবাদিভ্যঃ নমঃ, কীট পতঙ্গাদিভ্য নমঃ, বলিয়া বলি দিয়া থাকেন। পাঁচ ভাগ অন্ন ভূমিতে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পঞ্চ উপপ্রাণ উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রাণের বলি স্বরূপে "অমৃতোপস্তরনমসি স্বাহা" বলিয়া প্রাণের বলিরূপ অঞ্জলিস্থ জল পান করেন এবং তৎপর প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা বলিয়া পঞ্চ গ্রাস গ্রহণ করেন। যেমন বাহিরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আহুতি দেওয়া হয়, এখানে তেমনি জঠরাগ্নিতে (বৈশ্বানর অগ্নিতে) আহুতি প্রদান করা হয়। বাহিরে প্রজ্বলিত অগ্নিতে মহা ব্যাহৃতি হোম সহ উপাংশু 'ওঁ' উচ্চারণে যেমন স্বাহাকার করিয়া থাকেন, তেমনি ব্রাহ্মণগণ উপাংশু 'ওঁ' উচ্চারণপূর্ব্বক ষোড়শ গ্রাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ষোড়শকল প্রাণের উদ্দেশে ষোড়শ পিণ্ড অর্পিত হয়। পরিশেষে 'অমৃতোপিধানমসি স্বাহা' বলিয়া জলাঞ্জলি পানে আবরণরূপে প্রাণকে বলি প্রদান করা হয়। যেমন বাহিরে অগ্নিতে যজ্ঞশেষকালে 'পৃথ্বী ত্বং শীতলাভব' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি নির্ব্বাপণ জন্য জলাঞ্জলি প্রদত্ত হয়, এখানেও তেমনি এই জলাঞ্জলি সহ প্রাণাগ্নিহোত্রকার্য্য শেষ হয়।

ওঁকার উপাসনা

মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন, ছান্দোগ্য এবং কঠোপনিষদ্ প্রভৃতি শ্রুতিতে ওঁকারের অর্থ প্রতীকত্ব, ব্রহ্মস্বরূপত্ব ইত্যাদি বর্ণিত আছে। 'ওঁ' এই কথাটি নানাজনে নানা প্রকারে ব্যখান করিয়াছেন। ইহার চারিপাদ কল্পিত হয়। প্রতি পাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থ ও ফলশ্রুতি দেখা যায়। 'ও' স্বরবর্ণের, 'ম্' স্পর্শ বর্ণের অক্ষর বটে। ওকার সম্বোধনাত্মক ও মকার সম্মতিজ্ঞাপক বলিয়া ওম্ 'যে আজ্ঞা' স্থলে ব্যবহৃত হয়, কেহ অব ধাতুর উত্তরে মনট্ প্রত্যয় করিয়া 'ওম্' নিষ্পন্ন করেন ; অর্থ,—যাঁর রক্ষণে বা শাসনে অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু পরিচালিত হন অর্থাৎ ঈশান বা ঈশা শব্দের প্রতিশব্দ। কেহ রক্ষণ হইতে চিররক্ষিত বা অবাধিত বস্তু ওম্ জ্ঞাপক মনে করেন। অ, উ, ম্ এই তিন অক্ষর হইতে তিন পাদ কল্পনায় ছান্দোগ্যে অ- অর্ক বা ঋক্, উ-উকথ বা সাম, ম-মন্ত্র বা যজুঃ, এই তিন আপন আপন পার্থক্য ত্যাগে যখন একীভূত হয়, তখন ওঁকারে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ছান্দোগ্যের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে, দেবগণ অসুর হইতে ভীত হইয়া ঋক্, সাম, যজুঃ আশ্রয় করেন। অসুরগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলে তাঁহারা ওঁকার ধ্বনিতে অনুপ্রবেশ করিয়া অভয় হইলেন। অন্যত্র আছে, ত্রয়ী গায়িত্রীতে লয় হন, গায়িত্রী ওঁকারে লয় হয়। এই ওঁকার বেদবেদ্য পুরুষের প্রতীকস্বরূপ, এজন্য অতিশয় পবিত্র।

তাই প্রাচীনতম ঋগ্বেদের ১০।১৬ সূক্তে "অক্ষরেণ প্রতিমিম এতামৃতস্থ নাভাবধি সংপুনামি" বাক্য আছে। ইহার অর্থ যজ্ঞ বেদীরূপ নাভিদেশস্থিত এই সকল উপকরণ সামগ্রী ওঁকার অক্ষর দ্বারা পবিত্র করিতেছি। গীতাতেও আছে—

"ওঁতৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥

অ-অজ, উ-উপেন্দ্র, ম্-মহেশ্বর, অজ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, উ-উপেন্দ্র বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, ম্-মহেশ্বর সংহারকর্ত্তা, এই সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ যিনি একাধারে করিয়া থাকেন তাঁহারই নাম কার্য্য-ব্রহ্ম, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিবিশন্তি তৎ ব্রহ্ম"। যেখানে এই সৃজন, পালন ও সংহার শক্তিত্রয় একীভূত হয় তখনই অ, উ, ম্ এই তিন অক্ষরের স্বাতন্ত্র্য বিলোপে ওঁরূপী ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে। সুতরাং ওঁকার উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা। "সর্ব্বে বেদাযৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইত্যেতৎ। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম, এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা, যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

উপাসনা মানসিক ব্যাপারপর। মনন ও নিদিধ্যাসন উভয়ই উপাসনার অন্তর্গত। অহংগ্রহ, সম্পদ ইত্যাদি উপাসনা ব্রহ্মোপসনারই প্রকারান্তর ভেদ মাত্র, কিন্তু অনেকেই এই

অন্তরঙ্গ ব্যাপারকে বহিরঙ্গ ব্যাপারে পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন।

অষ্টাঙ্গ যোগে যে অহিংসা শব্দ প্রয়োগ আছে তাহা আচরণ করিলে, মৎস্যমাংসাদি দূরে থাকুক শাকশব্জিও গ্রহণ দুরূহ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মচর্য্য উপাসনার শ্রেষ্ঠ সহায়; কারণ ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলে দুর্ব্বল মস্তিকে বিবেক বিজ্ঞান সম্ভবপর নহে। আমরা দেখিতে পাই যীশুখৃষ্ট বা তৎ শিষ্যগণ কেহই বিবাহ করেন নাই। শরীরে বীর্য্য ধারণ করিতে না পারিলে উপাসনা বীর্য্যবত্তর হয় না। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে, "তৎ যএবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেনানুবিদন্তি, তেষাম্ এবৈষো ব্রহ্মলোক স্তেষাং সর্ব্ব লোকেষু কামচারো ভবতি।" ইতি অলমতি বিস্তরেণ॥ ওঁ সহনা ববতু, সহনৌ-ভূনক্তু, সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনা বধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈঃ-ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রতীকে উপাসনা

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও সংহর্ত্তা পরমেশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ, তৎশব্দবাচ্য। তাই "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ" মন্ত্র দ্বারা ধ্যেয়। সেই সর্ব্বপ্রকাশক আত্মজ্যোতি কি প্রকার? শ্রুতি বলেন "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," যাঁহার প্রকাশে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত। এহেন ব্যাপ্ত জ্যোতিস্বরূপকে ধারণা করা সহজ বুদ্ধিতে সম্ভব নয়। তাই কেহ কেহ "আত্ম-

নৈবায়ং জ্যোতিষাস্তেপল্যয়তে, কর্ম কুরুতে বিপল্যেতি” অর্থাৎ এই আত্মজ্যোতি দ্বারা লোকে পর্য্যটন করে, কর্ম্ম করে, প্রত্যাবর্ত্তন করে এমন বুঝিয়াই ক্ষান্ত হয়। শুদ্ধচিত্তেই ধারণা সম্ভবপর। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ব্যাপক বস্তুকে গ্রহণে সমর্থ না হয় তাবৎ বালককে যেমন গ্লোব (Globe) দ্বারা পৃথিবীর জল-স্থলের ধারণা করান হয়, তদ্বৎ কোন ক্ষুদ্র প্রতীক অবলম্বনে ঈশ্বরের ধারণা করাইতে হয়। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ এজন্য নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপ বস্তুর প্রতীকরূপে সূর্য্যকে ও আরও সঙ্কীর্ণ চিত্তের জন্য জড় অগ্নিকে গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্নি জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশশীল, অগ্নি শীতাদি হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য বস্তু উৎপাদন বিষয়ে অগ্নি পরম সহায়, আবার অগ্নিপ্রদত্ত যে কোন বস্তুকেই অগ্নি ধ্বংস করিয়া থাকে। অগ্নি এইরূপে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারক। অগ্নির আকারও তেমন কিছু নাই। সুতরাং নিরাকার চৈতন্য স্বরূপের সহজে ধারণা করিবার পক্ষে অগ্নিরূপ প্রতীক অতীব উপযোগী। এই অগ্নির তেজ, স্বদেহস্থ তেজ, সূর্য্যস্থ তেজ এবং অন্তরিক্ষস্থ জ্যোতিষ্ক সমূহের তেজ কিম্বা বৈদ্যুতিক তেজ সর্ব্ব তেজের একতাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন—“যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥” অর্থ—এই দেহপিণ্ডে যে এই তেজময়, অমৃতময় পুরুষ তিনিই ঐ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাট দেহপিণ্ডেও বটেন সেই অমৃতময় পুরুষ সর্ব্ববিশ্বব্যাপিয়া স্থিতিশীল।

কালক্রমে বৈদিকধর্ম্মাবলম্বিগণের অভ্যুত্থানের পরিসমাপ্তি হইয়া যখন পতনের সময় উপস্থিত হইল, তখন বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার লোপ পাইল। এদিকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ, অদ্বয়বাদী বিনায়ক বুদ্ধ, সমাজ-স্থিতির হেতুভূত ধর্ম্ম ও সংঘে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ক্রমশঃ মূর্ত্তি-পূজাতৎপর হইয়া উঠিলেন। সেই সময় হইতে অগ্নি প্রতীকস্থলে ধাতুময়, দারুময় বা প্রস্তরময় প্রতীকের প্রচার আরম্ভ হইল। ঋগ্বেদে যে মূর্ত্তি বর্ণিত নাই এমন নহে। ১০।১৬ সূক্তে দৃষ্ট হয়, দেবরাজ ইন্দ্র দুই হস্তে বজ্রধারণ করেন, তাঁহার দুইটী চক্ষু উজ্জ্বল এবং তিনি শ্মশ্রু ও কেশ বিশিষ্ট। ১০।১০৪ সূক্তে ইন্দ্রের শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ এবং ১০।২৩।১ মন্ত্রে ইন্দ্রের শ্মশ্রু-কম্পন বর্ণিত। ৮।১৭।৪ মন্ত্রে ইন্দ্রের শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ থাকা বিবৃত আছে। ৪।৫৮।৩ মন্ত্রে ছাগবাহন অগ্নিরও চারি শৃঙ্গ, তিন পাদ, দুই মস্তক, সপ্ত হস্ত এবং ত্রিবন্ধন বর্ণিত। নাসত্যদ্বয় যে মনুষ্যাকৃতিসম্পন্ন তাহা তাহাদের 'নরা' নাম হইতে এবং ঋগ্বেদের ১।১৮৩।৩ মন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। ইন্দ্রের মহিষী সহ আগমন এবং ভক্তকে প্রত্যক্ষ নিজমূর্ত্তিতে দর্শন-প্রদান ঋগ্বেদের ৫।৩৭ এবং ১০।১৬০ সূক্তে উল্লিখিত আছে। ৫।৫১, ৫৩ সূক্তে মরুৎগণের গাত্রে উষ্ণীষ, স্বর্ণাভরণ, ঋষ্টি প্রভৃতি আয়ুধ পরিদৃষ্ট হয়। দেবতাগণ যে শরীরী, তাঁহাদেরও যে মূর্ত্তি আছে, তাহা ঋগ্বেদের ৫।৬২।১, ১০।১৩০।৩

মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ১০।১০৭ মন্ত্রে দেবালয়েরও উল্লেখ রহিয়াছে। রূপধারী দেবতা এবং সুগঠন মূর্ত্তি সরস্বতী যথাক্রমে ঋগ্বেদের ১০।৭।৫ এবং ৯।৮৬।৪ মন্ত্রে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক দেবতা পূষা ছাগবাহন এবং তাঁহার শ্মশ্রুকম্পন ১০।২৬ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। ১।১০০।৯ মন্ত্রে ইন্দ্র বাম হস্তে শত্রু নিবারণ করেন এবং দক্ষিণ হস্তে হব্য গ্রহণ করেন, এরূপ বর্ণিত আছে।

মনুষ্য সাধারণতঃ তাহার দেবতাকে মনুষ্যাকারেই কল্পনা করিয়া তাহাতে স্বীয় গুণসমূহের আধিক্যের আরোপ করিয়া থাকে। সে মনে করে তাহার দেবতা তাহারই মত, তবে কিঞ্চিৎ অধিকগুণ সমন্বিত। এইজন্য সর্ব্বদেশেই মনুষ্যের দেবতা প্রায়শঃ মনুষ্যাকারেই কল্পিত হয়। মানুষ অরূপকে রূপ দেয়, অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত করিয়া তোলে। যে তত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যাহা মন এবং বুদ্ধির অবিষয়, সেই অসীম নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে মানুষ সসীম ও সবিশেষ ক'রে জান্‌তে চায়। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অদ্বৈত শিবতত্ত্বে। বেদে শিব ব্রহ্মতত্ত্ব। শ্রুতি বলেন, "যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ," "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্," "একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ," "অচিন্ত্যমব্যক্ত মনন্তরূপং শিবং প্রশান্তং অমৃতং ব্রহ্মযোনিম্"। এহেন নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য, সত্য, অব্যয়, অলিঙ্গ, অদ্বৈত শিবতত্ত্বকে মানব রূপ দিয়া

লিঙ্গমূর্ত্তি রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। মানুষ দেখে যে জগতে স্ত্রী-পুং-সংযোগে জীবের উৎপত্তি হয়, তাই সে অদ্বৈত শিবতত্ত্বকে জগতের স্রষ্টারূপে কল্পনা করিয়া "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ" বলিয়া বন্দনা করিতে শিখিয়াছে। মানুষ তাই তাহার ঈশ্বরের মুখ দিয়াও বলাইয়া লইয়াছে "মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং"। ইহাই যোনি-বেষ্টিত লিঙ্গসৃষ্টির কারণ। তাই মানুষ যোনিপীঠ সমন্বিত শিবলিঙ্গকে জগতের স্রষ্টা শক্তিমান্ পরমেশ্বরের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অদ্বৈততত্ত্ব সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। অদ্বৈততত্ত্ব তো দূরের কথা, একেশ্বরবাদও সাধারণ মনুষ্যের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে না। তাই "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্" এবং "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"। যে যাহাকে অতীব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে সে তাহারই ধ্যান করিয়া থাকে। লৌকিক জগতে দেখা যায় যাঁহারা স্বদেশপ্রিয়, তাঁহারা স্বদেশের উদ্ধারকারী প্রতাপসিংহ, শিবাজী, গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্সিনি প্রভৃতির ন্যায়, আপনাকে গঠিত করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহাদের জীবনী পুস্তক অধ্যয়ন এবং স্বীয় গৃহে তাঁহাদের প্রতিকৃতি সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মজগতেও সেইরূপ। যে দেবতাতে যাহার শ্রদ্ধা হয়, সে আপনাকে সেই দেবতার মত করিবার জন্য সাধনপূজন করে। যে কৃষ্ণের উপাসক সে কৃষ্ণের সারূপ্য, সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভ করিতে চায়। সারূপ্য মানে কৃষ্ণের মত পীত

বসনাদি ধারণ, সামীপ্য অর্থ কৃষ্ণ যে স্থানে বাস করেন তথায় অবস্থিতি ইত্যাদি। তাই শ্রুতি বলেন "দেবোভূত্বা দেবান-প্যেতি", অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে দেবতাকে ভজন করে সে সেই দেবতাই হইতে চায়। কিন্তু এই যে সারূপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য ইহা ক্রমমুক্তি বা আপেক্ষিক মুক্তি। মনুষ্যের চিত্ত-বৃত্তির তারতম্যানুসারে তাহার প্রতীকও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য যোদ্ধার প্রতীক যোদ্ধা, বাদকের প্রতীক বাদক, [illegible]র প্রতীক বক্তা, রোগীর প্রতীক ঔষধদাতাই হইয়া থাকে। [illegible]গণ যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, তাই তাঁহাদের প্রতীক সবাই অস্ত্র[illegible]ধারী, তাই ইন্দ্রহস্তে বজ্র, সরস্বতী বীণাপাণি, বেদহস্তা হইয়াও [illegible]স্ত্রী (২।১।১১), রুদ্র ভেষজধারী, তাঁর হস্তস্থিত কপালে বা ক[illegible] অমৃতোপম ভেষজ। যে ব্যক্তি ধ্যানপ্রিয়, তাঁর দেবতা ধ্যান[illegible] যেমন শিব ও বুদ্ধের মূর্ত্তিতে দেখা যায়। যাঁর চিত্ত প্রকৃতি পুরুষ বিষয়ক চিন্তায় মগ্ন তাঁর প্রতীক কালীমূর্ত্তি। পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, ব্যাপক পড়িয়া আছেন এবং তাঁহার উপর তাঁহার সান্নিধ্যে প্রকৃতি সৃষ্টিস্থিতি বিনাশ করিতেছেন। যাঁর চিত্ত কেবল অদ্বৈত তত্ত্বে পূর্ণ, তাঁর প্রতীক ছিন্নম[illegible]। জাগতিক পদার্থে তাঁর আস্থা নাই। তাই তাঁহার দেবী জাগতিক ভোগবিলাসের যে চরম চিহ্ন স্ত্রীপুং মিল, পুষ্প শয্যাদি, তাহা পদদলিত করিয়া দণ্ডায়মানা। তাঁর দেবী নির্ম্মম, তিনি আপন হস্তে আপনার মুণ্ড ছিন্ন করিতে কুণ্ঠাহীন। অহঙ্কার সাধনার বিষম শত্রু। তাই দেবী সেই বিষম শত্রু

অহঙ্কারের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া বিরাজমানা। অহঙ্কার বিগত হইলে রসস্বরূপ পুরুষের রসময়তার উদ্রেক হয়, উচ্ছ্বসিত রস চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাই দেবীর কণ্ঠ হইতে হৃদ্‌গত শান্তিরূপ রসামৃত বিনির্গত হইয়া পতিত হইতেছে। সে রসপানে আপনি বিভোর, এবং যাঁরা তাঁর পাশে অবস্থিত তাঁরাও সে রসে বঞ্চিত নহেন। রসের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, শান্তির ধারা বহিয়াছে। যেমনটী গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি"। যে পুরুষ সর্ব্ববিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নির্ম্মম এবং নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন; তিনি আর মায়া-মোহে আবদ্ধ হন না।

সত্ত্বরজস্তমোগুণের তারতম্যে বুদ্ধিবৃত্তিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ না হইলে একেশ্বরবাদ ফুটিয়া উঠে না। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়-মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্। পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথক্‌বিধান্ বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্"। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে অজ্ঞান-প্রসূত, বিভক্তরূপে প্রতীয়মান পদার্থসমূহে অবিভক্ত, অব্যয়, একত্বজ্ঞান বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় এবং রজোগুণের প্রাবল্যে পৃথক্ পৃথক্ নানাতত্ত্বজ্ঞান চিত্তে উদিত হইয়া থাকে। রজোবহুল অবস্থায় জগতের উৎপত্তি। "বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায়

নমোনমঃ”। এইজন্য প্রাণিমাত্রেই রজোগুণ প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রজোগুণ হইতে সঞ্জাত হয়। “কামএষঃ ক্রোধএষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ”। এই রজোগুণাত্মক কামাদিকে সংযত করিয়া সঙ্কুচিত সত্ত্বগুণের বিকাশ সাধন বা সম্প্রসারণকেই সাধনা বলে। সাধুগণ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। রজস্তমোগুণের অভিভব বা সঙ্কোচ এবং সত্ত্বগুণের বিকাশ বা সম্প্রসারণরূপ ব্যাপারের নামান্তরকেই ইন্দ্রিয় সংযম বলে। যাঁহার ইন্দ্রিয় যত সংযত, তিনি তত উচ্চ গ্রামের সাধক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এই বিষয়পঞ্চকের উপভোগে বিরতিই নিবৃত্তি মার্গ। বিষয়পঞ্চকের যে উপভোগ তাহা প্রাণিমাত্রে সাধারণ। সেইজন্য শাস্ত্রে বলে “আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্”। সর্প সুশব্দপ্রিয়, এজন্য সাপুড়িয়া বংশী বাজাইয়া সর্পকে মুগ্ধ করতঃ করায়ত্ব করিয়া থাকে। স্পর্শসুখ উপভোগী হস্তী পালিতা হস্তিনীর স্পর্শসুখ উপভোগে রত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ধৃত হয়। রূপ উপভোগ জন্য পতঙ্গ অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দেয়। রসকামী মক্ষিকা রসে আবদ্ধপক্ষ হইয়া উড়িতে অক্ষম হয় এবং পশ্চাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। গন্ধপ্রিয়তা হেতু মীন টোপের গন্ধে ছুটিয়া থাকে এবং বড়িশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই বিষয়োপভোগ কি রাজধর্ম্ম, কি মোক্ষধর্ম্ম সর্ব্বত্রই বর্জ্জনীয়। তাই শ্রুতি বলেন “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশুঃ”। নেপোলিয়ন

বোনাপার্টি অষ্টারলিজের যুদ্ধের সাতদিন পূর্ব্ব হইতে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করতঃ সৈন্যসমাবেশ করেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যুদ্ধক্ষেত্রেই নিদ্রা যান। আরকোলার যুদ্ধে ক্ষুদ্র কাঠের পুল পার হইতে গিয়া সৈন্য ও সেনাপতিগণ পুল বরাবর সজ্জিত অষ্ট্রিয়ার কামান শ্রেণী হইতে নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে আহত হইয়া প্রাণ দিতে দিতে পার হওয়া অসম্ভব বলিলে, নেপোলিয়ন স্বয়ং নির্ভয়ে পতাকা-হস্তে পুল পার হইয়া কামানশ্রেণী দখল করেন। তাঁহার জীবনীতে দেখা যায় তিনি ৩ ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট মনে করিতেন। মহাভারতে অর্জ্জুনকে গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী বলা হইয়াছে। কার্থেজিয়ান্ বীর হানিবলের সেনা লেক্ ট্রেস্‌মেনিয়ার যুদ্ধে ৬০০০০ রোমান্ সৈন্যকে হনন করার পর রোমান্‌গণ হানিবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আর অগ্রসর হন নাই। রোমের চারিদিকে ইটালী প্রদেশে হানিবল ১৪ বৎসর অবাধে গতাগতি করিয়া সসম্মানে নানা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকেন। যুদ্ধচর্চ্চা ছিল না। রোমান্‌গণ আফ্রিকায় কার্থেজসহ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যখন কার্থেজিয়ান্‌গণ রোমকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া হানিবলকে স্বদেশ রক্ষার্থ আহ্বান করেন, তখন হানিবল ভূমধ্যসাগর পার হইয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলে বিজয়ী রোমসৈন্যসহ জামার যুদ্ধে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ বিলাসী হইয়া কঠিন যুদ্ধচর্চ্চায় বিরত থাকায়, জামার যুদ্ধে বীর হানিবলের পরাজয় হয়। ভোগ-

বিলাস যোদ্ধার পরিপন্থী। আহারবিহারে সংযম অভ্যু-দয়ের কারণ। প্রতাপসিংহ, শিবাজী প্রভৃতি বীরগণ যে মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন, ভোগবিলাসে বিরতিই তাহার মূল কারণ। মোক্ষধর্ম্মে সংযমের যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা বহু সাধুমহাত্মাদিগের জীবনী হইতে জা[illegible]তে পারা যায়। মহাত্মা যিশু এবং তৎশিষ্য দ্বাদশ [illegible] মধ্যে কেহই বিবাহ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই [illegible]জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। [illegible]াদের জীবনের এই কঠোর তপস্যার জন্য রোমে নির্য্যাতিত [illegible]ষ্টান ধর্ম্মের সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানেও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী [illegible] ফাদার বিবাহ করেন না। ব্রহ্মচর্য্য অক্ষয় স্বর্গের কা[illegible]। ভারতীয় শাস্ত্র বিবাহ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিধান করিয়া-ছেন, কারণ বিবাহ না করিলে পিতৃঋণ পরিশোধ হয় না এবং তাহার ফলে নরকে গমন করিতে হয়। কিন্তু বাল-বিধ[illegible] এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কেবল ব্রহ্মচর্য্যের ফলেই ব্রহ্মলো[illegible] গমন করেন। ভোগবিলাসত্যাগের নামান্তরই ব্রহ্ম[illegible]। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। মনুষ্যজীবনকে কৃতকৃত্য করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত আবশ্যক। নতুবা সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হয় না এবং চিত্তশুদ্ধিও ঘটে না। চিত্তশুদ্ধি বিনা সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা দুষ্কর। গীতাতে তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে"। এই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে গিয়া কেহ প্রাণসংযম বা প্রাণায়াম

পরায়ণ হন। কেহ বা বিচারপথে চলিয়া জগতের ক্ষণ-ভঙ্গুরত্ব, কর্ম্মফলের অনিত্যতা এবং জগতে জন্মমৃত্যু প্রভৃতি মহাদুঃখ দর্শনে জ্ঞানপথের পথিক হন। কেহ বা ইষ্টা-পূর্ত্তাদি কর্ম্মই নিশ্রেয়সপ্রদ মনে করিয়া কর্ম্মেই তৎপর থাকেন। যাঁরা কর্ম্মপর, তাঁদের মধ্যে চারি প্রকার উপাসক দেখা যায়। একদল, ইংরাজীতে যাহাকে hero-worship বলে, তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃ-পুরুষগণ যাঁরা কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের স্মরণ, মনন ও তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবতিথি উপলক্ষে লোকশিক্ষার্থ সভাসমিতি আহ্বানরূপ জয়ন্তী করিয়াই তৃপ্ত। বেদে অঙ্গিরা, ভৃগু, অথর্ব্বা, দধীচি প্রভৃতি যজ্ঞ প্রণেতৃগণের উদ্দেশ্যে পিতৃযজ্ঞের ব্যবস্থা দেখা যায়। এই সব পিতৃপুরুষগণ পিতৃলোকে বাস করেন। এই পিতৃপুরুষগণের উপাসনাকেই ঈশোপনিষদের ঋষি দধ্যঞ্চ অবিদ্যা-উপাসনা বলিয়াছেন। স্বীয় মৃত পিতা প্রভৃতির জন্য যে জয়ন্তী তাহাকে সাধারণ লোকে সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মৃত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুত্র-কর্ত্তব্য মধ্যে শাস্ত্রে লিখিত আছে "শ্রাদ্ধাহ্নি ভূরিভোজনম্"। কেহ কেহ শ্রাদ্ধের প্রয়োজন স্বীকার করেন না কিন্তু অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। ইহা কিরূপে সমীচীন হয়? অগ্নিতে ঘৃতাদি অন্ন আহুতি প্রদান দ্বারা যে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় তাহার উদ্দেশ্য কি এই নহে যে তদ্দ্বারা পর্জ্জন্য দেব তৃপ্ত হইয়া বর্ষণ

করিলে অন্ন উৎপন্ন হইয়া প্রাণীগণের দেহধারণের কারণ হইবে ? "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।" এই যে আহুতির সূক্ষ্মতম অন্নাংশ, তাহা বাহিত হইয়া দেবগণের তৃপ্তি বিধান করে ও সূর্য্যে স্থিতিশীল হয় নতুবা যজ্ঞে নিক্ষিপ্ত ঘৃতাদি বৃথা ব্যয়িত হয় বলিতে হয়। এইরূপ পিতৃগণ উদ্দেশ্যে যে জলপিণ্ডাদি প্রদত্ত হয় তাহার সূক্ষ্মাংশ বাহিত হইয়া পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করে। যেমনটী রেডিওতে শব্দ তন্মাত্র বাহিত হয় তেমনি যজ্ঞাদি দ্বারা ক্ষিতি ও অপ্ তন্মাত্র বাহিত হয়। এজন্য যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদি অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্য আর একদল দেবোপাসনায় রত। তাঁহারা পরমপুরুষের কোন মহিমা বা বিকাশকে পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে উপাসনা করেন। এক বিদ্যুতের যেমন light, heat, force, magnetism এই চারি প্রকার বিকাশ দেখা যায় ; কিন্তু কেহ কেবল light এর উপর, কেহ বা কেবল heat, কেহ force, কেহ বা কেবল magnetism এর উপর পুস্তক লিখেন ; কিন্তু যিনি electricity সম্বন্ধে পুস্তক লিখেন তাঁহাকে উক্ত চারিটী বিষয়ই বলিতে হয়। দেবতার উপাসনাও তদ্রূপ। ভগবান্ তাই গীতাতে বলিয়াছেন "দেবান্ দেবযজোযান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি"। এইরূপ উপাসনাকে ঈশোপনিষদে বিদ্যার উপাসনা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় "অবিদ্যয়া পিতৃলোকং বিদ্যয়া দেবলোকম্"। এই বিদ্যা উপাসনাতে স্বর্গাদি দেবলোক প্রাপ্তি হয়

এবং পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোক বা হীনলোকে গমন হয়। এজন্য ইহা উপাদেয় বলিয়া কথিত হয় না। ঈশোপনিষৎ মতে সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অণিমা, লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ ঘটে এবং অসম্ভূতি বা প্রকৃতির উপাসনায় প্রকৃতিলীন অবস্থায় শান্তিতে সুদীর্ঘকাল অবিস্থিতি ঘটে। কিন্তু কর্ম্মবীজ রহিয়া যাওয়ায় পুনঃ সৃষ্টিকালে পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইহারও উপাদেয়তা নাই। সম্ভূতি উপাসনার ন্যায় সম্পদ্ উপাসনা, প্রাণোপাসনা, অহং-গ্রহোপাসনা, ওঙ্কার উপাসনাদি বিভিন্ন প্রণালীর বিবৃতি শ্রুতিতে দেখা যায়। ওঁকার ব্রহ্মের অভিধেয় নাম ও প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। তন্ত্রে ওঁকারের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী ত্রিভঙ্গ ভূজগাকারা এবং নাদবিন্দুকলাতীত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে। কুলকুণ্ডলিনী সর্ব্বনিম্নস্তরেস্থিত মূলাধার হইতে ষট্‌চক্র ভেদে সহস্রারে চন্দ্র বিন্দুতে গমন করেন ইহা পরিকল্পিত। কেহ বা সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা ওঁকার ও চন্দ্র মাত্রা বা সীমারেখা এবং বিন্দু সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ব্রহ্মস্থান দেখেন। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং লোহিত রজ, শুক্ল সত্ত্ব ও কৃষ্ণ তমকে গ্রহণ করে। কেহ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় শক্তিত্রয় যেখানে একীভূত হয় সেই তটস্থ লক্ষণ কার্য্য-ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন। কেহ মাণ্ডুক্যের বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় ভাবস্থিত ব্রহ্মের অবস্থা চতুষ্টয় অবলোকন করেন। অপর কেহ "সর্ব্বে শব্দা ওঙ্কার বিকারাঃ" বলিয়া শব্দ তন্মাত্র আকাশের বিকাশ স্থান হইতে নাদজ্ঞানে কৃতার্থ হন। কেহ পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী আদি

বিভাগ করেন; কেহ বা ক্ষিতি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে ও বায়ু আকাশে লয় করিয়া লয়স্থান ওঁকারে চিত্ত সমাহিত করেন। দেবোপাসনায়ও যক্ষানুরূপ বলি ও পূজন-বিধি দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন শনি পূজায় নীল বস্ত্র, দেবী পূজায় লাল বস্ত্র ইত্যাদি। কর্ম্মমধ্যে ইষ্ট বা যজ্ঞের বহু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। রাজসূয়, বাজপেয়, বিশ্বজিৎ, অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিষ্টোম, গবাময়ন সত্রাদি বহু বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ আছে। এই সব যজ্ঞ শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদের বিষয়। রজোগুণের প্রাবল্যে দেবোপাসক মধ্যে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ কোন বিশেষ দেবতা প্রিয় হইয়া হইয়া থাকেন এবং ঐ দেবতাতে একনিষ্ঠ হইয়া ঐ দেবতাই যথা ও সর্ব্বস্বজ্ঞানে অন্য দেবাদি কিছু নয় এমত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এমন ভ্রান্ত পুরুষও আছেন, যিনি ধাতু, প্রস্তর বা দারুখণ্ডকেই দেবতা মনে করেন। ধাতু প্রভৃতিতে দেবতার বিকাশ, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে বাণলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি প্রতীকে উপাসনা করিয়া থাকে এবং কাশী, কেদার, বদ্রী, পুরী প্রভৃতি তীর্থে দেবতার বিশেষ বিকাশ দেখে। মানুষে যখন আবার সত্ত্ব-গুণের বিকাশ হয়, তখন সে "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং। ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যৎ তীর্থ-যাত্রাদিনা, স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা খলু দূরীকৃতা যন্ময়া" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া এক পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে। যতক্ষণ নাম, রূপ বা কর্ম্ম, ততক্ষণ বিভিন্ন

দেবতায় ঈশ্বর-পূজন-রূপ ব্যাপার। একেশ্বরবাদ কিন্তু অদ্বৈত-বাদ নহে। পরমাত্মা দ্বিতীয়-রহিত, অখণ্ড, একরস, এই বুদ্ধি এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গলময়, সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর্ত্তা এক ঈশ্বর এই বুদ্ধি; এই দুই প্রকার বুদ্ধির মধ্যে বিস্তর বিভেদ। ঈশ্বর পূজনাদি কর্ম্ম ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া করিতে হয়, আর অদ্বৈততত্ত্ব ত্রিগুণাতীত অবস্থার জ্ঞাপক। কর্ম্মমাত্রই ত্রিগুণপ্রেরিত। প্রথমে কোন মূর্ত্তি চিন্তন করিলে ধ্যান সহজে অভ্যস্ত হয়। পশ্চাৎ মূর্ত্তির কোন অঙ্গ বিশেষে চিত্ত স্থাপন করিলে ঐ অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময় হইতে থাকে। এই প্রকারে যে সময় জ্যোতির বিকাশ হয়, সেই সময় জ্যোতির ধ্যান বা ভর্গধ্যান সহজ সাধ্য হয়। "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"। এই হৃৎ-পুণ্ডরীকস্থ জ্যোতি ও সর্ব্বপ্রাণিদেহস্থিত জ্যোতি এবং সূর্য্য চন্দ্রাদি অধিষ্ঠিত জ্যোতি সব একই জ্যোতি, এই ভাব যখন দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হয়, তখন আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্ ব্রহ্ম-পরমম্ যাতি নান্যেন হেতুনা"।

যে বুদ্ধিতে প্রতীক উপাসনার সৃষ্টি, তাহার অন্তস্তলে একটি নিগূঢ় ভাব নিহিত আছে। ঋগ্বেদে ১০।৫৫।৩ মন্ত্রে "আরোদসী অপৃণাদোতমধ্যাং" (ইন্দ্রদেহে ত্রিলোক পূর্ণ) এই বাক্যে যে ভাব পরিলক্ষিত হয়, উহাই বিস্তৃতরূপে ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫ম অধ্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ডে এবং মুণ্ডক

উপনিষদের ২য় মুণ্ডকের ৪র্থ মন্ত্রে দেখিতে পাই, যথা "অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাক্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"। এই বিরাট পুরুষের পাদে অর্থাৎ চরণে পূজা, নতি করিতে হইলে ক্ষিতিতত্ত্বই তাঁহার চরণের প্রতীক। এইজন্য ক্ষিতি তত্ত্বরূপ মৃত্তিকা, প্রস্তর ধাতু প্রভৃতি নির্ম্মিত প্রতীক কল্পিত হইয়াছে। শালগ্রাম, বাণলিঙ্গাদি তাহার দৃষ্টান্ত। বালককে পৃথিবীর গোলত্বাদি বিষয় শিক্ষা দিবার সময় যেরূপ কমলা লেবুকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়, শালগ্রাম, বাণলিঙ্গাদি-রূপে প্রতীকের সৃষ্টিও ধর্ম্মজগতে সেইরূপে কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম প্রথম উপাসনাকালে উপাসকের নিকট ঈশ্বর এক অপরিচিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সদৃশ। উপাসক তখন ক্ষীণ স্বরে প্রার্থনা করে "হে প্রভো, আমিও তোমার রাজ্যে বাস করি, আমার প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি দিও। "তবৈবাহম্" আমি তোমারই।" পশ্চাৎ পূজা ও ধ্যান করিতে করিতে যখন "হৃদয়ে দেবতার বাস" এই প্রবোধ জন্মে, তখন সে বলে "ঠাকুর, তুমি আমারই ভিতরে, তুমি যাবে কোথায়? "মমৈব ত্বং", তুমি ত আমারই।" আবার যখন সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয় তখন বলে "ত্বমেবাহং" অর্থাৎ আমিই তুমি, তুমিই আমি। অলমতি বিস্তরেন।

———

যজ্ঞতত্ত্ব

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ত্যিং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥ ইহাতে যজ্ঞ কর্ম্মেরই নামান্তর। যে কর্ম্ম বেদবিহিত তাহাই যজ্ঞ; এইজন্য ক্রতু শব্দ যজ্ঞ-বাচী। এই অর্থে যজ্ঞশব্দ ঋগ্বেদেও ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋ ১।১৫৬।৪ "ক্রতু সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ; ঋ ১।১৫৬।৩ মন্ত্রে "ঋতস্য গর্ভং জনুষা নির্পতন" অর্থ বেধা প্রজাপতির যজ্ঞে; যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুর স্তোত্রাদি দ্বারা প্রীতি সাধনকর অর্থাৎ যজ্ঞস্থা বিষ্ণুর স্তোত্রদ্বারা তৃপ্তি কর। ইহাতে যজ্ঞ কর্ম্মাত্মক পাওয়া যাইতেছে। কর্ম্ম মানসিক, বাচনিক ও কায়িক হইয়া থাকে। এজন্য দেবকর্ম্ম কাহারও কায়িক ব্যাপার সাধ্য দ্রব্যযজ্ঞ, কাহারও বা বাচনিক স্তুতিরূপা বা নাম-যজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার নাম জপ, কাহারও বা চিন্তন মাত্র উপাসনাত্মক। যজ্ঞ অর্থ অগ্নি প্রজ্বালন নহে। অগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ তাহাতে আহুতি প্রদান দ্রব্যযজ্ঞের অন্তর্গত। ইহা জড় অগ্নি প্রতীকে দেব-যজন। ঋ ১।৮৪।২ মন্ত্রে "ঋষীনাং চ স্তুতি-রূপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্।" ঋ ১।১৮।৭ মন্ত্রে "যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞোবিপশ্চিতশ্চন। স ধীনাং যোগমিন্বতি।" অর্থ ঋষিগণের স্তুতিরূপ যজ্ঞ সাধারণ মনুষ্যের দ্রব্যযজ্ঞ। যাঁহার

প্রসাদ ব্যতীত জ্ঞানবানেরও যজ্ঞসিদ্ধ হয় না সেই সদ সম্পতি আমাদের বুদ্ধি ও অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যোগ করিয়া দিউন। ধ্যান যজ্ঞ সম্বন্ধে ১০।১০।১৯ মন্ত্রে পাওয়া যায়, যজ্ঞ প্রধানতঃ স্তুতিরূপা। "বৃহস্পতি সামভির্ঋকো অর্চতু" ঋ ১০।৩৬।৫ ইহার অর্থ বৃহস্পতি সাম ও ঋকের দ্বারা অর্চ্চনা করুন। ঋ ১০।১১০।৭ মন্ত্রে দৈব্য হোতাদ্বয় সুবাক্য দ্বারা যজ্ঞ করতঃ মনুষ্যকে যজন শিক্ষা দেন। "দৈব্য হোতার প্রথমাসুবাচামিমা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যে। দেবগণ অন্নভোজী নহেন; মন্ত্রদ্বারাই তাঁহাদের তেজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঋ ১০।১২০।৫ চোদয়ামিত আয়ুধা বচোভিঃ সংতে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি" ইহার অর্থ স্তব-বাক্য উচ্চারণে তোমার অস্ত্র শস্ত্রকে উৎসাহিত করিতেছি। ঋ ৬।১৬।৪৭ "আতে অগ্নঋচা হবি হৃর্দাতষ্টং ভরামসি" ইহার অর্থ আমরা তোমাকে হৃদয় দ্বারা সংস্কৃত ঋক্‌রূপ হব্যপ্রদান করিতেছি। ঋ ১।৩১।১৮ "এতে নাগ্নে ব্রহ্মণা বা বৃধস্ব শক্তী বা যত্তে বা যত্তে চকৃমা বিদামা", ইহার অর্থ "আমাদের জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া দ্বারা যথাসাধ্য তোমার স্তুতি করিতেছি, হে অগ্নে, তুমি এতদ্দারা বর্দ্ধিত হও"; ছান্দোগ্য তৃতীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ খণ্ডে আছে, "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি এতদেব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি"; যে দেবতা খান্‌না তাঁর জন্য খাদ্য বিশেষ মাংসাদি সংগ্রহার্থ হিংসাত্মক কর্ম্ম করা ঠিক নহে। যজ্ঞ শব্দের প্রতি শব্দ অধ্বর। ধ্বর হিংসা। ন+ধ্বর=অধ্বর অধ্বর বা যজ্ঞ অহিংসাত্মকই হইবে। যজ্ঞ শব্দের অনুবাদ sacrifice দেখিয়া কেহ কেহ

পাণ্ডিত্যাভিমানী sacrifice অর্থ animal sacrifice কহিতে চাহেন। ইংরাজীতে sacrifice শব্দ socer : sacred and fecis, to make হইতে নিষ্পন্ন, অর্থ the offering of any thing to God. উহা যোগরূঢ়ী শব্দ নহে, ত্যাগার্থক। যদি কেহ কোন সৎকার্য্য করার জন্য অর্থ বা সামর্থ্য ও সময় ক্ষেপ করে তাহাও sacrifice বলিয়া গণ্য। যজ্ঞ শাস্ত্রমতে মনুষ্যকৃত নহে, দেবতা হইতে আগত। তাহার পদ্ধতি দেব-সম্রাট ইন্দ্র হইতে প্রাপ্ত (ঋ ১০।৪৬।৬)। দেব মাতরিশ্বা যজ্ঞের জন্য অগ্নি সৃষ্টি করেন (ঋ ১০।৪৬।৬)। অগ্নি যজ্ঞের প্রণেতা (ঋ ৩।২৩।১,২); দেবগণ অগ্নির উৎপাদক (ঋ ৮।১০২।১৭)। ঋ ১০।৮৮।৮ মন্ত্রে প্রথম বৈদিক সূক্ত সৃষ্টি করেন; পরে অগ্নি ও পশ্চাৎ হোম দ্রব্য সৃষ্টি করেন। ঋ ১।১৬৪।৫০ ও ১০।৯৬।১৬ মন্ত্রে 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যসান। অর্থাৎ দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন তাহাই প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম। এখানে যজ্ঞ শব্দ কেহ বলেন অগ্নি দ্বারা, কেহ বলেন জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা, কেহ বলেন ধ্যানাগ্নি দ্বারা, কেহ বলেন যজ্ঞপুরুষ দ্বারা। যজ ধাতু পূজনার্থক। যজ্ ধাতু হইতে যজ্ঞ শব্দোৎপত্তি। এ বিষয়ে নিরুক্তকারগণ মধ্যে মত ভেদ আছে। "যজ্ঞ কস্মাৎ-প্রখ্যাতং যজতি কর্ম্ম ইতি নৈরুক্তাঃ। যাচেঞ্যা ভবতীতি বা যজুরুন্নোভবতীতি বা বহু কৃষ্ণাজিন ইতি ঔপমন্যবো যজুংষ্যেনং-নয়ন্তীতি বা।" ইহার অর্থ,—নিরুক্তকারীগণ বলেন প্রখ্যাত

যজন কর্ম্ম হইতে যজ্ঞশব্দ নিষ্পন্ন অথবা অন্নদান স্থলে যাচক বহুল হইয়া থাকে ; তাই যাচ্‌ঞা হইতে যজ্ঞ শব্দ হইয়াছে। অথবা যজ্ঞ প্রধান কর্ম্ম দ্বারা সংক্লিন্নবৎ ক্লেদযুক্তবৎ হেতু যজু শব্দ হইতে যজ্ঞ শব্দোৎপত্তি। অথবা বহু কৃষ্ণাজিন যে ক্রিয়াস্থলে পরিদৃষ্ট হয় তাহা যজ্ঞ। যেমন সোমের জন্য অজিনদ্বয় যজমানের জন্য অজিনদ্বয়, হবি ও ধর্ম্মপাত্রের জন্য অজিনদ্বয়, ঋত্বিকগণেরও অজিন চাই, এজন্য অজিন শব্দ হইতে যজ্ঞশব্দ নিষ্পন্ন। অথবা যজু দ্বারা যে কর্ম্ম উপক্রম হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। এজন্য যজু হইতে যজ্ঞশব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেহই পশুহত্যা জনিত বলেন নাই। শুনিতে পাই প্রাচীন মনুষ্য কঙ্কালে যে দন্ত পাটী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনুষ্যকে মাংসাশী বলা যায় না। যদি এই বিজ্ঞান বাক্য ঠিক হয় তবে মাংসাশী প্রাচীনকালে থাকা ও পশ্চাৎ তাহা বর্জ্জন করার উক্তি ঠিক নহে। বিশেষতঃ যে বানর (ape) হইতে মনুষ্য হইয়াছে তাহারা মাংসাশী নহে। ভগবান মানুষ দিয়া মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম।

ঋষিগণ যজ্ঞের বিধি কেন করিলেন? এই যজ্ঞের দ্বার স্বর্গীয় তেজের পূজা করিতেছে (ঋ ৩।১৯।৪) ঈশ্বর বা কার্য্য-ব্রহ্মের পূজা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি সম্পাদানার্থই যজ্ঞ করার বিধি। যে জাতি যজ্ঞ করে না তাহাদের পশুহিংসা করিয়া মাংস ভক্ষণ করিবার সামর্থ্যাভাব দেখা যায় না। যে পূর্ব্বে পশুমাংস-লোলুপ ছিল, পশ্চাৎকালে সে মাংসাহার ত্যাগ করে দেখা যায়। ব্যবস্থান্তর

মাত্র মনে করা বাল-সুলভ বটে। কার্য্যব্রহ্ম চিন্তন করিতে করিতে পশ্চাৎ পরব্রহ্ম চিন্তনে অধিকার জন্মে। ঋ ১০।৪৩।৮ মন্ত্রে "স্রসুম্বতে মঘবাজীরদাম্ববেহ্ বিন্দজ্জ্যোতির্মিনবে হবিষ্মতে।" যিনি সোমযাগ করেন ও হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তি ইন্দ্রের জ্যোতি দর্শনে সমর্থ হন। ঋ ২।২৭।১১ ও ১৪ মন্ত্রে "যেন জ্যোতি লাভ করিতে পারি, এইরূপ প্রার্থনা আছে।" যজ্ঞ না করিলে অঋণী হইতে পারে না ১০।৪৪।৬। যজ্ঞ করিলে স্বর্গসুখ ভোগ ১০।৪৪।৭। ঋ ৪।২।১৬ যজ্ঞ রত পিতৃপুরুষগণ বিশুদ্ধতেজ প্রাপ্ত হন। ঋ ১০।১৫।১০ সৎকর্ম্ম প্রভাবে পিতৃগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ঋ ১০।৮।৭ ত্রিত যজ্ঞ করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হয় যে যজ্ঞের মধ্যে পিতার ধ্যান করিয়া নানা বিপদে রক্ষা পান। ঋ ৮।১০৩।১ যে অগ্নিতে কর্ম্ম সকল দগ্ধ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পথজ্ঞ সেই অগ্নির দর্শন পাইলেন। যেমন গীতাতে "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।" ঋ ৭।৭৬।৪ মন্ত্রে যে অঙ্গিরাগণ সত্যবান্ ও কবি পূর্ব্বযুগে পিতৃত্ব প্রাপ্ত তাঁহারা যে গূঢ়জ্যোতি লাভ করিয়া অবিতথ মন্ত্র দ্বারা উষাকে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবগণের সহিত প্রমত্ত হইতেন। এ হেন মন্ত্রাত্মক যজ্ঞ মনুষ্য মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মনু, অঙ্গিরা, অথর্ব্বা, দধ্যঞ্চ ও ভৃগুগণ অনুষ্ঠান করেন। এইরূপ ঋ ১।৩৬।১৯, ১।৭৬।৫, ১।১২৮।২, ৫।১১।৬, ১০।২১।৫, ৬।১৬।১৩, ১৪; ১।৮০।১৬, ১।৬০।১, ১।১৪৩।৪, ৪।৭।১ কোন কোন গ্রন্থকার অথর্ব্বাঙ্গীরস ও ভৃগু একই ব্যক্তি মনে করেন।

তাহা যে ভ্রান্তি তাহা ঋ ১০।৯২।১০, "যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বিধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগবঃ সংচিকিত্রিরে।" স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মন্ত্রের এই অনুবাদ করিয়াছেন :—"অথর্ব্বা নামে ঋষি সর্ব্বপ্রথমে যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতাগণ ও ভৃগুবংশীয়েরা বল প্রকাশ পূর্ব্বক গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন।" ঋ ১০।১৪।৬ মন্ত্রে "অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্ব্বার্নোভৃগবঃ সোম্যাসঃ।" এই মন্ত্রে ভৃগু ও অথর্ব্বা পৃথক ব্যক্তি থাকা ও অথর্ব্বা নবগ্ব অঙ্গিরস বংশীয় থাকা জানা যায়। অথর্ব্বা-তনয় দধীচি ৯।১০৮।৪ মন্ত্রে নবগ্ব অঙ্গিরাবংশসম্ভূত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গিরা বংশ ও ভৃগুবংশ যে স্বতন্ত্র ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অঙ্গিরস বংশীয় অথর্ব্বা ঋষির নামানুসারে চতুর্থবেদ অথর্ব্বাঙ্গিরস বলিয়া কথিত হয়। যেরূপ নৃসিংহতাপনী ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য শঙ্করভাষ্য বলিয়া কথিত হয়, তেমনি অথর্ব্ববেদ অথর্ব্বাঙ্গিরস বলিয়া কথিত হয়। উহা ঋগ্বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে উহাতে হুবহু ঋকের মন্ত্র কেমন করিয়া পাওয়া যায়? ঋগ্বেদে সাম যজুর উল্লেখ আছে, অথর্ব্বাঙ্গিরসের উল্লেখ নাই। উহাতে যে ভেষজ ও ঔষধাদি বিবৃত আছে তাহা ঋগ্বৈদিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী না বলিবার হেতু এই যে কোন বৃক্ষরসের কোন পত্রের কিগুণ তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা স্থানচ্যুত নিবাস অন্বেষী ঋগ্বেদের ঋষিগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যুদ্ধাদির দ্বারা আবাস ভূমি মিলিবার পরে শান্তির সময়ে এই সব রসায়ন

শাস্ত্রের অনুসন্ধান সম্ভবপর হয়। যখন স্থানীয় দস্যুদাস নামে অভিহিত ব্যক্তিগণ তাহাদের পিতৃপুরুগণের পরাজয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে, যে সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের জন্য যেমন ব্যাসদেব মহাভারত ও পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন, যাহা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের পঁচিশ শ্লোকে বর্ণিত দেখিতে পাই, "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্ম্মশ্রেয়সী মূঢ়াণাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ॥ ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।" এই চতুর্থ বেদ অনার্য্যদিগকে আর্য্য সমাজের একাঙ্গরূপে আবদ্ধ রাখার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া একপ্রবাদ আছে। প্রবাদ সাধারণতঃ সত্যমূলকই হইয়া থাকে; এজন্য প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ প্রবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যজ্ঞ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে দেখা যায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সোম ও পুরোডাসাদি দ্বারা গৃহে গৃহে গৃহস্থগণ যজ্ঞ করিতেন। আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞাদি, কিম্বা পুরোহিতাদি নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞ করা, কিম্বা বর্ণভেদাদি ঋগ্বেদের সময় ছিল না, এরূপ ভ্রান্তমত অনেকে পোষণ করেন। ঋগ্বেদে "দুষ্মন্ত তনয় ভারতাপত্য অশ্বমেধ" এই নামটী বহু অশ্বমেধ যজ্ঞকারী ভরত ছিলেন বলিয়াই হইয়াছে বহু যজ্ঞকারির জন্য এক অগ্নির নামও ভরতাগ্নি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ঋ ৫।২৭।৪ মন্ত্রে উক্ত অশ্বমেধ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিতেছেন এরূপ বর্ণিত আছে। ১০।৬১।২১ মন্ত্রে নাভানেদিষ্ট আপনাকে অশ্বমেধ যাজীর পুত্র বলিয়াছেন। ঋ ১০।১৭৩ সূক্তে

রাজসূয় অভিষেক বর্ণিত আছে। ৬।২৭।৮ মন্ত্রে হরিযূপীয়ার সম্রাট অভ্যবর্ত্তীর বর্ণনা পাওয়া যায়। ৮।২৫।৮ মন্ত্রে ধৃতব্রত ক্ষত্রিয়গণ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন বর্ণিত। ৩।৫৩।১১ মন্ত্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সম্রাট সুদাসের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ছাড়িতে বলিতেছেন। ১।১৬২ সূক্তে অশ্বমেধ বর্ণিত আছে। ১।৩২।৩ ও ১০।১৪।১৬ মন্ত্রে ত্রিকদ্রুক যজ্ঞ বর্ণিত। ১।২০।৭ মন্ত্রে সপ্ত সোমযাগ, সপ্ত হবির্যজ্ঞ ও সপ্ত পাকযজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১।৩৪।১ ঋকেপ্রাতঃসবন মাধ্যন্দিন সবনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ঋ ৫।৭৭।২ প্রাতর্যজ্ঞে অশ্বিদ্বয় সোমপান করেন। সায়ংকালীন হব্য দেবগণ গম্য হয় না। ইন্দ্র রাত্রিযজ্ঞের অধিকারী ৮।৯৬।১ ও ২০।২৯।১। ঋ ১০।৩৭।৫ মন্ত্রে প্রাতঃ-কালের হোম সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে করিতে হয়। সাম্বৎসরিক যজ্ঞ বা সত্র ঋ ১।১১০।৩,৪ মন্ত্রে বিবৃত। নবগ্ব আঙ্গিরসগণ ১০ মাসে সত্র নির্ব্বাহ করিতেন ৫।৪৫।৭। নবগ্ব অর্থ নয়মাসে যজ্ঞকারী, দশগ্ব অর্থ দশমাসে যজ্ঞ সমাপ্তকারী, সপ্তগ্ব সাতমাসে যজ্ঞ সমাপ্তকারী। যজ্ঞে পুরোহিত নিয়োগ ও দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা ছিল। পুরোহিত সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বহুস্থানে আছে—“অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং।” দক্ষিণার বিষয় ১০।১০৭।৫,৬ মন্ত্রে যিনি অগ্রে দক্ষিণা দিয়া পুরোহিতকে তুষ্ট করেন তিনিই ঋষিব্রহ্মা বলিয়া কথিত হন। ৮।৯৭।১ মন্ত্রে আছে বর্হি আস্তীর্ণ হইয়াছে দক্ষিণাযুক্ত হইয়াছে ইত্যাদি। পুরোহিত বা ঋত্বিক সংখ্যা চারিজন হইতে বিংশতিজন পর্য্যন্ত

ঋগ্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। ঋ ২।১।২ মন্ত্রে হোতা, পোতা, নেষ্ট্রা, অগ্নীধ্র, প্রশাস্তা, অধ্যর্য্যু, উদ্‌গাতা ব্রহ্মা, যজমান যজমান পত্নী বিংশতি সংখ্যা মন্ত্রে উল্লিখিত। ১৬ জন ঋত্বিক যজমান যজ্ঞমানপত্নী সদস্য ও শমিতাসহ বিংশতি হয়। ঋ ১।৫৮।৭ মন্ত্রে সাতজন ঋত্বিক উল্লেখিত। ঋ ৩।৭।৭, ৮ মন্ত্রে অনেক অধর্য্যু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ১৬ জন ঋত্বিকের নাম ঋগ্বেদীয় হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবক, গ্রাবস্তুত। যজুর্ব্বেদীয়—প্রতিপ্রস্থিতা, নেষ্টা, উন্নেতা, অধ্যর্য্যু। সামবেদীয় উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা, সুব্রহ্মণ্য, প্রতিহর্ত্তা। অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণচ্ছংশী, পোতা, অগ্নিধ্র।

সুসংস্কৃত মাতার গর্ভে বীর্য্যাধান হইতে বৈদিক সংস্কার আরম্ভ হয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণভেদ, চূড়াকরণাদি সংস্কার ঘটিয়া থাকে, পশ্চাৎ উপনয়ন সংস্কার। ইহাকে দ্বিতীয় জন্ম বলে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া এই সংস্কার লাভ পর্য্যন্ত শিশু প্রাণী সাধারণ ধর্ম্মসহ জীবন যাপন করে। দ্বিতীয় সংস্কারে মৌঞ্জিবন্ধনসহ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভ উপযোগী জ্ঞানরাজ্যে বিচরণক্ষমকারী আর্য্য সংজ্ঞার অধিকারী হয়। এই সংস্কার দ্বারা বেদপাঠের অধিকার জন্মে এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অধীন হয়। ব্রাহ্মণ পক্ষে "গর্ভাষ্টমাব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপয়নং।" ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত এই সংস্কার গ্রহণের সময়। যদি এই সময় মধ্যে সংস্কৃত না হয় তাহা হইলে সে পতিত ব্রাত্য হয়। তাহাকে দ্বিজবন্ধু

বলে ; তার অতঃপর আর তাহার বেদপাঠে অধিকার থাকে না। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ হইতে বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের ষোড়শ হইতে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারিত আছে। পশ্চাৎ তাহারাও ব্রাত্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ ব্রাত্য শব্দ দ্বারা কোন যোদ্ধৃ জাতিকে লক্ষ্য করিতে চাহেন। ইহা কতদূর শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা অসমীচীন হইবে না। ঋ ৮।৯৯।৮ মন্ত্রে শতক্রতু ইন্দ্রকে লক্ষ্য করতঃ বলা হইয়াছে। "ইষ্কর্ত্তার মনিষ্কৃতং সহস্কৃতং শতমূর্ত্তিং শতক্রতুম্ ॥" অর্থ হে শতক্রতু! তুমি নিজে অসংস্কৃত কিন্তু সকলের সংস্কর্ত্তা। অর্থাৎ পরমাত্মা ইন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ না থাকায় ও নিয়ম প্রণালী অভাবে তাহার কোনও সংস্কার হইতে পারে না ; কিন্তু পরমাত্মা হইতে বেদ প্রকাশিত হওয়ায় অন্য সৃষ্ট দেব ও নরগণের সংস্কার হইয়া থাকে। এই সংস্কৃত ও অসংস্কৃত বাক্যদ্বয় হইতে ধৃতব্রত ও ব্রাত্য শব্দ আসিয়াছে। অথর্ব্ববেদের প্রধান সংস্করণ মহর্ষি পিপ্পলাদ হইতে আমরা প্রাপ্ত হই। উক্ত মহর্ষি পিপ্পলাদ অথর্ব্ব বেদীয় প্রশ্নোপনিষদের উপদেষ্টা। অথর্ব্ব বেদের ব্রাত্যস্তোমে যে ব্রাত্যশব্দের প্রয়োগ আছে, উহা পিপ্পলাদ ঋষি জানিয়াই প্রশ্নোপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্নের একাদশ মন্ত্রে "ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ। বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতাত্বং মাতরিশ্বনঃ ॥" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে "ব্রাত্য" শব্দ "ব্রতং বেদবিহিতানুষ্ঠানং অতীত্য

তিষ্ঠাতীতি ব্রাত্যং" অর্থাৎ যিনি অসংস্কৃত। যেমনটী উপরোক্ত ঋগ্বেদ মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই। যেমন 'অসুর' শব্দ ন-সুর=অসুর হয় তেমনি 'অসু' প্রাণনে ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হয়। এজন্য 'অসুর' শব্দ দেবগণের বিশেষণে দেখা যায়। আবার দেবদ্বেষীও অসুরপদবাচ্য। তেমনি ব্রাত্য শব্দ "ব্রত" শব্দ হইতে অথবা মনুষ্যবাচী 'ব্রত' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন ঋগ্বেদে ৯।১৪।২ মন্ত্রে "পঞ্চব্রাতা" প্রয়োগ আছে। অর্থ-পঞ্চজনপদের মনুষগণ, তাহাতে ব্রাত্য অর্থ মনুষ্য সম্বন্ধীয়। ইহা আর্য্য ও সাধারণ মনুষ্যে যে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত জনিত যে পার্থক্য আছে তাহাকে লক্ষ্য করে। ব্রতের অতীতে থাকার জন্য ব্রতহীন মনুষ্য মাত্রকেই বুঝায়। অর্থাৎ যাহাদিগের দশ সংস্কারের সংস্কৃত হইবার সুযোগ নাই তাহাদেরই বেদপাঠে অধিকার নাই, অর্থাৎ আর্য্য-সমাজ বহির্ভূত অনার্য্যগণ মাত্রকেই লক্ষ্য করে। সুতরাং "ব্রাত্য" কোনও জাতি না হওয়ায় তাহা হইতে আর্য্য-গণের কোনও সভ্যতা গ্রহণ সম্ভব পর নহে। ব্রাত্য স্তোমের উদ্দেশ্য, যথাকালে অনুপনীত ব্যক্তিকে প্রায়-শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কৃত করিয়া পরমাত্মার চিন্তনধারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট করতঃ তাহাকে আর্য্য সমাজ ভুক্ত করা। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ে প্রথম খণ্ডের ১৬ মন্ত্রে "ব্রাত্য" শব্দ 'ব্রহ্মবন্ধু'কে লক্ষ্য করিয়াছে। উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ডে "ব্রাত্য" গণের যজন সম্বন্ধে বিধি নির্নীত

আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যজ্ঞ এই পদটী যজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং যুজ্ ধাতুর অর্থ পূজা এই পূজা ত্রিবিধ, কায়িক, বাচিক এবং মানসিক। নামকীর্ত্তন বা স্তুতিরূপ যজ্ঞ, জপযজ্ঞ এবং ধ্যানযজ্ঞ যে যে বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত, তাহা আমরা ঋগ্বেদের মন্ত্র সমূহ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। যজ্ঞের প্রধান জিনিষ হচ্ছে অগ্নি। অগ্নি না হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান অসম্ভব। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ যে এই অগ্নি, এই অগ্নি বলিতে বৈদিক ঋষিরা কি বুঝিতেন তাহাই এখন দ্রষ্টব্য। বৈদিক সূক্ত সমূহে অগ্নিকে যে সব বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে এই আগ্ন কেবল ভৌতিক জড় অগ্নি নহে। ইহা "গূঢ় জ্যোতিঃ"। এই দিব্য জোতিঃ মনুষ্যকে অমৃতত্ব প্রদান করে। "ত্বং তমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে।" এই দিব্য জ্যোতিঃ স্বরূপ অগ্নিই স্বপ্রকাশ, আনন্দরূপ পরতত্ব। ঋষি বিশ্বামিত্র অগ্নিকে আত্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ২৬ সূক্তে আমরা দেখি বিশ্বামিত্র অগ্নি সম্বন্ধে বলিতেছেন, "অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রি ধাতুরজসো বিমানোহ জস্রো ঘর্ম্মোহরিরস্মি নাম্।।" সায়নাচার্য্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন— সাক্ষাৎকৃতঃ পরতত্ত্বস্বরূপঃ অগ্নিঃ। সর্ব্বাত্মকত্বানুভবং আবি-

করোতি। "জন্মনা এব জাতবেদা অস্মি। শ্রবণ মননাদি সাধন নিরপেক্ষেণ স্বভাবত এব সাক্ষাৎ কৃত পরতত্ত্ব স্বরূপোঽস্মি, 'ঘৃতং মে চক্ষুঃ'। যদ্‌এতৎ বিশ্বস্য বিভাসকং মম স্বভাবভূত প্রকাশাত্মকং চক্ষুঃ তদ্‌ঘৃতম্। 'ত্রিধাতু'—প্রাণাপানব্যানাঃ, অগ্নিঃ, অর্কঃ, বায়ুঃ, স্বর্গঃ, মর্ত্ত্যঃ, দ্যৌঃ।" এই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ পরতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার উপায়ও উক্ত সূক্তে কথিত হইয়াছে। "হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্"। সায়নাচার্য্য বলেন, "অন্তঃকরণ বৃত্ত্যামতিং মননীয়ং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশরূপং পরব্রহ্মাখ্যং তেজঃ অনুপ্রজানন্ শ্রবণমননাদি ক্রমেণ প্রকর্ষেণ সংশয় বিপর্য্যাসভাবনা বুদ্ধি নিরাসেন স্বাত্মরূপতয়া জানানঃ সন্ পবিত্রৈঃ পাবনৈঃ ত্রিভিঃ অগ্নিবায়ুসূর্য্যৈঃ অর্কং অর্চ্চনীয়ং নিরতিশয়ং আনন্দলক্ষণং স্বাত্মানং অপুপোদ্ধি তে'ভ্যাপি নির্ম্মলতয়া পাবনং পরিচিচ্ছেদ। যথা দশাপবিত্রেণ সোমং পাবয়তি তদ্বৎ।" জ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সংশয় এবং বিপরীত বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইলে, অন্তঃকরণ নিরতিশয় নির্ম্মল ও পবিত্র হয় এবং তখনই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মোপলব্ধি হয়।

এই জ্যোতিকে বৈদিক ঋষিরা গুপ্তজ্যোতি, দিব্যজ্যোতি, স্বর্গীয় তেজ, অগ্নি, নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অগ্নি সর্ব্বপ্রাণিদেহে সুপ্তভাবে অবস্থিত। বৈদিক ঋষিরা দীক্ষণীয় ইষ্টি বা দীক্ষা দ্বারা কিংবা উপনয়ন সংস্কার দ্বারা যজমান

দেহে এবং শিষ্য হৃদয়ে এই সুপ্ত অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করিতেন। এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হইত। এই স্বর্গীয় দিব্যতেজ বা জ্যোতির সমীপে আত্ম-নিবেদনই • হোম। নিবিদ্ মন্ত্র দ্বারা ঋষিরা স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরের স্তুতি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতেন। আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইলে, ঋষিরা স্পষ্টই দেখিতেন যে ইন্দ্র অর্থাৎ সেই স্বপ্রকাশ দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরই তাঁহাদের সমুদায় পাপরাশি অজ্ঞান অন্ধকাররূপ বৃত্র প্রভৃতি অসুরগণকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া তাঁহাদের চিত্তকে নির্ম্মল, পবিত্র করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সেই নির্ম্মল পবিত্রচিত্তে পরমেশ্বর তাঁহার আনন্দময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষিরা যখন এই আনন্দ, এই অমৃত, এই সোমরস উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইতেন ; যে উপায়ে তাঁহারা এই আনন্দ, এই অমৃত, এই সোমকে উপলব্ধি করিতেন, সেই উপায়, সে পদ্ধতি, সেই প্রণালীকে তাঁহারা যজ্ঞনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞস্বর্গ বা নিরতিশয় আনন্দলাভের সোপান স্বরূপ।

অহিংসা

"হিন্‌স্‌" ধাতুর উত্তর "অ" প্রত্যয়ে "হিংসা" শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ "প্রাণী-পীড়নম্‌"। "হিন্‌স্‌" ধাতু প্রহার ও সংহার অর্থে প্রযুক্ত হয়। "হিংসা" কর্ম্ম। এইজন্য কায়, বাক্‌ মন দ্বারা তিন প্রকারেই হিংসা সম্ভবপর। হস্তদ্বারা প্রহার কায়িক, ও বাক্যবাণে বিদ্ধ করা বাচনিক হিংসাকার্য্য। শিশুপাল, কংস ও হিরণ্য কশ্যিপু প্রভৃতির ন্যায় সদাই মনে মনে বিষ্ণুর পীড়নার্থ চিন্তনও হিংসার অন্তর্গত বলিয়া উহাকে মানসিক হিংসা বলা হয়। হিংসা যে করে, উহা যাহার বৃত্তি, লোকে তাহাকে হিংস্র বলে। "হিন্‌স্‌" ধাতুর উত্তর "র" প্রত্যয় দ্বারা "হিংস্র" শব্দ নিষ্পন্ন। প্রাণী মাত্রেই হিংস্র; পিপীলিকা জীবিত মাছিকে গ্রহণ করে, পিপীলিকাকে টিক্‌টিকি গ্রহণ করে, টিক্‌টিকিকে বৃহৎ ভেকাদি গ্রহণ করে, সর্প ভেক্‌কে গ্রাস করে, সর্পকে ময়ূরাদি গ্রহণ করে, ময়ূরকে শৃগালাদি গ্রহণ করে, শৃগালকে চিতাব্যাঘ্রাদি গ্রহণ রে, চিতাকে সিংহাদি গ্রহণ করে, সিংহাদিকে শিকারী গ্রহণ করে, এবং শিকারীকে যমদূত গ্রহণ করে, এই রূপে হিংসাময় প্রাকৃতিক সৃষ্টি। মনুষ্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব; তাই জিওলজী বলেন যে অতিশয় প্রাচীন কালের যে সকল নর-কঙ্কাল পাওয়া যায় তাহাতে নরদন্ত মধ্যে মাংসভোজনের উপযোগী

শ্বদন্ত নাই। (canine teeth) মানবকে অমাংস-ভোজী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; এজন্য শাস্ত্রে হিংসা অর্থাৎ প্রাণীপীড়ন দোষাবহ বলিয়া অহিংসাব্রত নিরূপিত হইয়াছে। প্রাণী মাত্রই হিংসা দ্বারা জীবন ধারণ করে, এজন্য প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব অন্য প্রাণী হইতে অপরাপর বিশেষত্ব রক্ষার্থ প্রাণী-সাধারণের যে হিংসা বৃত্তি তাহা হইতে বিরত হইয়া অহিংসা ব্রত ধারণ করেন। তাই শ্রুতিতে আছে,—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।" কন্দমূল, ফলাশী হইয়া সত্ত্ব-গুণাশ্রয়ী অরণ্যবাসী অহিংসাব্রত পূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করিতে পারেন। "কন্দ", যাহা মৃত্তিকা গর্ভে বৃহদায়তন লাভ লাভ করে। যেমন ওল, আলু প্রভৃতি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত করিয়া রাখিলে উহার বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে অঙ্কুরের চিহ্ন দেখা দেয়। ঐ ঐ অংশ কাটিয়া বপন করিলে নূতন বৃক্ষ হয়। অবশিষ্ট অংশ অজ অংশ অর্থাৎ বীজভাব শূন্য, তাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হইবে না, রাখিলে আপনা আপনি পচিয়া গলিয়া নষ্ট হইবে, ঐ অজ অংশ গ্রহণে হিংসা হয় না। মূল মৃত্তিকাতে বৃহদায়তন প্রাপ্ত হইলেও উপরে ফল হইয়া বীজ হয়, ঐ বীজে নূতন বৃক্ষ হয় ; মৃত্তিকার নিম্নে যে অংশ থাকে, তাহা ব্যবহার না করিলে আপনা আপনি পচিয়া নষ্ট হইবে, উহাতে বীজ নাই। উহা গ্রহণেও হিংসা হয় না। ফল সুপক্ক হইলে তাহার বীজ রাখিয়া ফলাংশ গ্রহণে কোন হিংসা হয়না। এবং যে গো ১০।১২ সের দুগ্ধ দেয়

তাহার বৎসের জন্য যথেষ্ট রাখিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পানে হিংসা হয়না, বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর সৃষ্টি করেন ধ্বংসের জন্য। তিনি এমনি ধ্বংস-প্রিয় যে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যেমন একটি বটবৃক্ষে একই সময়ে লক্ষ ফল হয়, কিন্তু ঐ সব ফল প্রায় সবই ধ্বংশ হয়। দুই চারিটী ফল হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ইহাতে ঈশ্বরের সৃষ্টি-রক্ষণ কৌশল বিদ্যমান। যদি সব ফল হইতে বৃক্ষ হইত তবে পৃথিবীতে বটবৃক্ষেরই স্থান হইত না। তাই ঐ সকল ফল দ্বারা পক্ষী জাতির রক্ষণ করেন। এক প্রাণীর রক্ষণ অন্য প্রাণীর ভক্ষণের দ্বারা করিতেছেন। এইরূপে ধ্বংস ও রক্ষণ পাশাপাশি চলিতেছে। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। রজ-প্রাবল্যে সৃষ্টি। এজন্য প্রাণীমাত্রই রজপ্রধান হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ রজো-গুণাত্মক। তাই সাধারণতঃ মানব ও কাম, ক্রোধ ও লোভ পরবশ। তাই তাহারাও মাংসাশী হয়। সময় সময় সৃষ্টি কর্ত্তার ঈঙ্গিতে শস্যাদির অপ্রাচুর্য্য হইয়া থাকে; তখন মানব অন্য প্রাণীর হননদ্বারাই আত্মদেহ রক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। পুন্যভূমি ভারতের ন্যায় ‑ব দেশ ফুলেফলে সর্ব্ব-ঋতুতে সমৃদ্ধ নহে। এমন দেশ আছে যেমন আইস্‌ল্যাণ্ড, গ্রীন্‌ল্যাণ্ড ইত্যাদি। তথায় মৎস্য, মাংস মিলে কিন্তু শস্যাদি মিলেনা সুতরাং তথাকার অধিবাসীবৃন্দ হিংসাপরায়ন হইতে বাধ্য। ইংলণ্ডাদি দেশে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা ঐ দেশের অধিবাসীগণের তিন মাস মাত্র আহার্য্য হইতে পারে।

সুতরাং তাহাদের মাংসাহার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই রূপে প্রকৃতির প্রেরণাতেই মানব মাংসাশী হইয়া থাকে। প্রকৃতির প্রেরণায় কার্য্য করা প্রবৃত্তিমূলক প্রাণীসাধারণের ধর্ম্ম। আর প্রকৃতিবিরোধী বিচারশীল মানবগণের যে প্রচেষ্টা তাহা নিবৃত্তি-মূলক বলিয়া অভিহিত হয়। সামাজিক মনুষ্যের পক্ষে এইপ্রকার অহিংসাব্রত আচরণ করিয়া বাস করা সম্ভবপর নহে। তাই অরণ্যবাসীর জন্য যে ব্রত সম্ভবপর তাহা ক্রমশঃ সামাজিক মনুষ্যদ্বারা আদায় করার জন্য "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এই সাধারণ শ্রুতির যেন বাধক, এইরূপ এক বিশেষ শ্রুতি ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১৫ খণ্ডে দেখিতে পাই, "অহিংসন্‌ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র-তীর্থেভ্যঃ"। অর্থাৎ শাস্ত্রে যে স্থানে হিংসা করিতে বলিয়াছেন তদ্ব্যতীত স্থলে হিংসা করিবে না। সমাজকে অন্তঃশত্রু ও বহিঃ শত্রু হইতে রক্ষার জন্য রাজদণ্ড ও যুদ্ধাদির প্রয়োজন হয়। রাজদণ্ড পীড়নায় ও যুদ্ধে নরসমূহের বিনাশ ঘটিয়া থাকে। ক্ষেত্রকর্ষণাদি ব্যাপারেও হিংসা অনিবার্য্য। অথচ এতদ্ব্যতীত সমাজের উন্নতি অসম্ভব; তাই শ্রুতি আত্মরক্ষার্থ শান্তিরক্ষাদি উপলক্ষে হিংসা বা বধের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ স্বর্গগমনের হেতু হয়; উহা পুণ্যজনক সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদিব্যাপারেও পশু-হিংসার বিধি আছে এবং ঐ হিংসা পুণ্যজনক অর্থাৎ স্বর্গাদি-গমনের অনুকূল। "তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ," যজ্ঞে প্রাণীবধ বধ-সংজ্ঞা বা হিংসা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় না; এই যে সামাজিক ব্যবহার

ইহাই ব্যবহারিক সত্তা। দিন দিন অজস্র পশুহিংসা নিবারণার্থে কোন ঋতুতে পশু যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞাবশেষ আহারের বিধি আছে, তদ্দ্বারা ৩৬০ দিন পশুহিংসা নিবারিত হইয়া কোন ঋতু বিশেষে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠানে পশুহিংসা করায় ইহাতে বৎসরে ৩০।৪০ দিন পশুমাংসার্থ পশু বধ হইতেছে। ৩৩০ দিন এই প্রকারে অহিংসা পালিত হইল। শাস্ত্রে এই ব্যবস্থার ফলে মাংসহীন ভোজনে অতৃপ্ত হইবার যে অভ্যাস তাহাও রহিত হয়। শাস্ত্রে পশুযজ্ঞ না করিলে প্রত্যবায় হইবে এমন বিধি নাই। করা না করা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। শাস্ত্রে যে সব যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে তন্মধ্যে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলাধিক্য দেখা যায় অথচ উহা কেবল ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় উহার অধিকারী; ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের উক্ত যজ্ঞে অধিকার নাই। ইহাতে ঐ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল হইতে শ্রুতি ব্রাহ্মণদিগকে বঞ্চিত করিলেন বলিয়া ঐ ব্রাহ্মণাদির যদি দুঃখ হয় তাই শ্রুতি দয়াপরবশে ব্যবস্থা করিলেন যদি কেহ নিত্যই মাংসাহার বর্জ্জন করে তবে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি ৩০ দিন মাংস যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া নিরামিশাষী হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন অর্থাৎ অহিংসাব্রতপালনে তৎপর হয়েন্। অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রুতি বিশেষ বিধিপথে নিষেধ মুখে লইয়া সামান্য শ্রুতিরই সার্থকতার সহায় হইতেছেন। শতপথ ১৩।৬।২।২।১২ ও আপস্তম্বীয় শ্রৌতসূত্র হইতে জানা

যায় পশু উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এই প্রথা মতে ব্রহ্মপুত্র স্নানের দিন যে সব ছাগপশু উৎসর্গ হয় তাহা ছেদন করে না, ছাড়িয়া দেয়। কোন কোন স্থানে বনদেবীপূজায় ছাগ নিবেদন করতঃ ছাড়িয়া দিয়া থাকে। কেবল পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতিই প্রাণী নহে, বৃক্ষলতার প্রাণ আছে। এজন্য যব, ব্রীহি প্রভৃতি শস্য ও শাক সবজী ইত্যাদিরও ব্যবহার দোষযুক্ত হিংসাপ্রবণ বলিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত বট বীজের ন্যায় ক্ষেত্রে এত শস্য উৎপন্ন হয় যে তাহা সবগুলি ক্ষেত্রে বপন করিবার স্থান থাকে না। এজন্য যে শস্য ক্ষেত্রে বপন করা না হয় তাহা বর্ষাধিক কাল মজুত থাকিলে অজ হয় অর্থাৎ বীজীভাব শূন্য হয়, তখন উহা কন্দমূল ফলাদির বীজীভাব শূন্য অংশের ন্যায় অমনি বিনাশ হইবে। তাই অজ যে যবাদি তাহা দ্বারা যজ্ঞ করার বিধি আছে। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে আছে :—

আর্জৈর্যজ্ঞেষু যষ্ঠব্যমিতি বা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নোহস্তুমর্হথঃ॥"

এই প্রশ্ন উঠে অহিংসাব্রত কেন? উত্তর এই, যখন মানুষ বিচার বুদ্ধির দ্বারা "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" অর্থাৎ নিজ দেহ যেমনটি সকলেরই তেমনি ক্লেশ হয় ইহা জানিয়া ক্লেশপ্রদানে ক্ষান্ত হয় অথবা সুকৃতি বশে আপনার দেহ ও পশুদেহে এবং স্ব-আত্মা ও পশুর-আত্মায় একরূপতা বা একত্বের অনুভব করে তখন কেহ পশু বলিয়া উপেক্ষা বা ঘৃণা করিতে পারে না, সমবুদ্ধির

উদয়ে হিংসা করিতে অসমর্থ হয়। যে পর্য্যন্ত এই আত্মবুদ্ধি না জন্মে, তাবৎকাল যব ব্রীহিআদির ব্যবহার করে। তদপেক্ষা হীনবুদ্ধি যারা তারা যজ্ঞাবশেষ মাংসাদির আকাঙ্ক্ষা রাখে, ও সাধারণ বুদ্ধি যাহাদের তাহারা হিংসা করিবেই, কারণ তাহাদের বুদ্ধি ও অন্যপ্রাণীর বুদ্ধি একই প্রকৃতির প্রেরণায় পরিচালিত। শস্য, যব, ব্রীহি শাক পত্রাদি যাহা নিরামিষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বৃক্ষাদি ছাটিয়া দিলে তেজবান হয়। যেমন মানুষের নখ, চুল, প্রভৃতি কাটিলে দেহের কোনও হানি হয়না বরং শ্রীবৃদ্ধি হয় তদ্বৎ। বৌদ্ধমতে কেহ কেহ মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করেন, কারণ তাহা গ্রহণে হিংসা হয়না। তেমনি পতিত পত্রাদি বা কাঁচা ফলাদি যাহা বায়ু বা অন্য কোনও প্রাণীর কার্য্য দ্বারা বৃক্ষচ্যুত হইয়াছে তাহা গ্রহণে কোনও দোষ দেখা যায় না। কোনও মতে পশুবলিপ্রদানের অর্থ 'জীবঃ এব কেবলঃ পশুঃ' সেই পশুত্বের বলিদানে শিবত্ব বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি। জীবের পশুত্ব মায়াউপাধি যোগে। সেই মায়া ও তৎকার্য্যের পরিহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এজন্য হিংসা বৈধ। মায়িকদেহ মায়ার সৃষ্টি বা কার্য্য; তদ্‌বধে দোষ হয়না। এখানে দেহের বধ জড়-জ্ঞানে জ্ঞানাসি দ্বারা-বধ। যেমন গীতায় আছে,—"তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানসিনাত্মনঃ ছিত্বা" ৪।৪১ ও "অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ় মূলম্ অসঙ্গ শস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্বা," তদ্বৎ। নিজ দেহ বলি

রাবণ দিয়াছিল পুরাণে দেখা যায়। পরদেহ বলি কেন? চণ্ডীতে দেখা যায়, সুরথ রাজা নিজ গাত্র হইতে রুধির দিয়া দেবী পূজা করিয়া ছিলেন। মতান্তরে ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্য ও পশুতে সমানভাবে কার্য্য করিয়া বিষয় পঞ্চক উপভোগ করায়। পশুসহ এক ধর্ম্ম বিষয় ভোগকেই পশুত্ব সংজ্ঞা দিয়া তারই বলিদান বা দমন। কেহ বলেন "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বদ্ধোহি বাসনাবন্ধঃ মুক্তিস্তু বাসনাক্ষয়ে।" এই কামনা বাসনার বলিদান। এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশে একটী গানও আছে। "যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থকর নাশ; বলিদান কর বিষয় বাসনা, শক্তিপূজা কথার কথা না।" ইত্যাদি। কেহ কেহ বেদে যে বাক্য আছে "পশুমালভেত" তার অর্থ বলেন পশুকে স্পর্শ করা ও তদ্দ্বারা নিজকে পবিত্র করা। এ বিষয়ে তাঁহারা বলেন পানীনীয় ব্যাকরণের ধাতু পাঠে "ডুলভস্ প্রাপ্তৌ" পাওয়া যায়। অর্থান্তর নাই। বধ নাই। 'আ' উপসর্গে সমন্তাৎ প্রাপ্ত দেহস্পর্শকে গ্রহণ করে। এইরূপ প্রয়োগ শাস্ত্রে বহু দেখা যায়। নির্ণয়সিন্ধু নামক স্মৃতি শাস্ত্রে শবদাহ অন্তে শুদ্ধি লাভার্থ ব্যবস্থা আছে; "শমী মা লভন্তে শমী পাপং শময়ন্তু ইতি গাং অজং উপস্পৃশন্তঃ।" এখানে গো অজ ও শমীস্পর্শ পবিত্রকারক শমী কাষ্ঠের বধ নহে। আদ্য শ্রাদ্ধের প্রেতপিণ্ড প্রদানান্তর শুদ্ধি স্থলে "বৃষভং গাং সুবর্ণঞ্চ স্পৃষ্টা শুদ্ধোভবেৎ।" বাক্য আছে। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে

১৭৯ শ্লোকে আছে, "স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষনালম্ভমুপঘাতং পরস্যচ" এখানে স্ত্রীবধ নহে, স্পর্শ অর্থই গৃহীত। পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শনের ২।৩।১৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় "আলম্ভ" শব্দ স্পর্শবাচী করা হইয়াছে। মাংস ভক্ষণকারীর দল "এতদ্ যথা রাজ্ঞে বা ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং মহাজং বা পচেৎ" বাক্য দ্বারা যে ব্রাহ্মণের মদ্য মাংসাদি স্পর্শ পাপ তাহারই জন্য বৃষ মাংস বা ছাগ মাংস পাকের ব্যবস্থা দেখেন। উহাঁরা রহস্য অবগত না থাকায়ই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। এই স্থলে "উক্ষ" শব্দ "সোমলতা" এবং "অজ" শব্দ "শালিতণ্ডুল" বাচক। কেহ বৃহদারণ্যকের ৬।৪ (ব্রা) ১৮ মন্ত্রের উল্লেখ করেন। কারণ বেদে গলকম্বলবন্ত গো অঘ্ন্যা, অর্থাৎ বধের অযোগ্য। এবং গো শব্দ পশুবাচক সুতরাং অজা মেষ প্রভৃতি ও বুঝায়। অন্য কেহ মাংস অর্থ জটামাংসী করেন। অর্থাৎ জটামাংসী ও সোমলতা বা কর্কটী শৃঙ্গী রস যুক্ত অন্ন ভক্ষণে পুত্র গুণবান হয়। উক্ত অনুবাদকের দোষ এই পর্য্যন্ত যে তিনি "উক্ষ" ও "ঋষভ" শব্দের অর্থ নির্ণয়ার্থ যত্ন করেন নাই। মতান্তরে "মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িত বা ঔক্ষেণ বার্ষভেণবা।" অর্থ, মাংস মিশ্রিত অন্ন পাক করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে জননে সমর্থ হইবে। উক্ষার কিম্বা ঋষভের। উক্ষা অর্থ অল্পবয়স্ক সেচন-সমর্থ গো, আর ঋষভ অর্থ অধিক বয়স্ক গো। গো শব্দ পশু মাত্রকে বুঝায়। গলকম্বলন্ত গো অবধ্য সুতরাং মেষ

অজাদিকেই বুঝাইতেছে। যেমন Bull dog, Bull frog, Bull fly তেমনি বৃষ শব্দ প্রয়োগ হয়। যেমন বৃ. আ. ১ অ ৪ ব্রা ৪ মন্ত্রে অশ্ব বৃষ প্রয়োগ আছে। উক্ষ "সোম", ঋষভ অর্থ 'কর্কটী'। উক্ষশব্দের সোমলতার রস • অর্থ ঋগ্বেদের ৮।৪৩।১১ মন্ত্রে "উক্ষান্নায়" শব্দে ও ১।১৯।১ মন্ত্রে গোপীথায় ১।৬৪।১০ মন্ত্রে "বৃষখাদয়" প্রভৃতি শব্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষভ শব্দ সম্বন্ধে রাজনির্ঘণ্টুতে দ্রষ্টব্য—"ঋষভৌষধী কর্কট শৃঙ্গী"; এই শব্দদ্বয়ের অর্থ বর্ত্তমান যুগে যেমন গৃহে কোনও সজ্জন উপস্থিত হইলে চা দিবার প্রথা হইয়াছে, তেমনি প্রাচীন যুগে রাজা, ব্রাহ্মণ অতিথি আসিলে সোমলতার রস বা শালি-তণ্ডুলের আবরক লাল অংশের নির্য্যাস করার ব্যবস্থা ছিল। দশকুমার চরিতেও এই প্রথা দেখা যায়। ঐ মন্ত্রে মাংস ওদন সহ সোম বা কর্কটীর নির্য্যাস ব্যবস্থা বটে। "মাংস" শব্দের অর্থ যাস্কনিরুক্তে এইরূপ লিপি করিয়াছেন, "মাংসং মাননং বা মানসংবা মনোঽস্মিন্ সীদতীতি বা" "অর্থ মনো বাঞ্ছিত ভোজ্যদ্রব্য। কোন তন্ত্রে "মা" রসনা ও "স" সংযম অর্থাৎ মৌন গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ "মা" রসনা তৃপ্তিকর "স" সামগ্রী ব্যাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে যাস্ক সহ এক বাক্যতা হইতেছে অথবা শৃঙ্গবিশিষ্ট বা শৃঙ্গহীন সেচন সমর্থ বধযোগ্য জন্তু। বেদ অস্মদাদির স্বতঃ প্রমাণ। তাহাতে যাহা উপদিষ্ট যেমন যবাদির পুরোডাশ তাহা গ্রহণ করা দোষ যুক্ত নহে। প্রকৃত বিচারশীলের নেত্রে পাপ ও পুণ্য

সমরূপ বন্ধনের হেতু। তাই যজ্ঞে পশু হিংসা বা যুদ্ধে জীব হিংসা পুণ্যজনক হইলেও ত্যজ্য। কারণ বস্তু পাপ পুণ্যের অতীতে লভ্য। বেদে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় আছে, চন্দ্রাদি লোকের ভোগ শেষ হইলে জীবাত্মা বৃষ্টিজল সহ যবাদিতে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহা মনুষ্য কর্তৃক ভক্ষিত হইলে বীর্য্য-রূপে স্ত্রীর যোনিতে নিষিক্ত হয়, তাহাতে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" সেই পুত্র যব ব্রীহিযবাদি আহার ব্যতীত জন্মিতে পারে না। যব ব্রীহিতে যে জীব থাকে তাহার ধ্বংস হয় না। সেই পুনঃ জন্ম নেয়। একারণ যব চূর্ণাদি ও অন্নগ্রহণে হিংসা হয় না। বিশেষ প্রাণীদেহে দুই পদার্থ দৃষ্ট হয়, এক জড় ও এক চেতন। চেতনই আত্মা, উহা অজর ও অমর। আর যাহা জড়, তাহার সংজ্ঞা নাই, তাহা বিনাশী। জড়ের উপর আঘাত কেহ হিংসা মনে করে না। যেমন শ্মশানে চিতাতে পিতৃদেহ দাহন কালে বংশ দণ্ডাদির আঘাতে মস্তকাদি চূর্ণ করিয়া দাহন করিতে দেখা যায় তাহাতে কেহ হিংসা হয় বলে না। আত্মা "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" এই কথা গ্রহণ করিলে হিংসা কথাই থাকে না, হিংসা হইতেই পারে না। তবে যখন আত্মা ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত হয়, তখনই হিংসা অহিংসায় বুদ্ধির উদয় হয়। যতক্ষণ লোক আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করিতে না জানে, ততক্ষণ হিংসা অহিংসা পাপ পুণ্য। অর্থাৎ যতক্ষণ আমি কর্তা, আমি ভোক্তা বুদ্ধি আছে ততক্ষণ হিংসা।

যখন মমতা ও অহঙ্কার লোপ হয়, জীব সর্ব্বত্র একই আত্মা বিরাজমান অনুভব করে তখন "হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।" এও কথার কথা। ঐ অবস্থায় সে ব্যক্তি অকর্ম্মা হইয়া যায়, তাহার দ্বারা কোন হিংসা কি অহিংসার কার্য্যই আর হইয়া উঠে না। যতক্ষণ আত্মপর বোধ আছে ততক্ষণ আত্ম প্রসাদ বা অনুশোচনা, স্বর্গ নরকে গতাগতি এবং পাপ পুণ্য ও আছে। তখন হিংসা অহিংসার বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। অলমতি বিস্তরেণ।

ইন্দ্র-কৃষ্ণ

এই বিশ্বের মনুষ্য-চরিত্র অতীব বিচিত্র। ঐ বিচিত্রতা বিক্ষিপ্ততারই নামান্তর। কারণ মায়া আবরণ শক্তিতে বুদ্ধি আবরিত করতঃ বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা বিচিত্রতা সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহা দৃষ্টে ঋষি দধিচী "জগত্যাং জগৎ" "তেন ত্যক্তেন" বাক্যে অনিত্যের ত্যাগ বলিয়াছেন। যেমন শিশু এমন যে সুখকর মাতৃকোল তাহা ত্যাগ করিয়া কোন বাহিরের ক্ষুদ্রবস্তু দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, লাল চুষি বা মাকাল ফল দৃষ্টে মাতার সুধাময় স্তন্য ত্যাগ করে, তেমনি মনুষ্য প্রকৃত তথ্য ত্যাগে প্রকৃত উপস্থাপিত বিষয়ের

প্রতি ধাবিত হয় আর মনে করে একটা নূতন কিছু করিতেছি, উন্নতির পথে চলিতেছি। এই জগৎ মহাপ্রলয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে তথাপি উন্নতির পথেই চলিতেছে এমন বিশ্বাস পোষণকারীর অভাব নাই। কেহ কেহ মনে করেন এই ক্রমোন্নতি বাদটি ধ্রুব সত্য। যে জিয়লজি পাঠে জলময় পৃথিবী প্রথম সেওলা ও তৎভোজী মৎস্যাদির সৃষ্টি ও তৎপর কচ্ছপাদি তৎপর বরাহাদি ও তৎপশ্চাৎ সিংহাদি ও সর্ব্বশেষ মনুষ্য সৃষ্টি কল্পনা করে, সেই জিওলজী সাক্ষী দেয় যে গরুড় জাতীয় পক্ষির অবনতিতে কুম্ভীর ও সর্প হইয়াছে। ঐরাবত জাতীয় হস্তী ও গরুড় জাতীয় পক্ষীকুল চিরতরে নিপাত গিয়াছে। এই যে সৌরজগৎ সূর্য্যপ্রাণ, যদি এই সূর্য্য ঠাণ্ডা হয় এবং ক্রমে ঠাণ্ডাই হইতেছে, তবে এই পৃথিবীর কোন্ উন্নতি ঘটিবে? যে রেল, এরোপ্লেন ও টেলিফোনের উন্নতি দেখিয়া খুব উন্নতি মনে করে, সে জানে না যে এই প্লেনের নির্ম্মাণ বা ফোনের উন্নতি বিধানের প্রয়োজন নাই; প্রত্যেক ব্যক্তিতে এমন শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা বিনা প্লেনে বিনা ফোনে বিশ্ব পরিভ্রমণ ও সর্ব্বত্রের ঘটনার খবর প্রত্যেকেই করিতে পারে। যোগবলে আকাশে উড্ডয়ন ও সর্ব্বদর্শী হওয়া যায়। যাহার চর্চ্চা কোন দিন হইয়াছিল তাহার বিস্মৃতিবশে জীবের চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে। তাই তাহার স্থলে প্লেন দেখিয়া নেত্র বিস্ফারিত হয়। রামের রাজ্যে পুষ্পক

বিমান ছিল তাহার বিস্মৃতি কোন ক্রমোন্নতিবাদে ঘটিয়াছে, যে জাতি রামরাজ্য হইতে কেন, গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে, তাহা কোন্ ক্রমোন্নতিতে ঘটিয়াছে? কি মনো বিজ্ঞানে কি জড় বিজ্ঞানে কোথাও কেহ কিছু নূতন করে নাই। জড় বিজ্ঞান একই প্রকৃতির বিকারে সব সৃষ্টি গ্রহণোন্মুখী হইয়াছে। ইহা Protyle Electron নাম দিয়া বলিতেছেন। মনো বিজ্ঞানে Comte ঈশ্বরে সর্ব্বতোভাবে আত্ম সমর্পণ ও সোপনহায়ার, হিগেল উপনিষদের ধর্ম্ম ও মায়াবাদ গ্রহণে কৃতকৃত্য হইয়াছেন, প্রাচীন কালের পুরাতন বিষয় ত্যাগে নূতন গ্রহণ চাই, তাহা যতই কদর্য্য হোক্ ইহাই প্রবৃত্তি মূলক ধর্ম্ম। তাই বঙ্গের কোন রসিক কবি বলিয়াছেন, "একটা নূতন কিছু কররে ভাই নূতন কিছু কর,"। বৌদ্ধযুগের পর যখন প্রতীকোপাসনার পরিবর্ত্তন হইতে চলিল তখন অগ্নি উপাসনা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বেদের পঠন পাঠন ও ত্যাগ হইতে চলিল। তাই বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র পুরাণে পৌরাণিক দেবতার নিকট যোড়হস্ত। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে সম্ভবতঃ নামেরই পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ পরিদৃষ্ট হয়, পাঠক পাঠিকার বিচারার্থ নিম্নে একটি বিষয় লিখিতেছি যাহা বেদের অনুশীলন করিতে করিতে দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহের অধিকাংশ পরম পুরুষ ইন্দ্র বা সূর্য্যাগ্নিরূপ ইন্দ্রেরই মহিমা গাথায় পূর্ণ। ঋগ্বেদে সেই ইন্দ্রের

যে সকল কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত আছে তাহাই পৌরাণিক কৃষ্ণে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদাধ্যয়ন লোপ হওয়ায় সম্ভবতঃ উহা নয়নগোচর হয় নাই। অথবা বৈদিক ধর্ম্মেরই রূপান্তর জ্ঞানে নামরূপে কিছু যায় আসে না এই বুদ্ধিতে উহা প্রকাশ পায় নাই অথবা প্রকাশ পাইয়া থাকিলেও রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজ বিপ্লবে সেই সকল গ্রন্থ লোপ হইয়া থাকিবে। যেমন কৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ বা দিব্য নেত্রে দ্রষ্টব্য চারি শরীর—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন; অনিরুদ্ধ ইতি। উহা বিশ্ব, তৈজস প্রাজ্ঞ, তুরীয় বলিয়া অভিহিত। যাহা ব্যষ্টিরূপে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ তাহাই সমষ্টি রূপে বিরাট বৈশ্বানর হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর নামে শাস্ত্রে অভিহিত। যিনি তুরীয় তিনিই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও নিত্য, সত্য, অক্ষয়, অব্যয়, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, পরমাত্মা, পরমপুরুষ পুরুষোত্তম; ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ইন্দ্রের চারি অসূর্য্য দেহ থাকা বিবৃত আছে।

চত্বারি তে অসূর্য্যাণি নামাদাভ্যানি মহিষস্য সন্তি।
ত্বমঙ্গতানি বিশ্বানি বিৎসে যেভিঃ কর্ম্মাণি মঘবঞ্চকর্থ॥

১০ম, ৫৪সূ, ৪ মন্ত্র।

গীতাতে যেমন একাদশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে আছে যে শ্রীকৃষ্ণদেহে অর্জ্জুন দিব্যনেত্রে সব ভূতজাত সর্পাদি, ব্রহ্মা, ঈশ, দেবগণ, ঋষিগণ সকলে বাস করিতেছেন দেখিলেন।

এবং যে জন্য কৃষ্ণকে বাসয়তি ইতি বাসুদেব কহা যায়, তদ্বৎ ঋগ্বেদে ইন্দ্র বা বাসবদেহে সর্ব্ব দেবগণ বাস করেন বলা হয়।

স জাতেভির্বৃত্রহা সেদু হব্যৈরুদুস্রিয়া অসৃজদিন্দ্রো অর্কৈঃ।
উরূচ্যস্মৈ ঘৃতবদ্ভরন্তী মধু স্বাদ্ম দুদুহে জেন্যা গৌঃ॥

৩ম, ৩২সূ, ১১ মন্ত্র।

আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্ছ্রিয়ো বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ।
মহত্তদ্বৃষ্ণো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ॥

৩ম, ৩৮সূ, ৪মন্ত্র।

যস্মা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধারয়ন্তে। সূর্য্যামাসা দৃশেকম্॥

৮ম, ৯৪সূ, ২মন্ত্র।

ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্‌ৎ সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্॥

৯ম, ৯৬সূ, ১৮মন্ত্র।

রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥

৬ম, ৪৭সূ, ১৮ মন্ত্র।

বাসুদেব শব্দ বসতি ইতি বাসু হয় অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট, এজন্য কৃষ্ণ বাসুদেব। তেমনি ঋগ্বেদে বাসব ইন্দ্র—
বিশংবিশং মঘবা পর্য্যশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্বৃষা।
যস্যাহ শক্রঃ সবনেষুরণ্যতি স তীব্রৈঃ সোমৈঃ সহতে পৃতন্যতঃ॥

১০।৪৩।৬

আ রোদসী অপৃণাদোত মধ্যং পঞ্চ দেবাঁ ঋতুশঃ সপ্ত সপ্ত।
চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বি চষ্টে সরূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেত ॥১০।৫৫।৩

পপৃক্ষেণ্যমিন্দ্র ত্বে হ্যোজো নৃম্ণানি চ নৃতমানো অমর্তঃ।
স ন এনীং বসবানো রয়িং দাঃ প্রার্য্যঃ স্তুষে তুবিমঘস্য দানম্ ॥
৫।৩৩।৬

অস্মৈ ভীমায় নমসা সমধ্বর উষো ন শুভ্র আ ভরা পনীয়সে।
যস্য ধামশ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতো নায়সে ॥
১।৫৭।৩

যস্মাদিন্দ্রাদ্ বৃহতঃ কিং চনেমৃতে বিশ্বান্যস্মিন্‌ৎ সম্ভৃতাধি বীর্য্যা।
জঠরে সোমং তন্বীসহো মহো হস্তে বজ্রং ভরতি শীর্ষণি ক্রতুম্ ॥
২।১৬।২

যো অদধাজ্জ্যোতিষি জ্যোতিরন্তর্যো অসৃজন্মধুনা সংমধুনি।
অধ প্রিয়ংশুষমিন্দ্রায় মন্ম ব্রহ্মকৃতো বৃহদুক্‌থাবাচি ॥ ১০।৫৪।৬

যত্তুষ ঔচ্ছঃ প্রথমা বিভানামজনয়ো যেন পুষ্টস্য পুষ্টম্।
যত্তে জামিত্বমবরং পরস্যা মহন্মহত্যা অসুরত্বমেকম্ ॥ ১০।৫৫।৪

পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ মায়া দ্বারা সহস্র গোপী ও সহস্র কৃষ্ণরূপে দৃষ্ট হন। অথবা ব্রহ্মা গো অপহরণ করিলে গোরূপ ধারণ করেন। তেমনি ঋগ্বেদে ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ করেন,—

জায়েদস্তং মঘবন্‌ৎ সেদু যোনিস্তদিত্বা যুক্তা হরয়ো বহন্তু।
যদা কদা চ সুনবাম সোমমগ্নিষ্ট্বা দূতো ধন্বাত্যচ্ছ ॥ ৩।৫৩।৪

রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপইয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥

৬।৪৭।১৮

যদচরস্তন্বা বাবৃধানো বলানীন্দ্র প্রব্রুবাণো জনেষু।
মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুংনমুপুরা বিবিৎসে॥

১০।৫৪।২

পুরাণে কৃষ্ণ অগ্নি বা রুদ্র হইতে চক্রপ্রাপ্ত হন; তেমনি ইন্দ্র দিব্য সূর্য্যাগ্নি হইতে চক্র গ্রহণ করেন,—

মুষায় সূর্য্য কবে চক্রমীশান ঔজসা।
বহ শুষ্ণায় বদ্ধ কুৎসং বাতস্যাশ্বৈঃ। ১।১৭৫।৪

ত্বা যুজা নিখিন্দৎসূর্য্যস্যেন্দ্রশ্চক্রং সহসা সদ্য ইন্দো।
অধিষ্ণুণা বৃহতা বর্ত্তমানং মহো দ্রুহো অপ বিশ্বায়ুধায়ি ॥ ৪।২৮।২

পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ দ্রোহী শিশুপালকে চক্র দ্বারা নিহত করেন; তেমনি ইন্দ্র চক্র দ্বারা বিদ্রোহী দস্যু বধ করেন,—

অনায়ুধাসো অসুরা অদেবাশ্চক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্ ॥

৮।৯৬।৯

ইন্দ্র শকট ভঙ্গ করেন,—

অপোষা অনসঃ সরৎসন্পিষ্টাদহ বিভ্যুষি।
নি যৎসীং শিশ্নথদ্বৃষা ॥ ৪।৩০।১০

সনামানা চিদ্ধসয়ো ন্যস্মা অবাহন্নিন্দ্র উষসো যথানঃ।
ঋষ্বৈরগচ্ছঃ সখিভির্নিকামৈঃ সাকং প্রতিষ্ঠা হৃদ্যা জঘন্থ ॥ ১০।৭৩।৬

পুরাণেও শ্রীকৃষ্ণের শকট ভঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র বধোদ্যত স্ত্রীকে বধ করেন,—

এতদ্ঘেদুত বীর্য্যমিন্দ্র চকর্থ পৌংস্যম্।

স্ত্রিয়ং যদ্দুর্হণায়ুবং বধীর্দুহিতরং দিবঃ॥ ৪।৩০।৮

তেমনি কৃষ্ণ পুতনা বধ করেন। ইন্দ্রকে কুষবা গ্রাস করিলে ইন্দ্র তাহার বধ সাধনে আপনাকে মুক্ত করেন,—

মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন ত্বা কুষবা জগার।

মমচ্চিদাপঃ শিশবে মমৃড়্যুর্মমচ্চিদিন্দ্রঃ সহসোদতিষ্ঠৎ॥ ৪।১৮।৮

তেমনি শ্রীকৃষ্ণকে অঘাসুর গ্রাস করে ও শ্রীকৃষ্ণ তাহার বধ সাধনে আপনাকে মুক্ত করেন। ইন্দ্র জলাবৃত প্রদেশে বৃত্র বা অহিকে (সর্পকে) বধ করেন,—

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্ম্মসু।

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ৮।৩৮।১

জুষেথাং যজ্ঞমিষ্টয়ে সুতং সোমং সধস্তুতী।

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা॥ ৮।৩৮।৪

তেমনি কৃষ্ণ হ্রদে কালীয় সর্প দমন করেন। ইন্দ্র পর্ব্বত সঞ্চালক, পর্ব্বত ধারণ করেন,—

তন্নঃ প্রত্নং সখ্যমস্তুযুষ্মে ইত্থা বদদ্ভির্বলামঙ্গিরোভিঃ।

হন্নচ্যুত চ্যুদ্দস্মেষযন্তমৃণোঃ পুরো বিদুরো অস্য বিশ্বাঃ॥ ৬।১৮।৫

যস্মান্নঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যৎ যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।

যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভুব যো অচ্যুতচ্যুৎস জনাস ইন্দ্রঃ।

২।১২।৯

অষো যদদ্রিং পুরুহুত দর্দরাবিভু্র্বৎসরমা পূর্ব্যংতে।
সনো নেতা বাজমা দর্ষি ভূরিং গোত্রা
রুজন্নঙ্গিরোভির্গৃণানঃ। ৪।১৬।৮

তেমনি কৃষ্ণ পর্ব্বত ধারণ করেন। দধি দুগ্ধ ক্ষীর মিশ্রিত সোম ইন্দ্রপ্রিয়—৯।৬৮।৮,৯।৩৯।১ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। * ইন্দ্র ক্ষীর গোদেহে প্রদান করেন,—

ত্রিধা হিতংপণিভির্গুহ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্।
ইন্দ্র একং সূর্য্য একং জজান বেনাদে কংস্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ।
৪।৫৮।৪

ইন্দ্র গোপতি,—

স ঘেহুতাসি বৃত্রহন্‌ৎসমান ইন্দ্র গোপতিঃ।
যস্তা বিশ্বানি চিচ্যুষে। ৪।৩০।২২
ইন্দ্রঃ কিল শ্রুত্যা অস্য বেদ স হি জিষ্ণুঃপথিকৃৎ সূর্য্যায়।
আন্মেনাং কৃন্বন্নচ্যুতো ভুবদ্‌গোঃ পতির্দিবঃ সনজা অপ্রতীতঃ।
১০।১১।৩

ইন্দ্র পণি-অপহৃত গো উদ্ধার করেন,—

ইন্দ্রো হয়ন্তমর্জ্জুনং বজ্র শুক্রৈরভীবৃতম্।
অপাবৃণোদ্ধরিভিরদ্রিভিঃ সুতমুদ্‌গা হরিভিরাজত। ৩।৪৪।৫
দিবো মানং নোৎসদন্‌ৎসোম পৃষ্ঠাসো অদ্রয়ঃ।
উকৃথা ব্রহ্ম চ শংস্যা। ৮।৩৬।২
ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপুর্ন মায়াভিধনদাং পর্য্যভুবন্।
যুজং বজ্রং বৃষভশ্চক্র ইন্দ্রো নির্জ্যোতিষা তমসোগা
অদুক্ষৎ। ১।৩৩।১০

তেমনি পুরাণের কৃষ্ণ ক্ষীর ননী প্রিয়, কৃষ্ণ গোপাল, কৃষ্ণ ব্রহ্মাপহৃত গো উদ্ধার করেন। ইন্দ্র বিষ্ণু সহায় হইয়া বৃত্রবধ করেন,—

দিবো ন তুভ্যমন্বিন্দ্র সত্রাসূর্যদেবেভির্ধায়ি বিশ্বম্।
অহিং যদ্বৃত্রমপো বব্রিবাংসং হন্নৃজীষিন্বিষ্ণুনা সচানঃ।
৬।২০।২

তেমনি কৃষ্ণ বলরাম সহায়ে খরধেনুকাদি বধ করেন। ইন্দ্র পাঞ্চজন্য ধারক, পোষক—

যস্যানাপ্তঃসূর্য্যস্য ব যামো ভরে ভরে বৃত্রহাশুষ্মোঅস্তি।
বৃষন্তমঃ সখিভিঃ স্বেভিরেবৈর্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র
উতী। ১।১০০।২

তেমনি কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য ধারক। ইন্দ্র গরুত্মান,—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃস সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ।
১।১৬৪।৪৬

তেমনি কৃষ্ণ গরুড় বাহন বা গরুৎমান্। ইন্দ্রমাতা অদিতি দেবমাতা। কৃষ্ণমাতা দেবকী। ঋগ্বেদের ঋষি ঘোর শিষ্য কৃষ্ণের মাতা দেবকী; ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩।১৭।৬ দ্রষ্টব্য। এই সঙ্গে উক্ত আঙ্গিরস বংশীয় ঋষিকৃষ্ণের পুত্র বিশ্বক, যিনি ঋগ্বেদের ৮।৮৬ সূক্তের দ্রষ্টা, তিনি নিজ মৃত পুত্র বিষ্ণাপুকে আনয়ন করেন,—

অবস্যতে স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় ঋজুয়তে নাসত্যা শচীভিঃ।
পশুংন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়। ১।১১৬।২৩

যুবং নরা স্তুবতে বৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়।
ঘোষায়ৈ চিৎপিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্যন্ত্যা অশ্বিনা
বদত্তং। ১।১১৭।৭

শ্রীকৃষ্ণকে পদ্মনাভ বলে ; তেমনি ঋগ্বেদে বিশ্বস্রষ্টার নাভিতে ব্রহ্মাণ্ড নিহিত,—

তমিদ্‌নর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃসমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমপিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ।
১০।৮২।৬

ইন্দ্র বিশ্বস্রষ্টা,—

অস্যেত্‌ মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ পিতুং পপিবাঞ্চার্বন্না।
মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্বিধ্যদ্বারাহং তিরো
অদ্রিমস্তা। ১।৬১।৭

বীড়ৌ সতীরভি ধীরা অতৃন্দন্‌প্রাচাহিন্বন্মনসা সপ্তবিপ্রাঃ।
বিশ্বামবিন্দন্‌পথ্যামৃতস্য প্রজানন্নিত্তা নমসা
বিবেশ। ৩।৩১।৫

বেদে ইন্দ্রকে হরি বলাহইয়াছে,—

যে বাংদংসাংস্যাশ্বিনা বিপ্রাসঃ পরিমামৃশুঃ।
এবেৎকাণ্বস্য বোধতম্‌। ৮।৯।৩

অয়ং বাং ঘর্মো অশ্বিনা স্তোমেন পরিষিচ্যতে।
অয়ং সোমো মধুমান্বাজিনীবসূ যেন বৃত্রং
চিকেতথঃ। ৮।৯।৪

দিবি ন কেতুরধি ধায়ি হর্যতো বিব্যচদ্বজ্রো হরিতো নরংহ্যা।

তুদদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ সহস্রশোকা অভবদ্ধরিম্ভরঃ। ১০।৯৬।৪

কৃষ্ণ ও হরি। বেদে ইন্দ্র গোবিন্দ,—

স ঘাতং বৃষণং রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিন্দম্।

য পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্র চিকেততি যোজান্বিন্দ্রতে হরী। ১।৮২।৪

গোত্রভিদং গোবিন্দ বজ্রবাহুং জয়ন্তমজম প্রমৃণন্তমোজসা।

ইমং সজাতা অনুবীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনুসংবভধ্বম্। ১০।১০৩।৬

পুরাণে কৃষ্ণ গোবিন্দ। ইন্দ্র নমুচিস্সূদন বৃত্রারি। কৃষ্ণ মধুসূদন কৈটভারি। ইন্দ্রকে বংশ বাণবিদ্ধ করে, পুরাণে জরা-ব্যাধ কৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করে। কৃষ্ণ বাণবিদ্ধ হইয়া দেহ রক্ষা করেন নাই; যোগাবলম্বনে দেহ দগ্ধ করতঃ তাঁহার দেহ-ত্যাগ ভাগবতে বর্ণিত আছে ১১ স্কঃ ৩১ অঃ ৬ শ্লোক। ইন্দ্রসখা আর্জ্জুনেয় কুৎস। ইনিও মহান যোদ্ধা,—

আ দস্যুঘ্না মনসা যাহ্যস্তং ভুবত্তে কুৎস সখ্যে নিকামঃ।

স্বে যোনৌ নিষদতং সরূপা বি বাং চিকিৎসদৃতচিদ্ধ নারী। ৪।১৬।১০

উশনা যৎসহস্ত্যৈ রয়াতং গৃহমিন্দ্র জূজুবানেভিরশ্বৈঃ।

বন্বানো অত্র সরথং যয়াথ কুৎসেন দেবৈরবনোর্হ শুষ্ণম্। ৫।২৯।৯

তেমনি কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন। ইন্দ্র আদিত্যগণের সপ্তম। কৃষ্ণও সপ্তম গর্ভই বলিতে হয়; কারণ বলরাম বিভিন্নস্থানে স্থিত রোহিনী গর্ভজাত দেখা যায়। অথবা ইন্দ্ররূপী সূর্য্যের মাতা অষ্টম মার্ত্তণ্ডকে ত্যাগ করেন তেমনি কৃষ্ণ স্ববংশত্যাগে নন্দ-কুলে পালিত।

সত্রা তে অনু কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতঃ।

সত্রা মহাঁ অসি শ্রুতঃ। ৪।৩০।২

উক্তমন্ত্রে প্রজাগণ ইন্দ্রের বর্ত্ম অনুবর্ত্তন করে, যেমন গীতায় 'মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ'। ইন্দ্র যজ্ঞ-পদ্ধতি করিয়া দেন,—

অহং দাং গৃণতে পূর্ব্যং বস্বহং ব্রহ্ম কৃণবং মহ্যং বর্দ্ধনম্।

অহং ভুবং যজমানস্য চোদিতা যজ্বনঃ সাক্ষি বিশ্বস্মিন্ ভরে।

১০।৪৯।১

তেমনি শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন। সর্ব্বদেব স্তুতি ইন্দ্রেরই স্তুতি।—

তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।

ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্। ১।৭।৭

তেমনি "সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি।" ইন্দ্র দুষ্টের দমনকারী, শিষ্টের পালক।—

পুষ্টির্ন রণ্বা ক্ষিতির্ন পৃথ্বী গিরির্ন ভুজ্ম ক্ষোদো ন শম্ভু।

অত্যো নাজ্মন্ৎসর্গপ্রতক্তঃ সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ ক ঈ বরাতে। ১।৬৫।৫

মহা অসি মহিষ বৃষ্ণয়েভির্ধনস্পৃহুগ্র সহমানো অন্যান্।
একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ
জনান্। ৩।৪৬।২

তেমনি কৃষ্ণ 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং' শরীর ধারণ করেন ইত্যাদি। এই প্রকারে ইন্দ্রেরই নামান্তর কৃষ্ণ বলিতে হয়। কারণ বেদ পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন। পুরাণ হইতে বেদ গ্রহণ করিয়াছেন বলার সময় এখনও হয় নাই। তবে ইন্দ্র সূর্য্য যাঁর একরূপ,—

কেতু কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ। ১।৬।৩

তদূচুষে মানুষেমা যুগানি কীর্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ।
উপপ্রয়ন্দস্যুহত্যায় বজ্রী যদ্ধ শূনুঃ শ্রবসে নাম দধে। ১।১০৩।৪
আবিরভূন্মহি মাঘোনমেষাং বিশ্বং জীবং তমসো নিরমোচি।
মহিজ্যোতিঃ পিতৃভির্দত্তমাগাদুরুঃ পন্থা দক্ষিণায়া অদর্শি।
১০।১০৭।১

ত্ববা নুত ইন্দ্র পূর্ব্যা মহান্যুত ত্ববাম নূতনা কৃতানি।
ত্ববা বজ্রং বাহ্বোরুশন্তং ত্ববা হরী সূর্য্যস্য কেতু। ২।১১।৬
যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মানবাসৃজৎসর্তবে সপ্ত সিন্ধুন্।
যো রৌহিণমস্ফুরদ্বজ্রবাহুর্দ্যামারোহন্তং স জনাস ইন্দ্রঃ। ২।১২।১২

সেই সূর্য্য দক্ষিণায়নে গমন করিলে উত্তর মেরু সন্নিহিত প্রদেশে ৬ মাস রাত্রি হইয়া থাকে। আর্য্যদেবস্থান, ইন্দ্রস্থান উত্তরে,—

"অতঃ সমুদ্রমুদ্বতশ্চিকিত্বাঁ অবপশ্যতি, যতো বিপান এজতি।" ৮।৬।২৯ এবং সেই দীর্ঘ রাত্রিতে কেবল ঔদীচ্যী প্রভা যাহাকে ইংরাজীতে—Aurora Borealis কহে, তাহার সাহায্যে কথঞ্চিৎ তিমির নাশ ঘটে। যাহাকে লক্ষ্য করতঃ শ্রুতিতে বলা হয় 'রুদ্রঃ যৎতে দক্ষিণংমুখং তেন মাং পাহি নিত্যং'; এই ঔদীচ্য প্রভা রুদ্রের উত্তর মুখ আর দক্ষিণদিগস্থ যে সূর্য্য (উত্তর মেরু প্রদেশে সূর্য্য দক্ষিণেই দৃষ্ট হয় এই জন্য সূর্য্যকে শ্রুতিতে দক্ষিণা পুত্র কহিয়াছে—ধেনুঃ প্রত্নস্য কাম্যং দুহানান্তঃ পুত্রশ্চরতি দক্ষিণায়াঃ। আদ্যোতনিং বহতি শুভ্রয়া মোষসঃ স্তোমো অশ্বিনাবজীগঃ ॥ ৩।৫৮।১) তাহাই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ। সূর্য্য দক্ষিণে থাকা কালে মহাবিষুবের দক্ষিণে থাকায় দিগ্বলয় রেখার দক্ষিণে থাকে বলিয়া দৃশ্যমান নহে। গ্লোবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উত্তর মেরুদেশ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূভাগ ও দক্ষিণে মহাসাগর পরিদৃষ্ট হয়। যেন সূর্য্য ঐ সাগর জলে নিমজ্জিত হন।—

> সনেমি চক্রমজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি।
> সূর্য্যস্য চক্ষু রজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নাপিতা ভুবনানি
> বিশ্বা। ১।১৬৪।১৪

এই পৃথ্বিছায়াতে আবৃত সূর্য্যই কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্য বলিয়া অভিহিত,—

> অভূদু ভাউ অংশবে হিরণ্যং প্রতি সূর্য্যঃ।
> ব্যখ্যজ্জিহ্বয়াসিতঃ। ১।৪৬।১০

অভিজৈত্রীরসচন্ত স্পৃধানং মহিজ্যোতিস্তমসো নিরজানন্।
তং জানতীঃ প্রত্যুদায়ন্নুষাসঃ পতির্গবামভবদেকইন্দ্রঃ।
৩।৩১।৪

জ্যোতির্বৃণীত তমসো বিজানন্নারে স্যাম দুরিতাদভীকে।
ইমাগির়ঃ সোমপাঃ সোমবৃদ্ধ জুষস্বেন্দ্র পুরুতমস্য কারোঃ।
৩।৩৯।৭

ইঁহাকেই শিপিবিষ্ট বিষ্ণু বলা হইয়াছে,—

কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎপ্রয়দ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।
মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্যদন্যরূপঃ সমিথে
বভূথ। ৭।১০০।৬

যখন সূর্য্য মহাবিষুবে উপস্থিত হন, তখন সূর্য্য রাহুমুক্ত সূর্য্যবৎ বৃত্রমুক্ত সূর্য্য বলিয়া কথিত হয়,—

পুরা যৎসূরস্তমসো অপীতেস্তমদ্রিবঃফলিগং হেতিমস্য।
শুষ্ণস্যচিৎপরিহিতং যদোজো দিবস্পরি সুগ্রথিতং
তদাদ। ১।১২১।১০

এজন্যই এই সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য উত্তর প্রদেশবাসীগণ ব্যাকুলচিত্ত হইলেন।—

সনা জ্যোতিঃসনা স্বর্বিশ্বা চসোম সৌভগা।
অথা নো বস্য সস্কৃধি। ৯।৪।২
ত্বংসূর্য্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ।
অথা নো বস্য সস্কৃধি। ৯।৪।৫
তবক্রত্বা তবোতিভির্জ্যোকপশ্যেম সূর্য্যম্।
অথা নো বস্য সস্কৃধি। ৯।৪।৬

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণাদিতেও এই মহাবিষুবস্থ সূর্য্য প্রায় চারি সপ্তাহ উষার পর তিন দিন তিন রাত্র উদিত সূর্য্য পরিদৃষ্ট হইত,—

যেভিস্তিস্রঃ পরাবতো দিবো বিশ্বানি রোচনা।
ত্রীঁরক্তূন্‌পরিদীয়থঃ। ৮।৫।৮

এজন্য উষাকে বহুরূপা ও বহুসংখ্যকা বলিয়াছেন,—

ব্যূর্ণ্বতী দিবো অন্তাঁ অবোধ্যপ স্বসারং সনুতর্যুয়োতি।
প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য চক্ষসা বিভাতি।

১।৯২।১১

সূর্য্য সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা দেখা যায়। প্রকৃত সূর্য্য বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) ও তেজোমণ্ডল (Photosphere) দ্বারা আবৃত। এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত দেবতাকেই পুরাণে 'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ' বলিয়াছেন। ঈষা উপনিষদে 'ব্যূহ রশ্মিন্ সমূহ তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তে পশ্যামি' এমন বলে। যেমন দীপশিখায় বাহিরের অংশে লাল ও তন্মধ্যে শ্বেত ও ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সূর্য্যের রোহিত বর্ণ রজোগুণাত্মক, শ্বেতবর্ণ সত্ত্বগুণাত্মক ও কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণাত্মক বলা হয়। অন্যত্র আদিত্যের রোহিতবর্ণ তাহা তেজজাত, যাহা শুক্ল তাহা আপময় ও যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা অন্ন বা ক্ষিতির গুণ। এই তমোর পরে বস্তুকল্পনায় তমাবৃত জগন্নাথবৎতম কৃষ্ণবর্ণাবৃত ইন্দ্ররূপী সূর্য্যাত্মাই শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে পুরীক্ষেত্রে

জগন্নাথ অদ্বৈততত্ত্বের চিহ্নস্বরূপ; বলরাম শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষীস্বরূপ পুরুষ শ্বেতবর্ণ। সুভদ্রা মায়া—("ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ" ১০।৭২।৫) আবরণে আবৃত হইয়া জগন্নাথ হইয়াছেন। যেমন ঋগ্বেদে ১০।১২৯ সূক্তে "তুচ্ছোনাভ্যপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিমা জায়তৈকম্।৩। এই যে তুচ্ছ্যা তমাবৃত পুরুষ ইনিই হিরণ্যগর্ভ, পুরাণের কৃষ্ণ। বেদের ইন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় কৃতযুগে বিষ্ণু শ্বেত, দ্বাপরে পীত ও কলিতে কালমাহাত্ম্যে কৃষ্ণতাংগত ॥

ঋগ্‌বেদে বর্ণাশ্রম

বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ বলেন ঋগ্‌বেদের সময় বর্ণ-বিভাগ কিংবা আশ্রম বিভাগ ছিল না। এই কথাটীর যাথার্থ্য নির্ণয়ে অনেকের অভিলাষ দৃষ্ট হয়; তজ্জন্য এতদ্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচীন দেখা যায়। আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই উভয়ই অরণ্যে বাস করতঃ তপ ও শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান করিতে হয়। তৎকালে বেদ পুরুষের তত্ত্বই আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে। এইজন্য উভয়কে আরণ্যকের অন্তর্ভূক্ত দেখা যায়। বাল্যে পঠন পাঠন জন্য গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কেহ অস্বীকার করেন না। পুত্র-পৌত্রাদিসহ

গার্হস্থ্য জীবন যাপন করার কথাও সর্ব্ববাদি-সম্মত। সুতরাং কেবল অরণ্যে বাস ও জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে কোন উক্তি আছে কিনা তাহাই দর্শনীয়। দশম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তে ভিক্ষু সম্বন্ধীয় ও ১৪৬ সূক্তে অরণ্যবাসী চতুর্থ আশ্রমের উল্লেখ আছে। ৯।৯৬।৬ মন্ত্রে আছে সোমমেধাবীগণের মধ্যে বনচারী ঋষিতুল্য। প্রথম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে আছে "সইদ্ বনে নমস্যুভির্বচস্যতে" অর্থাৎ অরণ্যে থাকিয়া যে ঋষিগণ তোমাকে স্তুতি করে। এই কথাটী মুণ্ডক উপনিষদে "তপঃশ্রদ্ধে যে হি উপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ-চর্য্যাং চরন্তঃ" বাক্যে সুপ্রকাশ। ১।৮।৬ মন্ত্রে যাঁহারা জ্ঞান-পথে স্থিত তাঁহাদের প্রসঙ্গ আছে। ১।১৮।৭ মন্ত্রে জ্ঞানবানের যজ্ঞ মানসিক বৃত্তি জ্ঞাপক। ৮।৬।১৮ যতি, ৮।১৪।২৬ সন্ন্যসে, ৯।১১৩।২ "দিশি দিশি পরিব্রাজক দিশাংপত" উল্লেখ আছে। আশ্রম সম্বন্ধে বেদের বর্ণনা এই পর্য্যন্ত। এখন বর্ণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ঋগ্‌বেদের ১।১।১, ৯।৮৬।৪৩, ৯।৯৫।৫, ৯।৯৭।৪৭, ১০।৩০।২, ১০।৯৮, ১০।১০৬, ১০।১০৭, ১০।১১৪ ইত্যাদি মন্ত্রে পুরোহিতগণের বিবরণ আছে। ১।১৫৭।২ মন্ত্রে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র শব্দ দৃষ্ট হয়। ১।১০৮।৭ মন্ত্রে "ব্রহ্মাণি রাজনি বা" আছে। ৪।৫০।৮ মন্ত্রে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের বিষয় ও ৯ মন্ত্রে রক্ষণশীল ক্ষত্র রাজা ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিষয় উক্ত আছে। ৪।৪২।১ মন্ত্রে সম্রাট ত্রসদস্যু বলিতেছেন, আমি ক্ষত্রিয় মনুষ্যগণের রাজা, ৮।২৫।৮ "ক্ষত্রিয়াধৃতব্রতা সাম্রাজ্যায়" আছে। ৫।২৭।২

মন্ত্রে রাজর্ষি ত্র্যরুণের উল্লেখ আছে। ৫।২৭।৪ মন্ত্রে ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিতেছেন বর্ণিত আছে। ৬।২৭।৮ মন্ত্রে হরিযূপীয়ায় ভরতবংশীয় রাজসূয় যজ্ঞকারী সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তীর বর্ণনা আছে। ৩।৫৩।১১ মন্ত্রে সম্রাট্ সুদাসের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আদেশ করিতেছেন, বর্ণিত দেখা যায়। ১০।৬১।২১ মন্ত্রে মনুপুত্র নাভানেদিষ্ঠ কহিতেছেন, “আমি অশ্বমেধ যাজীর পুত্র।” ঋ ৪।৩০।১৭, ৫।২৭।৪, ৩।২৩।২, ৪।১৫।৫, ৬।২৭।২২, ৬।২৩।৫, ৭।১৮।৮, ৬।২৭।৭, ৭।১৮।২২ মন্ত্রসমূহে ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশাবলী মিলিতেছে। তৎযথা, ভরতপুত্র অশ্বমেধ, তৎপুত্র দেববাত, তৎপুত্র সৃঞ্জয়, তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র কুমার সোমক রাজা, উক্ত দেববাতের অপর পুত্র পিজবন, তৎপুত্র সুদাস সম্রাট, যাঁহার পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র। উক্ত দেববাত হইতে পৃথু, তৎপুত্র চায়মান ও তৎপুত্র সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তী পাওয়া যায়। তেমনি ১০।১৩৪, ৮।৩৯।৯, ৮।২২।৯, ১০।৩৩।৪, ৮।৪০।১২, ১।১১২।১৩, ৪।৪২।১৮ ইত্যাদি মন্ত্রে যুবনাশ্ব, তৎপুত্র মান্ধাতা ও তাহা হইতে দুর্গহ, তৎপুত্র পুরুকুৎস, তৎপুত্র ত্রসদস্যু ও তৎপুত্রদ্বয় কুরুশ্রবণ ও তৃক্ষু, এই ইক্ষাকু বংশীয় রাজগণের বংশ-বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। তেমনি ৯।২০১, ৮।৫১।৮ প্রভৃতি মন্ত্রে সম্বরণ, তৎপুত্র মনু, তৎপুত্র নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তৎপুত্র যদু, অনু, তুর্ব্ব, দ্রুহ্যু, পুরু প্রভৃতির বংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বশিষ্ঠ, বামদেব, গৌতম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বৈশ্যগণের সমুদ্রযাত্রার কথা অস্মদ্দেশীয় ও প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিতগণ বহু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং এখন শূদ্র কে এবং তৎসম্বন্ধে ঋ, ১০।৯০ পুরুষসূক্তস্থ "পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত" বাক্য ব্যতীত অন্য কিছু বলিবার আছে কিনা তাহাই দ্রষ্টব্য।

এজন্য ঋগ্বেদের সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রটী কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন। "শূচ" ধাতু হইতে "শূদ্র" শব্দ নিষ্পন্ন; অর্থ শোকগ্রস্ত। যে চিরশোকগ্রস্ত সেই শূদ্র। বর্ত্তমানকালে জেলখানার কয়েদীর ন্যায় যাহাদের হীন অবস্থা তাহারা দেশ, জাতি, স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রভৃতির জন্য চিত্তে সর্ব্বদাই গ্লানিযুক্ত বা শোকগ্রস্ত থাকেন এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত আর্য্যগণের অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে অনার্য্যগণের আবাস ছিল। ঐ অনার্য্যগণ চতুর্দ্দিকে প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত নগরে প্রস্তর ও লৌহাদি বিনির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল গৃহে বাস করিত। অশ্ব গবাদি পশু ও ধন ধান্যাদির অভাব তাহাদের ছিল না। যেমন কার্থেজিয়ান সেনাপতি হানিবল অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ রোমের সন্নিহিত প্রদেশে উপস্থিত হইলে বীর রোমানগণ বাধা প্রদান করেন ও লেক ট্রেসমেনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ৬০,০০০ রোমান ধরা শয্যাশায়ী হইলে হানিবল অবাধে রোমের চতুর্দ্দিকে গতাগতি করিতে-ছিলেন, তদ্বৎ অল্প সংখ্যক আর্য্যগণ ভারতে উপনীত হইলে

অনার্য্যগণ দলে দলে আর্য্যগণসহ যুদ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। এই অনার্য্যগণের দুর্ব্বল সৈন্য থাকাও ঋগ্বেদে উল্লিখিত (ঋ ৫।৩০।৯ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। ঋ ২।১৪।৬ ইন্দ্র বর্চীর ১০০০০০ বীর বধ করেন। ৪।৩০।১৫ দ্রষ্টব্য। ঋ ১।৫০।৯ প্রজাপতি বসুর পুত্র রাজা সুশ্রবা ২০ জন নরপতি ও ৬০০৯৯ অনুচরকে ইন্দ্র সহায়ে পরাজিত করেন। ৯।৯৭।৫৩ মন্ত্রে সোম ৬০,০০০ শত্রু দমনে ধন দান করেন। ৪।১৬।১৩ মন্ত্রে পিপ্রু ও মৃগয় দস্যুদ্বয়ের অধীনে ৫০,০০০ কৃষ্ণবর্ণ দাস ইন্দ্র স্বীয় সহচর ঋজিশ্বার জন্য বধ করেন। ৪।৩০।২১ মন্ত্রে আর্য্য দভীতির জন্য ইন্দ্র ৩০,০০০ অনার্য্যকে বধ করেন। ৮।৯৬।১৩ দাস কৃষ্ণ অংশুমতী তীরে ১০,০০০ সৈন্যসহ ধরাশায়ী হয়। ৪।২৬।১, ৪।৩০।২০ মন্ত্রে ইন্দ্র দিবোদাসের জন্য শম্বরের শতপুরী দখল করেন। ৬।২০।১০ সম্রাট ত্রসদস্যুর পিতা পুরুকুৎসের জন্য অনার্য্য শরতের সপ্তপুরী দখল করেন ইত্যাদি। এই আর্য্য-অনার্য্য দেব-অসুরাদি বিভাগ অহি-নকুলের শত্রুতার ন্যায়, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজ ফরাসীর চিরশত্রুতাবৎ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহাদের দৈহিক বর্ণে বিভেদ। এক শ্বেত, অপর কৃষ্ণ—ঋ ১।১০০।৮, ৮।৫১।৯ দ্রষ্টব্য। এক বৈদিক কর্ম্মযুক্ত, অপরে কর্ম্মহীন ঋ ৬।২২।১০; এক দেব উপাসক, অপরে অদেব উপাসক ঋ ৬।৪৯।১৫, ৭।৯৩।৫; এক ব্রতযুক্ত, অপরে ব্রতহীন ৯।৪১; এক আস্তিক, অপরে নাস্তিক, রাক্ষস ৯।১০৪; এক দেব-উপাসক, অপর অসুর-উপাসক। এই দুই উপাসক

মধ্যে যে বিবাদ তাহাই দেবাসুর যুদ্ধ। তৎবিষয়ে দেখা যায় ঋ ১০।১৫১ সূক্তে যখন অসুরেরা বহু প্রবল হইয়া উঠিল তখন দেবগণ শ্রদ্ধা করিলেন যে ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে। পুনঃ ১০।১৫৭ সূক্তে যখন দেবগণ অসুরগণকে বধ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখনই দেবগণের অমরত্ব রক্ষিত হইল। এই দেবাসুর যুদ্ধে অসুরগণের জয়লাভ সম্বন্ধে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণগণকে শ্লেষ করিয়া বহু কিছু লিখিয়াছেন তাহা যে ভ্রান্ত তাহা উক্ত মন্ত্র ও পারসিকগণের জেন্দাবস্ত গ্রন্থ আলোচনায় জানা যায়। পরাজিত দুর্ব্বল জাতির পক্ষে বলিয়ানগণের "মৃত্যু হোক্" এইরূপ অভিশাপ ব্যতীত অন্য কিছু বলিবার থাকে না। তাহাই জেন্দাবস্তে অর্থাৎ জেন্দ ভাষায় লিখিত অবস্তা নামক গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ দেবোপাসকগণ উত্তর প্রদেশে মরুক ইত্যাকার বাক্য আছে। (সামবেদে* অত্রি বংশে অবস্তা নামক এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আছেন, তৎসহ এই গ্রন্থের "অবস্তা" নামের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা অনুসন্ধেয়)। জেন্দাবস্তে অহুর মজদা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর; তিনি আপন ভক্ত জনের সুখ শান্তির জন্য ক্রমে ক্রমে ষোলটী স্থান নির্ম্মাণ করেন এবং তাহা তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী শতমন্যু (ইন্দ্র) ও যজ্ঞের প্রবর্ত্তক অঙ্গিরামন্যু সমস্তই বিনষ্ট করেন। এ কারণ জেন্দাবস্তে বহু স্থলে দেবরাজ ইন্দ্রের এবং নাসত্য ও শরু প্রভৃতি দেবগণের নিন্দা পরিদৃষ্ট হয়। এই পরাজিত ও স্থানচ্যুত অহুরমজদার উপাসকগণকে পশ্চাৎ জেরোষ্ট্রিয়ান্ বলা

হইতেছে। যখন কেহ এই জেরোষ্ট্রিয়ান সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে তখন তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয় যে সে ব্যক্তি চিরকাল অসুরের উপাসনায় রত থাকিবে এবং কখনও দেবোপাসনা করিবে না এবং সদাকাল দেবতা ও তদ্ উপাসকগণের দ্বেষ করিবে। বিজয়ী দেবগণ এ হেন দেবদ্বেষীগণকে পরাস্ত করতঃ যাহাদিগকে কয়েদ করিয়া আনেন ও যে সকল ম্লেচ্ছ-গণকে ক্রয় করিয়া আনেন ও তাহাদিগের দ্বারা হীনতর চাষাদির কার্য্য করাইয়া লয়েন তাহাদের চিত্তে যে চিরকালই শোক থাকিবে তাহা ধ্রুব। ইহারাই শূদ্রবর্ণে পরিণত। যেমন ইউরোপীয়ানগণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূমি লাভ করিয়া লোকা-ভাবে আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদিগকে ক্রীতদাস করিয়া নিয়া চাষাবাদ করিয়াছিলেন, তেমন উপায় আর্য্যগণকেও অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। দাস রাখা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত ঋক্ দ্রষ্টব্য। ৬।১৮।৩ মন্ত্রে হে ইন্দ্র, কেবল তুমিই কর্ম্মানুষ্ঠানকারী আর্য্য-দিগকে পুত্র ও দাসাদি প্রদান কর। ৮।৫৬।৩ মন্ত্রে হে দেব! আমাকে একশত দাস দান কর। ৮।৬।৪৮ মন্ত্রে বৎস ঋষিকে যদুবংশীয় রাজা তিরন্দির অন্যান্য উপহার সহ দুইজন যাদব দাস প্রদান করেন; ৮।৫।৩৮ চেদীরাজ কশু কাণ্ববংশীয় ব্রহ্মাতিথি ঋষিকে দশ জন দাসরাজা সেবক স্বরূপ দিয়া-ছিলেন। ১০।৬২।১০ দাস জাতি রাজা যদু ও তুর্ব্বস সাবর্ণি-মনুর পরিচারক ছিলেন ইত্যাদি। এই জিতদাস ক্রীতদাসগণের আপন আপন ধর্ম্মে আস্থা নিবন্ধন যেমন শিখগুরু হর-

গোবিন্দজী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন "শির দিয়া শের নেহি দিয়া", এমনি তাহারাও প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ থাকায় বৈদিক দেবোপাসনা গ্রহণ করে নাই বা বেদ অধ্যয়ন করে নাই। এজন্য আর্য্য সমাজে প্রবেশাধিকার ও প্রাপ্ত হয় নাই। ঋ ১০।৪৯।৩ মন্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্র বলিতে-ছেন, আমি দস্যুকে আর্য্যনাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। যেমন ইংরেজ বিজিতজাতিকে Right of British citizen-ship দেন নাই, যেমন Right of Roman citizenship দুষ্প্রাপ্য ছিল, যেমন ইহুদি জাতি German civic right হইতে বঞ্চিত, তেমনি Right of Aryan citizenship হইতে জিত দাস, অন্নদাস, ক্রীতদাস, ও দাসবংশজ দাসগণ বঞ্চিত হইয়াছিল। পশ্চাৎ যখন ইহাদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন মনু দয়াপরবশে বলিয়াছেন "বর্ণত্বাৎ ধর্ম্মমর্হতি" অর্থাৎ এখন ইহারা বর্ণ সংজ্ঞায় পরিণত। স্বকীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের রীতি নীতি বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্ম ও আচার-হীন অবস্থায় উপনীত এবং সনাতন ধর্ম্মে আস্থা সম্পন্ন হইয়াছে অতএব ইহাদিগকে আচারপ্রভব ধর্ম্ম দিতে হয়। ইহাদের উন্নতির জন্য দেবপিতৃক্রিয়া ও অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জবাদির আচরণ, যদ্দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য পদ বাচ্য হয়, তাহা তাঁহারা প্রদান করেন; এই সকল আচার ব্যবহারে ইহারা দুই এক জন্মেই মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। গীতায় সর্ব্ববর্ণের জন্যই "অনেক জন্মসংসিদ্ধঃ ততো যাতি

পরাং গতিং” বলিয়াছেন। পশ্চাৎ ভগবান ব্যাসদেব এই শূদ্রাদির জন্য দয়া পরবশ হইয়া মহাভারত রচনা করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে আছে; “স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এব ভবেদিহ। ইতি ভারত মাখ্যানং কৃপয়া মুনিনাকৃতম্।” কলিযুগে বেদের পঠন পাঠনাদি থাকিবে না, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে ভগবান বেদের সারসত্য গীতাতে নিবদ্ধ করাইয়াছেন; উহা মহাভারতান্তর্গত; ঐ শ্রেষ্ঠ ভাগবত ধর্ম্ম হইতে তিনি শূদ্রগণকে বঞ্চিত করেন নাই। শিবোক্ত আগম বা তন্ত্রবিহিত ধর্ম্ম হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। বিশেষতঃ বর্ণ-চতুষ্টয় স্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি গুণবৈষম্যে সৃষ্টি করায় সব সমাজেই গুণ-বৈষম্যে বুদ্ধি-বৈষম্য ও বুদ্ধি-বৈষম্যে ক্রিয়া-বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্য বৈষম্য সব জাতিতেই সমভাবে রহিয়াছে দেখা যায়। Missionary, military, merchant ও manual labour সভ্যসমাজে সর্ব্বত্র আছে ও থাকিবে। আমেরিকার নিগ্রো ও জার্ম্মানির ইহুদি হইতে ভারতীয় শূদ্রের অবস্থা হীন নহে। সব মানব সমান, ইহা কথার-কথা মাত্র। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই আপন ambition পূরণার্থ ব্যবহার উহা করিয়া থাকেন। St. Petersburg স্থলে Leningrad করার উপায়ভূত। জারের স্থলে ষ্টেলিন্ এবং কাই-জারের স্থলে হিট্‌লার। কার্য্য প্রণালী একই। প্রতিপক্ষের শিরচ্ছেদ, সমালোচকের মুণ্ডপাত সর্ব্বত্র সমান। যে ফরাসী

বিপ্লবে সাম্যবাদের সৃষ্টি, তথায় ১৭৮৯অব্দে বিপ্লব হয় আর ১৭৯৯ অব্দে নেপোলিয়ান সম্রাট হন। যে ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইয়াছিল, ১৮০১ সালে তাহা পুনঃ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ সব সমান বলার ফল Reign of Terror। ইহার স্থিতি মাত্র ১০ বৎসর। রুষ দেশে ১৯১৮ অব্দে জারের মাথা কাটা যায়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ হয়, আর ১৯৩৬ অব্দে উচ্চনীচ ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। Upper House, Lower House আসিতেছে। Field Marshal, General, Major প্রভৃতি উচ্চনীচ পদক্রম স্থান পাইয়াছে। মাহিয়ানার সমানত্ব উঠিয়া গিয়া হাজার হাজারে বেশ কম ঘটিয়াছে। ধর্ম্মও স্থান পাইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মীরই ভোটাধিকার থাকিবে। অর্থাৎ বৈষম্য অনিবার্য্যত্বাৎ তাহা গৃহীত হইতেছে। অলমতিবিস্তরেণ।

ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব (১)

ঋগ্বেদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র। তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা ১৷৬১৷৭ ও ৩৷৩১৷১৫ মন্ত্রে দেখিতে পাই। ইন্দ্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রুতি পুনঃ বলেন, "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপম্ ইয়তে রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ৬৷৪৭৷১৮ ঋ ১০৷৫৫৷২ মন্ত্রে ইন্দ্রের চারিটি অসূর্য্য শরীর আছে। অর্থাৎ ১। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য, নিষ্ক্রিয়

নির্বিকার, অক্ষয়, অব্যয়, সৎচিৎআনন্দ স্বরূপ পুরুষ। ২। মায়া সমাগমে সিসৃক্ষু ঈশ্বর আমি বহু হইব, সৃজন করিব ইচ্ছা যুক্ত। ৩। মায়ার আবরণে আবৃত হিরণ্য গর্ভ, যিনি সূত্রাত্মা অর্থাৎ "সূত্রেমণিগণাইব" সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন। ৪। বিরাট বৈশ্বানর অর্থাৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে পরিদৃশ্যমান। এই যে তাঁর রূপ ইহা সমষ্টিগত। এতদ্ব্যতীত ব্যষ্টিরূপে তিনি প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বরূপে জীব ভাবাপন্ন হন। প্রাজ্ঞতা সুষুপ্তিতে। তৈজস স্বপ্নে, বিশ্ব জাগ্রতে কল্পিত। 'ইন্দ্রোমায়াভি পুরুরূপম্ ঈয়তে' বাক্যে সিসৃক্ষা জনিত ঈশ্বরত্ব প্রকটিত। ঋ ১০।৪৩।৬ মন্ত্রে "বিশং বিশং মঘবাপর্যশায়ত" বাক্যে ইন্দ্র হিরণ্যর্ভরূপে সর্ব্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট পাওয়া যাইতেছে। ইন্দ্র বিরাট ইহা ঋ ১।৩২।১৫, ৩।৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮, ৩।৩২।১১, ৩।৩৮।৪, ৮।৯৪, ১০।৫৫।৩ ইত্যাদি মন্ত্রে সুস্পষ্ট। প্রলয়ে ইন্দ্রে অন্ধকন্যা (মায়া) লয় হয়। ১০।২৭।১১, ৩।৫৪।৮, ১০।৮২।৬৭, ৮।৯।২ মন্ত্রে প্রাপ্তব্য। ইন্দ্র যে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ, জ্যোতিঃ-স্বরূপ তজ্জন্য ঋ ১০।২৭।৭, ১০।৪৪।৫, ১০।৫৫।৪, ১।৫৭।৬, ২।২৬।২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। ইন্দ্র জীবভাবে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ। তাহা ১।১৬৪।২০ মন্ত্রে "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" ও ১০।১১৪।৫ মন্ত্রে পক্ষী একই, পণ্ডিতগণ নানা কল্পনা করেন। তাহা ১।১৬৭।৪।৩০-৩৮ ইত্যাদি মন্ত্র হইতে জানা যায়। ইন্দ্র সর্ব্ব দেহে দেহী অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ; তাহা ১০।৪৩।৬, ১।৫৭।৩, ৩।৫৩।৮ ৬।৪৭।১৮ মন্ত্র হইতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণে ইন্দ্র

কার্য্যব্রহ্ম এবং স্বরূপ লক্ষণে ইন্দ্রই পরম পুরুষ, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম। ঋগ্বেদে দুই বৃহস্পতি মন্ত্রদ্রষ্টা দৃষ্ট হন। এক আঙ্গিরস বৃহস্পতি ১০।৭২ সূক্তের দ্রষ্টা। এবং অপর লোক্য বৃহস্পতি সম্ভবতঃ ইঁহারই নাম হইতে লোকায়ত মতবাদ হইয়াছে। "যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনংকুতঃ" ইত্যাদি বৃহস্পতি বাক্য লোকায়তমতমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ইনি ১০।৭১ সূক্তের দ্রষ্টা। ইঁহাতে 'অসতঃ সদজায়ত' বাক্যটী পরিদৃষ্ট হয়। এই মত আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২য় খণ্ডে মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বীয় শিষ্যকে উপদেশ প্রদানকালে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক মেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্য কথনান্তর "তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি"। সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বিতীয় সর্ব্বত্র একরস সৎমাত্র ছিলেন। কেহ যে বলেন অসৎ মাত্র ছিলেন ইহা কি প্রকারে সম্ভবে। অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে না; 'তমঃ প্রকাশা বিরোধী' সৎ-বা সৎবিহীন যে অবস্থা তাহাকে অসৎ বলে সুতরাং সৎ বিরোধী বা সতের অভাব হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না; একারণ গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন "নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে আছে—"অসন্নেব

সদ্ ভবতি। অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।" কিন্তু উক্ত বল্লীর ৭ম অনুবাকে দেখা যায় "অসদ্বাইদমগ্র আসীৎ। ততোবৈসদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"। এস্থলে সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয় ক্রমে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থা হইতে সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভাবস্থা, তাহা হইতে ব্যক্তভাব বা বিরাট বৈশ্বানর ভাব গ্রহণ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৯ খণ্ডে "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ তস্যোপব্যাখ্যানম্ অসদেবেদমগ্রআসীৎ, তৎসদাসীৎতৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত।" অসৎ অর্থ শূন্য, এইটী শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন অসৎ হইতে সতোৎপত্তি। ব্রহ্ম বা সৎ উপাধি বিহীন। উপাধি বহিরাগত হয়। "সর্ব্বত্রৈকরস ব্রহ্মে নিরুপাধিক সংজ্ঞা হয়। তাহা তমঃ বা মায়া বা অসৎ বা অব্যক্তা বা অব্যাকৃতা বা প্রকৃতি বা স্বভাব বা প্রধানা বা তুচ্ছা বা তুলা বা" অবিদ্যার পরে। "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃতমসঃ পরমুচ্যতে।" এইটী ভগবান্ গীতায় ৮।২০ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন "পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।" তথাচ ৮।১৮ "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।" "ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্। অণ্ডাস্যাণ্ডস্থিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপাচ মেদিনী॥" এই শ্লোকেও এই অব্যক্ত বা অসৎ অবস্থা বর্ণিত। পূর্ব্বোক্ত লোক্য বৃহস্পতি ১০।৭২ সূক্তে যে সৃষ্টি তত্ত্ব বলিয়াছেন তাহার বোধ সৌকর্য্যার্থ এই আলোচনা করা হইল। উক্ত লোক্য বৃহস্পতি দৃষ্ট মন্ত্রে—ব্রহ্মণস্পতিকে

কর্ম্মকারের ন্যায় নির্ম্মাণতৎপর বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের অন্যত্র এই ব্রহ্মণস্পতিকে গণদেবগণের গণপতি ২।২৩।১ ও দেবগণের পিতা বলিয়াছেন ২।২৬।৩। এবং আঙ্গিরস বৃহস্পতিকেই ব্রহ্মণস্পতি বলিয়াছেন। ২।২৩। এবং ২।২৩।১৭ মন্ত্রে ত্বষ্টা দেব-শিল্পি ব্রহ্মণস্পতিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন মিলিতেছে। ঋষি লোক্যবৃহস্পতি যে সৃষ্টি ও তৎপ্রাগ্‌ভাব বলিয়াছেন তাহা এই,—

দেবানাং নু বয়ং জানা প্রবোচাম বিপন্যয়া।
উক্‌থেষু নাস্য মানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরেযুগে। ।১।

অর্থ—আমরা দেবগণের জন্ম-স্পষ্টভাবে নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি। উত্তরকালে উক্‌থ (মন্ত্র) উচ্চারণকালে যাহা দেখিতে পাইবে ।১।

ব্রহ্মণস্পতি রেতা সংকর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্বে, যুগেঽসতঃ সদজায়ত। ।২।

অর্থ—দেবোৎপত্তির পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি শব্দাগ্নিসংযোগে নির্মাণতৎপর কর্ম্মকারের ন্যায় সৃষ্টি তৎপর হইলে অসত হইতে সৎ জন্মিয়াছিলেন। ২।

পূর্ব্বোদ্ধৃত—"অব্যক্তোঽ ব্যক্তাৎ সনাতনঃ"

বাক্যস্থিত সনাতন অব্যক্ত হইতে তটস্থ লক্ষণ লক্ষিত সৎ যিনি জগৎ কারণ—ঈশ্বরাখ্য তাঁর উৎপত্তি ঘটিল। এই জন্যই গীতাতে ভগবান্ ১৩শ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে "নসত্তন্নাসদুচ্যতে" ; ১১।৩৭ শ্লোকে "ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরংযৎ

বলিয়াছেন। কেন উপনিষদে যাহা "অন্যাদেবতদ্‌বিদি তাদথো অবিদিতাদধি—"বাক্যে প্রকাশিত। যেমন ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণ মুদচ্যতে বাক্যে পরিদৃষ্ট হয়।

দেবানাংযুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।

তদাশা অন্বজায়ন্তুতদুত্তানপদস্পরি ॥৩।

অর্থ—দেবগণের যুগপ্রথমভাগে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হন। তৎপর আশা উৎপন্ন হয়; ইহা উত্তানপদের পরে ঘটে।৩।

এখানে অসৎ মায়ার আবরণাবৃত হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি বলা হইল। এবং উত্তানপদের পর আশার উৎপত্তি। উৎ+তান+পদ—উৎউর্দ্ধ তান বিস্তৃত পদ,—তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং। মধ্যাকাশস্থিত সূর্য্যকে বিষ্ণুপদ বলে। সমারোহনে বিষ্ণুপদে ইতি ঔর্ণনাভঃ। অর্থাৎ সূর্য্যরূপবিরাট বৈশ্বানর উৎপত্তির পর আশা অর্থাৎ দিগ্‌ কাল বা সৃষ্টি হয়। আশা অশ্নুতে ইতি আশা অন্ন বা গ্রসিষ্ণু কাল অথবা ভোগ বাসনা, ক্ষুৎপিপাসা এমত কেহ কেহ বলেন। যেমনটী ঐতরেয় উপনিষদে দেখা যায়, "তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্‌ মহত্যর্ণবে প্রাপতং স্তমশনা-পিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ।"

ভূর্জজ্ঞউত্তানপদো ভূব আশা অজায়ন্ত।

অদিতের্দক্ষোঅজায়ত দক্ষাদদিতিঃপরি ॥৪।

অর্থ—সূর্য্য হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ উৎপত্তি ঘটিল এবং অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, পরে দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হইলেন।

যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—"অসদেবেদ মগ্র

আসীত্তৎসদাসীত্তৎসমভবত্ত দাণ্ডং নিরবর্ত্তত। তৎসংবৎসরস্য মাত্রা মশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডে কপালে রজতং চ সুবর্ণং চা ভবতাম্।১। তদ্ যদ্রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং 'সাদ্যৌঃ। অথযত্তদজায়ত সোঽসা বাদিত্যঃ।"

অর্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল, অব্যক্তাবস্থা ছিল, তিনি সৎ হইলেন, মুক্ত হইলেন, অণ্ডাকার হইলেন ; সংবৎসরকাল পশ্চাৎ ঐ অণ্ডভাগ হইল, অণ্ডের কপালদ্বয় সোনা রূপার ন্যায় উজ্জ্বল। ইহার রৌপ্যভাগে পৃথিবী ও সুবর্ণাংশে দ্যৌঃ উৎপন্ন হইল। মধ্যে সূর্য্যস্থিত হইলেন। ইহাই ঋগ্বেদে ১০।৫৪।৬ মন্ত্রে ইন্দ্রের পিতা মাতা সহ জন্ম বলিয়া উল্লিখিত। কারণ বেদে দ্যাবা পৃথিবী পিতামাতা। বেদে অদিতি দেবমাতা, অদিতি রোদসী অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী ১।১৮৫।৩ ; এঁকারণ দক্ষ প্রজাপতি অদিতি হইতে জন্মিলেন, শ্রুতি বলিয়াছেন। পুনঃ দক্ষ প্রজাপতি হইতে কন্যারূপে শতরূপা উৎপন্ন হয়েন। মনু ও শতরূপা হইতে সমগ্র প্রাণীজাত সৃষ্ট হয়। ইহা পরবর্ত্তী পঞ্চম মন্ত্রে পরিস্ফুট।

অদিতি হ্যজনিষ্ট যাদুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ॥ ৫।

অর্থ—হে দক্ষ তোমার অদিতী নাম্নী কন্যা হইতে দেবগণ উৎপন্ন হন ; সেই ভদ্রা দেবগণের বান্ধব অর্থাৎ বন্ধনের হেতু॥৫। অদিতি অর্থ অখণ্ড অব্যক্ত ; দিতি খণ্ড, ব্যক্ত। ঋগ্বেদে ১।৮৯।১০ মন্ত্রে "অদিতি দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতি র্মাতা স পিতা সপুত্রঃ। বিশ্বদেবাঅদিতিঃ পঞ্চজন্য অদিতি র্জাত মদিতির্জনিত্বম।"

এখানে অদিতি অখণ্ডৈকরস, পরমাত্মা হইতেছেন। কেহবা ইহাতে অদিতি অব্যক্তা প্রকৃতি ; সাংখ্যমতে সৃষ্টিস্থিতি বিনাশ কর্ত্রী বলিতে চাহেন।

১ আপ্ত্যাত্রিত বংশীয় ভুবনপুত্র বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি বিষয়ে ঋ ১০।৮১ ও ৮২ সূক্তের দ্রষ্টা যে কহিয়াছেন তাহা এই—

য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষি র্হোতা
ন্যসীদৎ পিতানঃ। স আশিষা দ্রবিণ
মিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরা আবিবেশ। ১।

অর্থ—যিনি প্রলয় কালে বিশ্বভুবন আপনাতে আহুতি দেন সেই ঋষি হোতা আমাদিগের পিতা পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি উক্ত ধ্বংস যজ্ঞের ফল স্বরূপ আশিষা প্রণোদিত হইয়া সিসৃক্ষারূপ দ্রবিণ (সৃষ্টিরূপ ধন) ইচ্ছা করেন। এবং আপনাকে মায়ার আবরণে আবৃত করতঃ পশ্চাৎ অবর আর্থাৎ হীন যে দেহ তাহা সৃজনান্তর তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন।১। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া সেই পরম পুরুষ একাই থাকেন ; পশ্চাৎ মায়া উপহিতে সিসৃক্ষু হইয়া ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন। এবং মায়াচ্ছাদিত হইয়া সর্ব্বান্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্ম হইয়া থাকেন। যেমন উড়িষ্যা পুরীতে যে ত্রিমূর্ত্তি আছে, তাহার শুভ্রবর্ণ বলরাম, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষভাব। সুভদ্রা [ঋ ১০।৭১।৫ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভদ্রশব্দ প্রয়োগ দেখান হইয়াছে] মায়া এবং জগন্নাথ কৃষ্ণবর্ণ মায়ার আবরণ আবৃত হইয়া হিরণ্যগর্ভ হইয়া-

ছেন। তদ্বৎ। ঋ ১ ১৬৪।১ মন্ত্রেও হোতাশব্দ দ্বারা সংহর্ত্তাকে প্রলয় যজ্ঞের হোতা বলা হইয়াছে। গীতাতে ভগবান্ আপ-নাকে ১৩।১৬ শ্লোকে গ্রসিষ্ণু বলিয়াছেন। এই ১।১৬৪।১ মন্ত্রে সংক্ষেপে এক অদ্বয় ভাববর্ণিত; যেমন শ্বেতাশ্বতরে "একোহিরুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।" পশ্চাৎ কর্ম্মফলভোক্তা জীব সমষ্টিতে সূত্রাত্মারূপে ও তৃতীয়তঃ উদকাদি পাঞ্চভৌতিক দেহরূপে (বিরাটরূপে) বিদ্যমান ও চতুর্থ সর্ব্বপতি বিশ্পতিকে দেখিতেছি। 'কিংস্বিদাসী দধিষ্ঠান মারম্ভনং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ। যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যা নৌর্নে নিমহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ১।২।'

অর্থ—সৃষ্টি আরম্ভন কালে তাঁর অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থল) ছিল কি? কার্য্যারম্ভন কালে কি উপাদানাদি ছিল? কিরূপে সৃষ্টি হইল? যাহা হইতে তিনি দিব্ ও ভূমি উৎপন্ন করেন তাহা কি? এই বিশ্বচক্ষ পুরুষ স্বমহিমায় স্থিত আছেন ত? ।২। অর্থাৎ তাঁর কোন অধিষ্ঠান ছিল না। তিনি সর্ব্বাধার, তাঁর অধিষ্ঠান গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ঋষি বলিয়া ছিলেন অতি প্রশ্ন করিলে শির পতিত হইয়া থাকে। বৃ. আ. ৩।৬ দ্রু। কুমার যেমন দণ্ড, চক্র, মৃৎ উপাদান সংগ্রহে ঘটসৃষ্টি করে তেমন কোন উপাদান ছিল কি না? অর্থাৎ ছিল না। পরমাণু বা প্রকৃতি দ্বারা ন্যায় ও সাংখ্যকার সৃষ্টির উপাদান করিয়া লইয়াছেন। ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র মাকড়সাও নিজদেহ হইতে উপাদান দিয়া সৃষ্টি করিতে পারে সে সামর্থ্য তাঁর নাই ইহা বলা ঠিক নহে।

কিন্তু দেহ হইতে কিছু বাহির করিতে গেলেই দেহের বিকার ক্ষয়াদি স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তাই বিনা উপাদানেই কি সৃষ্টি,এই প্রশ্ন। যদি নিজাংশ বিকৃত করতঃ সৃষ্টি করেন,স্বমহিমার হানি অনিবার্য্য, তাই পারিশেষ্যাৎ বলিতে হইবে সৃষ্টি ইন্দ্র-জালিকের খেলার ন্যায় মায়িক। তিনি নিত্য বিকারহীন।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ।৩।

অর্থ—তাঁহার চক্ষু বিশ্বব্যাপী, মুখ বিশ্বব্যাপী, বাহু বিশ্বব্যাপী, পদ বিশ্বব্যাপী, ইনি বাহু দ্বারা কর্ম্ম করেন,—পক্ষ দ্বারা কর্ম্ম করেন, দ্যৌ ও ভূমি তিনি এককই সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ--যেমন ঋ ৩।৩৭।৯ "মন্ত্রে ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে॥' হে ইন্দ্র, পঞ্চজন মধ্যে অর্থাৎ দেবজ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জাদি মধ্যে যে সকল ইন্দ্রিয় তাহা তোমারই ইন্দ্রিয়,কারণ সর্ব্ব ঘটে থাকিয়া তিনিই হৃষীকেষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিপতি। শ্বেতাশ্বেতরে আছে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং। সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥"

কিংস্বিদ্বনং কউ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবীনিষ্ট তক্ষুঃ।

মনীষিনো মনসা পৃচ্ছতে দুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্।৪।

অর্থ—কোন বনের কোন্ সেই বৃক্ষ যাহা কাটিয়া ছাটিয়া জুড়িয়া তিনি এই দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন? হে

বিদ্বান্‌গণ, আপনারা মনে মনে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করুন দেখি তিনি কোন্ পদার্থ আশ্রয় করত সমস্ত বিশ্ব ধারণ করেন? অর্থাৎ পুরুষই বন, পুরুষই বৃক্ষ, যাহা হইতে সৃষ্টি রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মই আপনি আপন আশ্রয়, তাঁর কোন অবলম্বন নাই।

উক্ত বিশ্বকর্ম্মা ঋষি-দৃষ্ট ১০৮২ সূক্তে—

যোনঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যোদেবানাং নাম ধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনাযন্ত্যন্যা।৩।

অর্থ—যিনি আমাদের পিতা, জনক, বিধাতা যিনি বিশ্ব ভুবনে সব ধাম জানেন, যিনি সর্ব্ব দেবগণের নাম একা অখণ্ড স্বরূপে ধারণ করেন, যাঁহাতে সমস্ত ভুবন লয় হয়, কেহ তাঁর অস্তিতা বিষয়ে সংশয়াত্মক প্রশ্ন করিয়া থাকেন।

তমিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্যনাভা বধ্যে কমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ।৬।

অর্থ—ইহাকে আপ (কারণ সলিল) প্রথম গর্ভে ধারণ করেন (হিরণ্য গর্ভ অণ্ডরূপে), যাঁহাতে সর্ব্ব দেবগণ একীভূত হইয়া থাকেন, সেই অজ (জন্মহীন) পুরুষের নাভিতে ব্রহ্মাণ্ড এক রসরূপে অর্পিত বটে।৬। পুরাণে কারণ সলিলশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি।

ন তং বিদথে য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাক মন্তরং বভুব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাচাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি ॥৭।

অর্থ—যিনি সকলের অন্তরস্থিত, তিনি সকলের উৎপাদক তাঁহাকেও জানেন। যেমন কুয়াসা আবৃত হইয়া লোকে

দিগ্‌ভ্রান্ত হয় তদ্বৎ অজ্ঞানাবৃত হইয়া নানা জল্পনা কল্পনা করে। ইহাঁদের তৃপ্তি নিমিত্ত স্তুতিরূপ ভোজন।৭।

ঋ ১০।১৯০ সূক্তে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র ঋষি মধুচ্ছন্দার পুত্র অঘমর্ষন ঋষি দ্রষ্টা; এই মন্ত্র সর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্য জায়ত।
ততো রাত্র্য জায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।১।
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহো রাত্রানি বিদধদ্বিশ্বস্যমিষতোবশী।২।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতাযথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবী চান্তরিক্ষ মথোস্বঃ॥৩।

অর্থ—ঋত শব্দ সত্য, সর্ব্বগত, যজ্ঞ, জল, ঘৃত, কর্ম্মফলকে বুঝায়—এখানে মহাপ্রলয়াবস্থা অপগতে নূতন সৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে, সুতরাং ঋত শব্দ সর্ব্বগত পুরুষ বা জ্ঞানগম্য পুরুষকেই লক্ষ্য করে। কেহ কেহ ঋত অর্থ সত্য বলিয়া 'সত্যস্যসত্যং' বলেন। তাহার অর্থও সর্ব্বগত পুরুষ। পুরুষ শব্দার্থও সর্ব্বগত, 'পূর্ণং অনেন সর্ব্বং।' যিনি ঋত (সর্ব্বগত) ও সত্য (নিত্য, বিকারহীন) তিনি প্রদীপ্ত হইলেন। যেমন মুণ্ডকে আছে "তপসাচীয়তে ব্রহ্ম।" তেমনি যেন তিনি অধিক হইলেন। তৎপর রাত্রি (তমঃ, মায়া) উৎপন্নার ন্যায় প্রতীয়-মান হইলেন। তৎপর সমুদ্রবৎ জলরাশি (কারণ সলিল) দেখা গেল। তৎপর কাল যাহাকে সংবৎসরাখ্য প্রজাপতি

বলে, তিনি উৎপন্ন হইলেন। আপন বিক্রম দ্বারা মায়া স্ববশ করতঃ তিনি অহোরাত্র সৃষ্টি করিলেন। সেই বিধাতা সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সৃষ্টি করিলেন। ১০।৯০ সূক্তে সৃষ্টি বর্ণিত আছে—ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহাভবৎপুনঃ। ততো বিষ্বঙ্‌ব্যক্রামৎ সাশনাশনে-অভি।৪। তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমি মথো পুরঃ॥ ৫

অর্থ—সেই চতুষ্পাদ পুরুষের ত্রিপাদ উৰ্দ্ধ লোকস্থিত একপাদ দ্বারা জীব ইহলোকে পুনর্জন্মাদি লাভ করেন। তদনন্তর জীব ভোক্তা ও অভোক্তা, চেতন অচেতনরূপ বিচিত্র ভাব প্রাপ্ত হন ।৪। এই জীবজগৎ লইয়া সেই বিরাট পুরুষ, যাঁহার দেহাশ্রয়ে সব বাস করে, তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সর্ব্বপরিচ্ছিন্ন ভাবকে অতিক্রম করিয়া অপরিচ্ছিন্ন ভাবে সর্ব্বব্যাপী হয়েন। তিনিই ক্ষেত্র, উপাদান ভূম্যাদি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বাস-উপযোগী দেহ বা পুর সকল উৎপন্ন করেন। ঋ ১০।১২৯ সূক্তে আছে সাতটী মন্ত্র মাত্র, যার প্রথম দুই মন্ত্রে মহাপ্রলয় ঘটিলে পর যে এক অদ্বিতীয় পুরুষ থাকেন তাঁর অস্তিতা মাত্র জ্ঞাপক যে স্বরূপ তাহা বর্ণিত। তৃতীয় মন্ত্রে সৃষ্টির আরম্ভন বর্ণিত—

"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদম্।
তুচ্ছেনাভ্যপিহিতং যদাসীৎ তপসা তন্মহিনা জায়তৈকং॥

অর্থ—তমঃ ছিল, তমদ্বারা গূঢ় অলক্ষণাবস্থাতে সে কারণ-

সলিলে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ লীন ছিল, তুচ্ছ্যা মায়া বা তমঃ দ্বারা সব আবৃত হইলে তাঁর তপস্যার মহিমায় একের উৎপত্তি হইল ; চতুর্থ মন্ত্রে শ্রুতি দয়া করিয়া বলিতেছেন "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতোবন্ধুরসতি"।

অর্থ—সৃজন কামনা বা সিসৃক্ষুভাব প্রথম জাগে, মায়া-প্রভাবে পশ্চাৎ মানসরেত অর্থাৎ সূক্ষ্ম সৃষ্টি যখন হইল তখনই অসতের দ্বারা সতের বন্ধন হইল। অর্থাৎ সৃষ্টিই বন্ধন, অসৎ জনিত। সৎ যে পরমাত্মা, তার বন্ধন এই সংসার রূপ বৃক্ষে আবদ্ধ ভাব। ইহা হইতে মুক্তিই মুক্তি।

পঞ্চম মন্ত্রে—

তিরশ্চিনোবিততো রশ্মিরেষা মধস্বিদা সীদুপরিস্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্‌ৎ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ
পরস্তাৎ ॥

অর্থ—ইহাঁর রশ্মি উর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বদিকে প্রসৃত হইয়া রেত-উৎপন্ন প্রাণীসমূহ ও জড় প্রকৃতি রূপ মহিমা সকল উৎপন্ন হইল। প্রযতি উপরে দৃশ্যমান অবস্থায় ও স্বধা নিম্নে অদৃশ্যমান রহিলেন। অর্থাৎ পুরুষ অদৃশ্য ও প্রকৃতি দৃশ্য-মান রহিলেন। এই মন্ত্রই সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ বিবেকের মূলসূত্র ; তন্ত্রে কালী তারাদি প্রতীকের বীজস্থান।

৬।৭ মন্ত্রে এই যে সৃষ্টি বর্ণিত হইল তৎসম্বন্ধে এই শঙ্কা উপস্থিত—

কো অদ্ধাবেদকইহপ্রবোচৎ কুত অজাত কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ।৬।
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥

অর্থ—কে এই সব জানে কেই তা বলিবে? কোথা হইতে এই সৃষ্টি জাত হইয়াছে? এই সৃষ্টি কি? কারণ দেবগণও সৃষ্টির পরে জাত; তাঁরাই বা বলিবেন কি প্রকারে এই সৃষ্টি কাঁহা হইতে উৎপন্ন?। ৬।

এই সৃষ্টি কাঁহা হইতে হইয়াছে? কেহ কি ইহাকে ধারণ করেন অথবা কেহ কি ইহার ধারয়িতা নাই? হে বৎস, যিনি অধ্যক্ষ, পরম ব্যোমে বাস করেন, তিনিই জানেন অথবা তিনিও না জানিতে পারেন ।৭।

শ্রুতি স্বয়ং সৃষ্টি বলিলেন। তমঃ বা অসৎ সমাগমে সৃষ্টি, উহা সতের বন্ধনহেতু। সকলে আপনাপন ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বারা দেখিতেছেন; দৃষ্টিই সৃষ্টি, আর কিছু তো দেখা যায় না। তবে ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রদ্বয়ে সৃষ্টি বিষয়ে শঙ্কা কেন? না এই যে সৎ ও অসৎ, তমঃ ও প্রকাশ ইহাদের সত্তা বিষয়ে বিচার-বুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধিতে শঙ্কা উপস্থিত করিয়াছে। গাঢ় নিদ্রাকালে বা ধ্যান পরিপক্কে জগৎ ভাসে না। স্বপ্ন মিথ্যা ইহা সবাই বলে, এক জাগ্রতে ইন্দ্রিয় পরবশে সৃষ্টি ভাসে। অধিকের মত গ্রহণ করিলে তাহা জাগ্রতকালে দৃষ্ট সৃষ্টির বিরোধী। যে চক্ষুরাদি

ইন্দ্রিয় দ্বারা জগৎ উদ্ভাসিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়গণও বিশ্বাস-যোগ্য কিনা সন্দেহ হয়। চক্ষু অতি নিকটে, বা অতিদূরে দেখে না। অতি উজ্জ্বল সূর্য্য দেখে না, অতি আঁধারে দেখে না। অর্থাৎ কখনো কখনো সুবিধা মতে দেখে। এমন সুবিধাবাদীর প্রতি কেহ বিশ্বাস ভাজন হইতে পারেন না। তাই প্রশ্ন, সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? কেমনে হইল? কে করিল? সৃষ্টি করিতে অথবা যে কোন কর্ম্ম করিতে এই পাঁচটীর সহায়তার প্রয়োজন,—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথক্ বিধম্। বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমং"॥ গীতা ১৮।১৪। এখানে প্রশ্ন, অধিষ্ঠান কি ছিল? কোন স্থান আশ্রয় করতঃ কর্ম্ম আরম্ভন হয়? সেই স্থান কোথায়? এক অদ্বিতীয় সর্ববব্যাপী পুরুষ আপনি কোন স্থানে বসিয়া সৃষ্টি করেন? কোনও স্থান অবশেষ নাই। কর্ত্তা কে? যঃ করোতি সঃ কর্ত্তা। পরমাত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, শ্রুতি ইহা তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন; সুতরাং তিনি কর্ত্তা নহেন, গীতাতেও পুনঃ পুনঃ ভগবান বলিয়াছেন। ৪।১৩; ১৩।২৯ ইত্যাদি। করণ চাই। সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত অখণ্ডৈক-রস পুরুষের করণ কোথায়? বিনা করণে কর্ম্ম হয় কি করিয়া? কুমার দণ্ড, চক্র, মৃৎ প্রভৃতির সাহায্যে ঘট নির্ম্মাণ করে। কোন্ উপাদানে সৃষ্টি রচিত? এক পুরুষ ব্যতীত পরমাণু বা প্রকৃতি না থাকিলে উপাদান কোথা হইতে আসিল? যদি বল

মাকড়সার ন্যায় আপনার দেহ হইতেই পরমাত্মা উপাদান দিলেন তাহাতে দুইটি দোষ আসে। এক অকায় ব্রহ্মের কায় বা দেহ-কল্পনা। দ্বিতীয়তঃ দেহ হইতে কোনও অংশ বাহির হইলে তাহার ব্যয়, ক্ষয় স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম অব্যয়, অক্ষয়, শ্রুতি ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। ইহাতে দেহের বিকারও মানিতে হয়। তিনি অবিকার্য্য এজন্য দেহ হইতে উপাদান সংগ্রহ সম্ভবপর হয় না। চেষ্টা ক্রিয়া মাত্র সুতরাং নিষ্ক্রিয়ে ক্রিয়া কল্পনা শ্রুতি করিতে পারিতেছেন না। দৈব নিয়ন্তা হইলে পরমাত্মা স্বতন্ত্র থাকেন না; বশী হন না, বশীভূত হইয়া পড়েন। তাই শ্রুতি শঙ্কা উঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি পরমাণু বা প্রকৃতি কল্পনা কর তবে অসঙ্গ পুরুষ অদ্বিতীয় পুরুষ থাকেন না। তাই গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। যেমন ঋ ১০।৮২।৭ শ্রুতিমন্ত্রে দেখিতে পাই "নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাচ"। সৃষ্টি অজ্ঞান-কুয়াসাবৃত বুদ্ধির জল্পনা মাত্র।

ঋ ৩।৫৪।৮ মন্ত্রে আছে—

বিশ্বেদেতে জনিমা সংবিবিক্তো মহো দেবান্ বিভ্রতীন ব্যথেতে।
এতদ্ধ্রুবং পত্যতে বিশ্বমেকং চরৎ পতত্রি বিষণং বিজাতম্॥

অর্থ—এই দ্যাবা—পৃথিবী ও বিশ্ব জগতের পদার্থ সকল যে তম-আবরণ জন্য বিভিন্ন রূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সেই পুরুষ অক্লেশে ধারণ করেন, তাহাতে চঞ্চল ও অচঞ্চল সকল

বিশ্বই সেই একেতেই গমন করে। চঞ্চল ভূস্থিত প্রাণী, অন্তরিক্ষে বিচরণশীল পতত্রি, সব বিচিত্রতাময় তমের বিক্ষেপ ও আবরণ, জন্য বস্তুতঃ বিজাত অর্থাৎ জন্মে নাই। ঋ ১০।৮৯।২ মন্ত্রের "অতিষ্ঠন্তমপশ্যংহনসর্গং কৃষ্ণা তমাংসিতিষ্যা জঘান।"

অর্থ—কৃষ্ণ বর্ণ তমাবৃত সর্গবৎ প্রতীয়মান দৃশ্য প্রপঞ্চকে জ্ঞানস্বরূপ ইন্দ্র শীঘ্র গমনে তাঁহার অতীব উজ্জ্বল তেজোরাশি ধারা হনন করেন।" সৃষ্টি বিষয়ে অধ্যক্ষ পুরুষেরও জ্ঞান না থাকা কথাটী বড়ই চমৎকার; সর্ব্বব্যাপী পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ; ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আর তাঁহার অজ্ঞাতে বিশাল সৃষ্টি হইল, তিনি তাহা জানিতেছেন না। এইটী বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে ৩০ মন্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে—

যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্বৈতন্ন বিজানাতি
ন হি বিজ্ঞাতু র্বিজ্ঞাতের্বি পরিলোপোবিদ্যতে হবিনাশিত্বাৎ
ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তিততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ।

অর্থ—তিনিও জানেন না। জানিয়াও জানেন না। তবে কি বিজ্ঞাতার জানার শক্তি লোপ হইয়াছে? না, অবিনাশীর জ্ঞানশক্তি লোপ হইতে পারে না; তবে না জানার কারণ কি? তাঁহা হইতে বিভক্ত কিছু দ্বিতীয় না থাকায় জানেন না অথাৎ সৃষ্টি হইলে ত জানিবে। সৃষ্টি ঘটে নাই।

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে জগৎ কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অসঙ্গ জন্য প্রকৃতি বা নিত্য পরমাণু সহকারী হইতে পারিতেছেন না। অর্থাৎ নিজের বাহির হইতে উপাদান

নিতেছেন না। নিজের ভিতর হইতে উপাদান দিতেছেন না। কার্য্য নিজে করিতেছেন না, কাহারও দ্বারা করাইতেছেন না; তথাপি যদি সৃষ্টি থাকে পারিশেষ্যাৎ মরিচীকায় জল, রজ্জুতে সর্প ভ্রমবৎ প্রতীয়মান হয় ; বস্তুতঃ জন্মে না এই বলিতে হইবে অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পবৎ ব্রহ্মে জগৎভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। যেমন রজ্জুসর্প কিয়ৎ কাল প্রতিভাত হয়, জ্ঞানের উদয়ে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তেমনি অজ্ঞান বশে জগৎ ভাসে ; জ্ঞানসূর্য্য উদয়ে কুয়াসার ন্যায় উহা বিলীন হইয়া যায়। রজ্জুসর্প যেমন আদাবন্তে নাস্তি তদ্বৎ এই বিশ্ব "আদাবন্তে যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপিতত্তথা"। যেন বায়স্কোপের খেলা। যাঁহাদের ধারণা ঋগ্বেদ অসভ্যাবস্থার দেবস্তুতিতে পূর্ণ, তাঁহারা যে মহাভ্রান্ত তাহা এই সকল ঋগ্বেদীয় সৃষ্টি-তত্ত্ব হইতে জানা যাইতেছে। এই সৃষ্টি-তত্ত্বে তমঃ, অসৎ বা মায়া কি? তদুত্তরে শ্রুতি ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে "তুচ্ছ্যা" শব্দ প্রয়োগে বলিতেছেন যে কিঞ্চিৎ সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিলেই অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া থাকে ; তাহার বিষয়ে কবে এল, কিরূপে এল, কোথা হতে এল ইত্যাদি প্রশ্ন করতঃ সময় নষ্ট না করিয়া জ্ঞানার্জ্জনরূপ মার্জ্জনী দ্বারা কাকবিষ্ঠা বিদূরিত করার ন্যায় অজ্ঞান দূর করাই সমীচিন ; একারণ উহা নির্ব্বাচনের যোগ্যা নহে অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়া। কেহ কেহ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে আপন মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা ঋগ্বেদের এই সকল সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে গৃহীত। অলমতিবিস্তরেন।

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব (২)

সৃষ্টি কাহাকে বলে ? যাহা দৃষ্ট হয় তাহাই সৃষ্টি। দৃষ্টিরেব সৃষ্টিঃ, দৃষ্টি বলিলেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভাবের উদয় করে। দ্রষ্টা যাহা দেখেন তাহাই দৃশ্য বা সৃষ্টি। আমি দ্রষ্টা দেখিতেছি। যাহা দেখি বা দৃশ্য তাহা দ্রষ্টা হইতে ভিন্ন। দ্রষ্টার দেহও দৃশ্য বটে, তাহাও দ্রষ্টা হইতে ভিন্নই হইবে। দ্রষ্টার নখ দৃশ্য বটে দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টার চুল দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টার চক্ষু দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টার দাঁত দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টার মন দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টার বুদ্ধি দ্রষ্টা নহে, সবই দৃশ্য। যাহা দৃশ্য তাহা নশ্বর। গাঢ় নিদ্রার সময় মন, বুদ্ধি থাকে না। যাহা আমি নামধেয় দ্রষ্টার দৃশ্য তাহা আমার পদবাচ্য হইলেও আমি নহে। আমি নামক দ্রষ্টা তিনকালেই থাকেন সুতরাং অবিনাশী। যদি ঈশ্বর দ্রষ্টা হন তবে তাঁর দৃষ্ট দৃশ্যও থাকিবে। ঈশ্বরের দৃশ্য ঈশ্বর নহে, তাহা হইতে বিলক্ষণ হইবে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইলেই দৃশ্য হয়। কিন্তু স্বপ্নে যে সব দৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা দৃশ্য হইলে স্বপ্ন দৃশ্য নহে। আবার আঁধারে বসিয়া রজ্জুতে সর্প দর্শন, স্থানুতে নর দর্শনাদি ঘটে। আবার জাগ্রতে গন্ধর্ব্বনগর মরীচিকা দৃষ্ট হয়। তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বটে। বায়স্কোপের খেলাও আঁধারে বসিয়া দেখা যায়। যে স্থানে বসিয়া দেখা যায়

তাহার সম্মুখে ষ্টেজের উপর পুরু পর্দ্দা থাকে যাহা ভেদ করিয়া ষ্টেজের কিছুই দেখা যায় না। পর্দ্দার উপর হাতী, ঘোড়া, নদী, সমুদ্র, ষ্টীমার, গাড়ী কিছুই আসে না অথচ দেখা যায়। ইহা স্বপ্ন নহে। জাগ্রতের ঘটনা। ইন্দ্রিয় দ্বার খোলা থাকে, দৃশ্য দেখা যায়। এই প্রকারে প্রতিভাসিক ও ব্যাবহারিক দৃশ্যদ্বয় জানা যায়। ক্লোরোফরম করিলে, মূর্চ্ছাগত হইলে, সুষুপ্তিকালে (গাঢ় নিদ্রায়) দৃশ্য দেখা যায় না তখনও কিন্তু দ্রষ্টা আমি থাকে। দ্রষ্টা থাকিলেই যে ইন্দ্রিয়াদি তৎদৃষ্ট দৃশ্য থাকিবে এমন বলা চলে না; গাঢ় নিদ্রায় আমি দ্রষ্টা থাকে কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি ও দৃশ্য থাকে না। দৃশ্যহীন দ্রষ্টার অবস্থাকে পারমার্থিক সত্ত্বা বলে। যখন মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি থাকে না তখন ঈশ্বর দ্রষ্টা থাকেন কিন্তু দৃশ্য সৃষ্টি থাকে না। সৃষ্টি ঈশ্বরের বহিঃস্থিত হইলে, কি আশ্রয়ে থাকে? দেহ আশ্রয়ে আমি দ্রষ্টাবোধ যেরূপ সেরূপ কি? যদি ঈশ্বর-দেহের বাহিরে দৃশ্য না থাকে, যেমন আমি-দ্রষ্টার দেহের বাহিরে দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়, তবে ঈশ্বর-দেহের বিকৃত দশাগ্রস্ত অবস্থাকে সৃষ্টি বলিতে হয়। আর যদি বাহিরে সৃষ্টি হয় তবে ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। আমি নামধেয় দ্রষ্টা ও ঈশ্বর দ্রষ্টা পৃথক হইলেও পরিচ্ছিন্নত্ব অনিবার্য্য। অথচ শ্রুতি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ঘোষণা করেন।

দৃশ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বটে। অতীন্দ্রিয়ও বটে, মানসনেত্রে স্মৃতিরূপে দর্শন হয়, বুদ্ধিনেত্রেও দর্শন হয়। মন, বুদ্ধি, গুণাদি

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও আছে। উহা বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থাৎ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিকরণ সংযোগে দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। করণ নাই, দৃশ্যও নাই, সৃষ্টিও নাই। যেমন সুষুপ্তিকালে। করণ দ্রষ্টার অঙ্গ নহে, দ্রষ্টা হইতে বিলক্ষণ। করণ ইন্দ্রিয়াত্মক, সৃষ্টির কারণ। করণ বিনাশশীল দৃষ্ট হয় তাই সৃষ্টিও বিনাশশীল। জড় কোথায় থাকিয়া এই বিনাশী দেহ সৃষ্টি করেন? ঈশ্বরে থাকিলে ঈশ্বরে জড় ভাব আছে বলিতে হয় অর্থাৎ ঈশ্বরে ভেদভাব আছে, বিনাশী জড়ভাব ও অবিনাশী চেতন ভাবদ্বয় পরস্পর বিরোধী। তম ও প্রকাশ দুইটি একত্র এক স্থানে থাকা সম্ভবপর হয় না। এই সব কারণে সৃষ্টি ও তৎকারণ নির্ব্বাচন যোগ্য নহে। ইহাতে অনির্ব্বচনীয় বাদ স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কাচার্য্য ২।২।৩৩ সূক্তের ভাষ্যে লিখিয়াছেন "একস্মিন্ বস্তুনি সত্ত্বা সত্ত্বাদে বিরুদ্ধধর্ম্মস্য ছায়াতপবৎ যুগপদ সম্ভবাৎ।" বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যে চতুর্থ সূত্র ব্যখ্যার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "যদপি কেশ্চিদুক্তং ভেদাভেদয়ো র্বিরোধো ন বিদ্যতে ইতি তদযুক্তং নহি শীতোষ্ণ তমঃপ্রকাশাদিবৎ ভেদাভেদাবেকস্মিন্ বস্তুনি সংগচ্ছেতে।" চিৎ ও অচিৎ একই সময়ে একই পরম বস্তুতে থাকা এই যুক্তি মূলেই সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী হইতে এই আপত্তি। প্রকৃতি স্বতন্ত্রা হইতেই পারেন না। সংখ্যকারের সূত্রে আছে "সংঘাত পরার্থা।" তিন গুণের সংঘাতে প্রকৃতি পরার্থা হইবেন। জড় সৃষ্টিকর্ত্রী হইতেই পারে না; কর্ত্তৃত্ব স্বাতন্ত্র্যের সূচনা করে।

বিশেষতঃ সৃষ্টিস্থিতি বিনাশ কর্ত্তা কার্য্যব্রহ্ম, ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন। যাহা যুক্তি ও শ্রুতি উভয় বিরোধী তাহা গ্রহণ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে; ঈশ্বর ইচ্ছা মাত্রে সৃষ্টি করেন। উপাদানাদির প্রয়োজন নাই বলিলে, "আপ্ত কামস্থ কা স্পৃহা" এই বাক্য বিরোধী হয়। সৃষ্টি বা সংসার বড় সুখদায়ক নহে। তিনি সুখস্বরূপ হইয়াও দুঃখদায়ক সংসার সৃষ্টি করিলেন বলায় এই দোষ হয়, সুখ স্বরূপে দুঃখের স্থান নাই। যাতে যা নাই তাহা হইতে তাহা বাহির হয় না। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরখণ্ড পিষিলে তৈল হয় না; সরিষা পিষিলেই তৈল নির্গত হয়। তবে সেই পুরুষ সুখ দুঃখময় বলিতে হয়। স্বপ্নও জাগ্রতেই সৃষ্টি, সুষুপ্তিতে নহে। তাই কেহ কেহ বলেন স্বপ্নবৎ জাগ্রতও দীর্ঘ-স্বপ্নই হইবে।

ইতিপূর্ব্বে ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব বলা হইয়াছে। এইক্ষণে বেদ স্মৃতি পুরাণাদিতে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে কি পাইতে পারি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত উপনিষদ্ ভাগে ব্রহ্মানন্দ-বল্লীতে সৃষ্টি এইরূপ বর্ণিত। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।...... তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নি। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবীঃ।" উহারই ভৃগুবল্লিতে আছে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি"। ইহাতে ব্রহ্ম জগৎ কারণ, প্রকৃতি নহে; কপিলের সাংখ্যমত সহ

ইহার অনৈক্য হইয়া পড়িতেছে। সাংখ্যে একই প্রকৃতির বিকারে মহৎ, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে মন, তাহা হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, তাহা হইতে পঞ্চ ভূত উৎপন্ন। আর এই মতে পঞ্চভূত প্রথম উৎপন্ন। বুদ্ধি, মন, এই পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ ও ইন্দ্রিয়গণ রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে দৃশ্য-প্রপঞ্চের উৎপত্তি ঘটে। ছান্দোগ্য উপনিষদে—'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত। তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি তদাপোঽসৃজত, তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম্ প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত। সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তা হমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা নু প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানীতি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃত মেকৈকাং করবানীতি। সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রোদেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রাবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ। যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজ স্তদ্রূপং যচ্ছুক্রং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য।' এই মতেও সৃষ্টিসহ প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মই জগৎ-কারণ; বরং উক্ত আছে "কথমসতঃ সজ্জায়তেতি"। অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি বা সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না। মুণ্ডকোপনিষদে "তপসাচীয়তে ব্রহ্ম, ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্। তদেৎসত্যং, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গা সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে

তত্র চৈবাপিযন্তি॥ দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যান্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনা শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥২। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী ॥ ৩। অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ু প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪ ॥” এই যে বিস্ফুলিঙ্গবৎ সৃষ্টি তাহা ছান্দোগ্য ৩।১৯ খণ্ডে এক অণ্ড হইতে তৎবহিরাবরণ দুই খণ্ডে বিনির্গত হইয়া দ্যৌ ও পৃথিবী উৎপন্ন এবং অন্তরীক্ষে সূর্য্যের স্থিতি বর্ণন করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে “স নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাং। তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। সা গৌরভবৎ ঋষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততো গাবোঽজায়ন্ত। বড়বেতরাভবৎ অশ্ব বৃষ ইত্যাদি।” সর্ব্ব প্রাণী এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে “অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজোহ্যেকো জুষমাণো ঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ এখানে এই অজা হইতে লোহিতে তেজ, শুক্লে জল, কৃষ্ণে অন্ন উৎপত্তি বর্ণিত। যেমন ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। এখানে অজা শব্দটী তেমনি বৈদিক প্রয়োগ, যেমনটী ছান্দোগ্য ৩।১ মন্ত্রে অমধু আদিত্যের মধুত্ব, বৃ. আ. ৫।৮ অধেনুবাকের ধেনুত্ব, যেমন বৃ. আ. ৬।২।৯

মন্ত্রে দ্যুলোকাদি অনগ্নি হইলেও তাদের অগ্নিত্ব কল্পিত, তেমনি এই মন্ত্রে অনজার অজত্ব কল্পিত হইয়াছে। কেহ কেহ লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ দ্বারা সত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিতা প্রকৃতিকে গ্রহণেচ্ছু হইয়া থাকেন। তাহা ঠিক নহে; কারণ শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেই দেখিতে পাই, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ"। মায়িক সৃষ্টি ও সাংখ্যের প্রাকৃতিক সৃষ্টিতে বহু বৈষম্য বিদ্যমান। মায়িক সৃষ্টি ঋগ্বেদের "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপম্ ইয়তে" মন্ত্রে আছে। ভাগবত পুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে কারণসলিলশায়ী নারায়ণের নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি মনুর উৎপত্তি ও শতরূপাতে মনুর অপত্য উৎপাদনে সৃষ্টি। এইজন্য ব্রহ্মা সৃষ্ট প্রাণীর পিতামহ। এই সৃষ্টিতত্ত্ব ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তে যে "সলিলং সর্ব্বমা ইদম্' ও 'তুচ্ছ্যেনাভ্যাপিহিতং' ও 'জায়তৈকং' মন্ত্র আছে, তাহাই ভূমিকা করিয়া বর্ণিত, ইহা বলা চলে।

ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে দেখা যায়, দ্রষ্টাস্বরূপ ভগবান আপনার কার্য্যকারণ রূপ যে শক্তি দ্বারা এই প্রত্যক্ষ বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন তাহাকে মায়া কহে। জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট পরমাত্মা বিষ্ণু সেই ত্রিগুণময়ী মায়াতে আপনার অংশ স্বরূপ বীর্য্য বপন করিলেন। তৎপরে কালপ্রেরিত সেই অব্যক্ত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে বিজ্ঞানাত্মা মহৎতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিলে মহৎতত্ত্বের বিকারে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। ভূত-নিচয়

ও ইন্দ্রিয় সকল উহার বিকার। সাত্বিক অহংতত্ব হইতে মন, দেবতা ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সমুৎপন্ন হইলেন। রাজসিক অংশে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। তামসিক অহং হইতে শব্দতন্মাত্র ও তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ পরমাত্মার লিঙ্গশরীর। আকাশ হইতে বায়ু, তেজ, জল, পৃথ্বী। হরিবংশের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, পরমেশ্বর সদসদাত্মক সনাতন প্রধান পুরুষ হইতে এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন; নারায়ণপরায়ন সর্ব্বভূতস্রষ্টা সেই আদি পুরুষই ব্রহ্মা। সর্ব্ব প্রথমে মহৎতত্ব, মহৎতত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে আকাশাদি মহাভূতের সৃষ্টি হয়। তৎপরে সেই মহাভূত হইতে জরায়ুজাদি চতুর্বিধ প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন। পরে জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। সেই ভাসমান বীজ হইতে একটী হিরণ্য বর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ অণ্ড মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান হিরণ্যগর্ভ একবৎসর কাল তথায় বাস করিয়া ঐ অণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উহার একভাগ স্বর্গ ও অপর ভাগ পৃথিবী (ইহা হুবহু ছা. ৩।১৯ মন্ত্রের অনুবাদ)। এই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে আকাশ। তখন ভগবান স্বয়ম্ভু জলপূর্ণা পৃথিবী ও সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বাদি দশ দিক সৃষ্টি করিলেন। (এই অংশ ঋ ১০।৭১ সূক্তের ৩য় মন্ত্রের অনুবাদ)। পরে সেই দ্বিধা বিভক্ত অণ্ড মধ্যে

সঙ্কল্পানুরূপ কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ, বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি সৃষ্টি হইল। তাহার পর প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবামাত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত প্রজাপতি সম্ভূত হয়েন। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, স্কন্দ, নারদ ও রোষস্বরূপ রুদ্রদেব ইহাঁরা সাতজন সপ্ত প্রজাপতির পূর্ব্বেই ব্রহ্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তৎপর রুদ্রদেব ও সপ্ত প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু হইতে বিরাট পুরুষের উৎপত্তি হয়, পরে সেই বিরাট পুরুষ হইতে যে পুরুষের উৎপত্তি হয় তাঁহার নাম মনু। মনু স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গ সম্ভূতা শতরূপাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তৎপত্নী উৎপন্ন হন। অদিতি হইতে দক্ষ উৎপত্তি ঋগ্বেদের ১০।৭১ সূক্তে আছে এবং সেই দক্ষ হইতে অদিতি বা শতরূপার উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পুরাণে সাংখ্য মতের ও বেদান্ত মতের সৃষ্টিতত্ত্ব মিলাইবার প্রচেষ্টা ; এই কারণ এই ব্যাবহারিক সত্ত্বায় সাংখ্যতত্ত্ব সহজ বোধগম্য এবং বেদান্ত অতীব দুরূহ। ব্যাবহারিক সত্ত্বায় সাংখ্য স্বীকার দোষাবহ হয় না যে হেতু ব্যাবহারিক সত্ত্বা দ্বৈত লইয়াই থাকে।

ভাগবত রহস্য

কোনও গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে সেই গ্রন্থের উপক্রম, উপসংহার ও পুনরুক্তি প্রভৃতির বিচার দ্বারা গ্রন্থের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সুধীগণের চিরন্তন পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং অনেক স্থলে গ্রন্থের নামাদিও কিয়ৎ পরিমাণে এতদ্ বিষয়ে সহায়ক হয়। এই ভাগবত পুরাণ খানির নাম হইতে পাওয়া যায় যে ইহা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ বিষয়ক; সেইজন্য ইহার নাম ভাগবত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থবক্তা শুকদেব বলিতেছেন "আমি যে পুরাণ বলিব তাহার নাম ভাগবত। ইহাতে ভগবানের লীলা বর্ণিত আছে। উহা শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কামা ভক্তির উদয় হয়।" পুরাণ শব্দ প্রাচীনত্বকে লক্ষ্য করে। যাঁহা হইতে প্রাচীন কেহ নাই, যাঁর পিতা মাতা নাই, তিনিই পুরাণ পুরুষ। পিতামাতা থাকিলে পিতামাতাই পুরাণ হইয়া পড়েন। পুরাণে "সর্গশ্চ প্রতি সর্গশ্চ বংশ মন্বন্তরানিচ। বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥" এই শ্লোকে পুরাণ-লক্ষণ কথিত হইয়াছে। এই ভাগবত পুরাণে বিশেষ করিয়া যদুবংশ ও যাঁহার সহিত যদুবংশের শেষ ঘটিয়াছে, সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের জীবনচরিত বর্ণিত আছে। কেহ কেহ ইহা ভাগবত-ধর্ম্ম নামক ধর্ম্ম প্রচারার্থ গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের

প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে "দ্বাদশ্যাদি নিয়মরূপ ভাগবদ্ধর্ম্ম" বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি শ্লোক হইতে জানা যায়, ব্যাসদেব স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (ব্রাত্য ব্রাহ্মণ তনয়) প্রভৃতি যাদের বেদ-বাক্য শ্রবণের অধিকার নাই তাদের হিতকামনায় মহাভারত প্রণয়ন করেন; এবং উক্ত স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভন হইতে পাওয়া যায়, বহুবিধ পুরাণ প্রণয়নান্তর এই ভাগবত পুরাণ লিখিত হয়। সুতরাং ইহা তাঁহার চিন্তা-প্রবাহের শেষ অভিব্যক্তি বা বেদান্ত মূলক, এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের দশম স্কন্ধে ভগবান কৃষ্ণের জীবন চরিত বর্ণিত। গ্রন্থখানি দ্বাদশ স্কন্ধে পরিসমাপ্ত। "ভগ" শব্দ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করে। অন্যান্য স্কন্ধে নানারূপ বিষয় বর্ণিত থাকিলেও শাস্ত্রযোনি পুরুষের বর্ণন সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁর ঐশ্বর্য্য; এজন্য ভগবান্ শব্দ জ্ঞানস্বরূপ পুরাণপুরুষকেই লক্ষ্য করে। মহাভারতে "কৃষিভূর্বাচকো শব্দঃ নি তু নির্বিতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধিয়তে।" শ্লোকটী কৃষ্ণ যে পুরাণ পুরুষ তাহা প্রকাশ করে। তমঃ আবৃত পুরুষই কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ, যিনি পুরুযোত্তম পুরাণ পুরুষ, তিনিই মহাভারতে বর্ণিত "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ," "প্রবলতমসে তৎ সংহারে"

প্রবৃত্ত। আর্য্য সমাজকে কলির করাল গ্রাসে পাতিত করিয়া আপন লীলা সংহৃত করতঃ দ্বাপর শেষে মহাপ্রয়ান করিয়াছেন। যতু বংশ অতীব প্রাচীন। ঋগ্বেদে যতু ও তুর্ব্বসের নাম বহু স্থানে উল্লিখিত। ইহাঁদের দেশত্যাগ, সমুদ্রপারে গমন ও পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন ও অভিষেকাদি করার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। (ঋ ৬।২০।১০ ও ৬।৪৫।১)। কৃষ্ণের সহিত তাহার অস্তিত্ব অস্তগত। ঋগ্বেদ আর্য্য অভ্যুদয়ের মহামহিমার পরিচায়ক। ভাগবত পুরাণ আর্য্যসভ্যতার অস্তমিত অবস্থার নিদর্শন। ইহার দ্বাদশ স্কন্ধে শূদ্রও ম্লেচ্ছাদি রাজগণের কথা বিবৃত আছে। তাই ভাগবতে লয়ের আনন্দ বিবৃত, ইহা বলা চলে। পার্থিব পদার্থ হইতে চিত্তকে উঠাইয়া নিয়া উহা সেই জ্ঞান স্বরূপ পুরাণ পুরুষে লয় করিয়া দিবার কথায় পূর্ণ। প্রকারান্তরে ইহাকে বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব একবারেই সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর, নিত্য বস্তুতে চিত্ত স্থাপন করিতে পারে না; এজন্য প্রথমে বিরাট রূপের অবতারণা করিয়াছে। মূল প্রয়োজন নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় ও তাহাতে স্থিতি লাভ করার পন্থা প্রদর্শন। এজন্য উপক্রম ও উপসংহার হইতে কতক অংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল এবং পশ্চাৎ পুনরুক্তি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ দেখানো যাইবে। অনেকে মনে করেন ইহা ভক্তিগ্রন্থ। জ্ঞান ও ভক্তি বিরোধী মতবাদ। ভক্তিতে দ্বৈতবাদ ও জ্ঞানে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ।

এইটী ভ্রান্তি মাত্র। এই গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, "নারায়ণে ভক্তি হইলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়।" গীতাতে ভক্তি জ্ঞানের পূর্ব্বাভাস মাত্র; যেমন অরুণোদয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বভাব। সপ্তম অধ্যায়ে "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে" ।১৭। অষ্টম অধ্যায়ে "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্বনন্যয়া" ।২২। একাদশ অধ্যায়ে "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ। ৫৪।"

ত্রয়োদশে—"ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"***

"এতজ্ জ্ঞান মিতি প্রোক্ত মজ্ঞানং বদতোঽন্যথা ।৪১।

চতুর্দ্দশ— "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ার কল্পতে ॥২৭॥

অষ্টাদশ— "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃসর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥
"ভক্ত্যামামভি জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদন্তরম্ ॥৫৫॥
"ইদং তে নাতপস্কায় না ভক্তায় কদাচন ।৩৭।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামীতি মে মতি ।৭০।

শাণ্ডিল্যসূত্রে— "সা পরানুরতিরীশ্বরে"

নারদ সূত্রে— "সা কস্মৈপরমপ্রেমরূপা"

নারদ পঞ্চরাত্রে—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষিকেন হৃষীকেশং পূজনং ভক্তি রুচ্যতে॥"

এই সকল ভক্তি জ্ঞান-সংশ্লিংষ্টা।

সুতরাং জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তির প্রথম দরকার। "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথাদেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা-হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"॥ ইতি শ্বেতাশ্বেতর। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে—যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে সদ্রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন বলিয়া তৎসমুদয়ের সত্তা স্বীকৃত হয়, আকাশকুসুম-বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি অবস্তুতে যাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ না থাকায় তাহাদের সত্তা স্বীকার করা যাইতে পারেনা, যিনি জগতের জন্মাদির আদিকারণ, যাঁহা হইতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, যে বেদে পণ্ডিত দিগেরও বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়, আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়াকাশে যিনি সেই বেদের প্রকাশ করিয়াছিলেন, সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি বস্তুতঃ অসত্য, কিন্তু যেরূপ মরীচিকাদিতে জল এবং কাচাদিতে তেজ ভ্রম হওয়াতে সেগুলি সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ উক্ত ত্রিবিধ গুণ অসত্য হইলেও যাঁহার সত্যতা হেতু সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অথবা তেজোমৃদাদিতে জল ভ্রম যেমন বাস্তবিক অলীক সেইরূপ যাঁহা ব্যতীত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের কার্য্যভূত দেবতা,

ইন্দ্রিয় ও ভূতরূপ ত্রিবিধ সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই অসত্য ; উপাধি ভেদে যিনি নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন বলিয়া লোকে যাঁহার স্বরূপধারণে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু যিনি স্বীয় তেজঃ প্রভাবেই সেই ভ্রম নাশ করিয়া থাকেন, সেই সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি"।

ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়ে "তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অনন্ত, অবিনশ্বর জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। ধ্যানরূপ অসি দ্বারা তাঁহারা কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করেন। শান্তস্বভাব যে সকল সাধু-ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা পিতৃ ও লোকপাল-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের অংশই ভজনা করেন। কিন্তু কদাপি কাহারও দ্বেষ করেন না। আর যাঁহারা নিজে রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী তাঁহারাই শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও সন্তান লাভের নিমিত্ত রজস্তমঃ প্রকৃতি পিতৃ ও ভূতপতিদিগের উপাসনা করেন।"

ভগবান্ স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও কার্য্যকারণাত্মিকা নিজ গুণময়ী মায়ায় প্রথমতঃ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া তৎ সমুদায়কে যেন আপনার গুণ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ে "মনুষ্যগণ অজ্ঞানতা বশতঃ অদৃশ্য আত্মার শরীরাদি কল্পনা করেন ; কেবল স্থূলরূপ কল্পনা করে এমন নহে, পরন্তু লিঙ্গদেহও আরোপ করে। পরমা বিদ্যা দ্বারা সেই জীব আপনাকে জ্ঞানময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে সক্ষম হয়।"

ঐ পঞ্চম অধ্যায়ে "ঈশ্বর হইতে এই বিশ্বের প্রভেদ নাই, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্ব হইতে ভিন্ন। দীন আমাকে (নারদকে) সদয় হৃদয়ে এই দুর্জ্জ্ঞেয় জ্ঞান প্রদান করেন। ভগবান্ অচ্যুত স্বয়ং ঐ জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি সেই জ্ঞান-বলেই বিশ্ব স্রষ্টা ভগবান্ বাসুদেবের মায়া জানিতে পারিয়াছি। ভগবানের মায়া জানিতে পারিলেই জীব সাক্ষাৎ ভগবানের পদ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মে এবং ভক্তি হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়।"

ঐ সপ্তম অধ্যায়ে—"ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে বদরী-বৃক্ষ সমাকীর্ণ শম্যাপ্রাস নামে ব্যাসের আশ্রম; তথায় তিনি পরমেশ্বর ও তদধীনা মায়াকে দর্শন করেন। জীব স্বয়ং গুণাতীত হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জ্ঞান করে। তখন তিনি অজ্ঞানান্ধ মানবগণের জন্য এই ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করেন।

তুমি চিৎশক্তি দ্বারা মায়াকে নিরাস করিয়া পরমানন্দরূপে অবস্থিত।"

ঐ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—নারদ যুধিষ্ঠির সংবাদে—"মনুষ্য জীবরূপে অবিনশ্বর, দেহরূপে নশ্বর এবং অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নশ্বর ও অবিনশ্বর উভয় বলিয়াই ভাবিতে পারে।

"মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিশ্বই সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরও এক, নানা নহেন। তিনিই

ভোক্তা এবং তিনিই ভোগ্য বস্তু। অতএব এই পরিদৃশ্যমান স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ কেবল ভ্রম মাত্র। কেবল মায়া-বশে তিনি নানারূপে পরিদৃশ্যমান হন।

"যেরূপ উপাধিভূত ঘটাদি ভগ্ন হইলে পর তদবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আকাশ বৃহৎ আকাশে লীন হয়, সেইরূপ দ্রষ্টাও অবশেষে পরম ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন।" ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের সেই গীতাজ্ঞান লাভ হইল। এইরূপে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহার অবিদ্যা দূর হইল। অবিদ্যার নাশে সত্ত্বাদি গুণও ক্ষয় পাইল।

উপক্রমে প্রথম স্কন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা পাঠক দেখিলেন। ইহা সুস্পষ্ট অনির্ব্বচনীয় মায়াবাদ। অর্থাৎ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রোক্ত বাদ সহ ইহার কোন পার্থক্য নাই। উপসংহারে দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব বেদান্তের সার। ইহাতে পরমহংস প্রাপ্য নির্ম্মল অদ্বিতীয় পরম জ্ঞানগীত আছে। এবং জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির সহিত সর্ব্বকর্ম্মোপরম আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যিনি এই জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করেন সেই শুদ্ধ, নির্ম্মল, শোকরহিত, অমৃত, পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি। সর্ব্ববেদান্তসার যে আত্মৈকত্ব স্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু তন্নিষ্ঠ কৈবল্যই ইহার প্রয়োজন।"

ঐ পঞ্চম অধ্যায়ে "ঘট ভাঙ্গিলেও ঘটমধ্যস্থ আকাশ

পূর্ব্ববৎ আকাশই থাকে, দেহ বিনষ্ট হইলে জীব আবার ব্রহ্মে লীন হন। আমি পরমপদ ব্রহ্ম এবং পরমপদ ব্রহ্ম আমি, এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে আত্মা যোজন কর; দেখিতে পাইবে লেহনকারী বিষমুখ তক্ষক, দেহাদি বিশ্ব আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে।”

ঐ চতুর্থ অধ্যায়ে “রাজন্, তিনি কাল কর্ত্তৃক প্রকৃতি-প্রেরিত গুণগণকে গ্রাস করেন। তাঁহার স্বকীয় অবয়ব, দিবারাত্রি সকল দ্বারা কালের পরিণামাদি, কিংবা গুণগণ তাঁহাতে নাই। তিনি অনাদি অনন্ত অস্তিত্বের বিকার সকল হইতে রহিত। সর্ব্বদাই একরূপ এবং অপক্ষয়শূন্য, যেহেতু কারণ। যাহাতে বাক্য নাই, মন নাই, সত্ত্ব নাই, রজঃ নাই, তমঃ নাই, এই সকল মহত্তত্ত্বাদি নাই, প্রাণ নাই, বুদ্ধি নাই, ইন্দ্রিয় দেবতাসকল নাই, লোকরূপ রচনা বিশেষ নাই, স্বপ্ন নাই, জাগরণ নাই সুষুপ্তি নাই, আকাশ নাই, জল নাই, পৃথিবী নাই, বায়ু নাই, অগ্নি নাই, সূর্য্য নাই, যেন ঘোর নিদ্রিত, যেন শূন্য অপ্রতর্ক্য, তাহাই মূলীভূত পদ বলিয়া অভিহিত। ইহাই প্রাকৃতিক লয়। ইহাতেই পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তি সকল কাল কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া বিলীন হইয়া থাকে। যাহার আদ্যন্ত আছে, তাহা দৃশ্য এবং কারণ হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া বস্তু নহে। দীপ চক্ষু ও রূপ তেজ হইতে স্বতন্ত্র নহে; এই প্রকার বুদ্ধি, আকাশ ও তন্মাত্রসকল অত্যন্ত ভিন্ন, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা বুদ্ধিরই

উক্ত হইয়া থাকে। রাজন্, প্রত্যগাত্মাতে এই বহুরূপতা মায়া মাত্র। যেমন মেঘ সকল আকাশে থাকে ও নাও থাকে, তেমনি অবয়বের সৃষ্টি বিনাশ হেতু বিশ্ব সকল আত্মাতে প্রকাশ পায় মাত্র। কার্য্য কারণরূপে পরস্পর সাপেক্ষ, যাহাই জানা যায়, তাহাই ভ্রম। যাহার কিছু আদ্যন্ত আছে সে সমস্তই অমূলক। প্রকাশ পাইলেও প্রত্যগাত্মার প্রকাশ ভিন্ন কিছুমাত্র প্রপঞ্চ নিরূপিত হয় না; যদিও কোনটী প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেও আত্ম-সদৃশ—আত্মার সহিত একই হইবে। সত্যের নানাত্ব নাই। অজ্ঞ লোক যদি নানাত্ব মনে করে, তবে তাহা কেবল ঘটাকাশ, গৃহাকাশের মত; ঘট ও সরোবরস্থ জলে সূর্য্যের ন্যায় এবং বাহ্যস্থ বায়ুর ন্যায় ভ্রান্তি মাত্র। যেমন সুবর্ণ ব্যবহার অনুসারে মনুষ্য কর্ত্তৃক বিশেষ বিশেষ গঠনে বিবিধ প্রকারে প্রতীত হয়, তেমনি অধোক্ষজ ভগবান্ জনগণ কর্ত্তৃক লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে এই প্রকার বিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যাত হন। যেমন সূর্য্যজাত এবং সূর্য্য প্রকাশিত মেঘ সূর্য্যের আবরক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের কার্য্যজাত ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রকাশিত অহঙ্কার, ব্রহ্মের অংশীভূত জীবাত্মার পক্ষে স্বরূপ-প্রকাশের আবরক হয়।”

ইহা যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যতা ও সৃষ্টি কল্পনা-প্রসূত মায়িক, যেমন অদ্বৈত মীমাংসায় বলে, তেমনি বলিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার স্থান নাই। এইক্ষণে পুনরুক্তি বিষয়ে

কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করতঃ পাঠকের ভাগবত সম্বন্ধে কি প্রকার অভিমত পোষণ করা কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে ;—

দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে—"আত্মজ্ঞানহীন গৃহীদের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে। যে সকল মুনি শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ মানেন না এবং যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মে লীন রহিয়াছেন, তাঁহারাও হরির গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণে আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি যে পুরাণ বলিব তাহার নাম ভাগবত। দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে পিতা ব্যাসের নিকট আমি উহা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সত্য বটে, আমি নির্গুণ ব্রহ্মেই নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু ঐ পুরাণে পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের লীলা বর্ণিত আছে বলিয়াই উহা আমার মন আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রদ্ধাসহকারে উহা শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে সকলেরই নিষ্কামা ভক্তি জন্মে। যাহাতে মন শান্ত-ভাব অবলম্বন করে, তাহারই নাম শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ। ভগবানের স্থূলরূপে মনকে ধারণ করিতে হয়।"

ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়ে—"ঐ যোগী আত্মা ভিন্ন সকল বস্তুকেই উহা আত্মা নহে এইরূপ ভাবিয়া ত্যাগ করিবেন। ঐ যোগী বিশ্বকে ব্রহ্মময় ভাবিতে পারিলেই বিজ্ঞানবলে তাঁহার বিষয়-বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে।"

ঐ চতুর্থ অধ্যায়ে—"আপনি (শুক) বিচার দ্বারা শব্দ-ব্রহ্মে এবং অনুভব দ্বারা পরব্রহ্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।"

ঐ পঞ্চ অধ্যায়ে "যাহা হইতে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়, আপনি আমাকে (নারদকে) তাহাই উপদেশ করুন।" ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়ে—"তিনি বিশুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান স্বরূপ, সকলের অন্তর্যামী, সন্দেহ রহিত ও নিগুর্ণ। তজ্জন্য তাঁহাতে গুণক্ষোভ জনিত কোন চাপল্য নাই। তিনি সত্য, পরিপূর্ণ, জন্মনাশ-রহিত নিগুর্ণ এবং নিত্য অদ্বৈত।"

ঐ সপ্তম অধ্যায়ে—"মুনিগণ যাঁহাকে সতত প্রশান্ত, নিত্য-সুখময়, শোকশূন্য, ভয়-রহিত, জ্ঞান-স্বরূপ, নির্ম্মল, বিষয়েন্দ্রিয় সঙ্গহীন, ও পরমার্থ তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যাঁহাকে কোন শব্দ দ্বারা জানিতে পারা যায় না, যাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল নাই এবং মায়া যাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তিনিই ভগবানের স্বরূপ। কার্য্য ও কারণ স্বরূপ সমুদয় বস্তুই সেই কারণরূপী নারায়ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাকে ভগবান্ এই সব বলিয়াছিলেন; ইহারই নাম ভাগবত।"

ঐ নবম অধ্যায়ে—"যেরূপ স্বপ্নে দৃশ্যমান দেহাদির সহিত স্বপ্ন দ্রষ্টার সম্বন্ধ অসম্ভব, সেইরূপ পরমপুরুষ বিষ্ণুর মায়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে দেহাদির সহিত আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধ হইতে পারে না। আত্মা বহুরূপিনী মায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া বহুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হন এবং মায়ার গুণে দেহাদিতে "আমি ও আমার" বলিয়া অভিমান করেন।

আর যখন তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট স্বীয় মহিমায় অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন, তখনই "আমি, আমার" এই দুই অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ণরূপে প্রকাশ পইয়া থাকেন।

জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করিলে কেহই সেই পাদপদ্ম কোনরূপেই লাভ করিতে পারে না।"

"সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। তৎকালে কি সূক্ষ্ম পদার্থ, কি স্থুল পদার্থ কি তাহাদের কারণভূত প্রধান তত্ত্ব কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি রহিয়াছি। এই যে সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহাও আমিই। অবশেষে এই বিশ্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি। ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত ও অদ্বিতীয় অতএব পূর্ণ স্বরূপ. যথার্থ অর্থ শূন্য হইলেও "দুইচন্দ্র" প্রভৃতির ন্যায় যাহা প্রতীত হয় না হে ব্রাহ্মণ, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে।"

ঐ দশম অধ্যায়ে—"ভগবান্ ব্রহ্মস্বরূপ ধারণ করিয়া বাচ্য বাচকরূপে নামরূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। তিনি বাস্তবিক পরমপুরুষ ও অকর্ম্মা বটেন, কিন্তু মায়াবশে সকর্ম্মা হইয়া থাকেন। আবার সময় উপস্থিত হইলে তিনি কালাগ্নি রুদ্র-রূপে এই সৃষ্টির সংহার করিবেন। এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন শ্রুতিরও তৎপর্য্য নহে। কেবল কর্ত্তৃত্ব প্রতিষেধ করার নিমিত্তই তাঁহার রূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণ উহা মায়া বশেই প্রকাশ পায়।"

তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রভাস তীর্থে সরস্বতীজলে আচমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"হে ভগবন্, আত্মরহস্য প্রকাশক যে পরম জ্ঞান ব্রহ্মার নিকট কহিয়াছিলেন যদি তাহাই বল—তৎকৃপায় সেই আরাধিতপাদ গুরুর নিকট পরমাত্মজ্ঞান মার্গ লাভ করিলাম।"

ঐ পঞ্চম অধ্যায়ে—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎরূপ ছিল। তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না। সে সময় একমাত্র তিনি প্রকাশিত ছিলেন। সুতরাং স্বয়ং দ্রষ্টা-হইলেও অন্য দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান নাই। অতএব মায়াদি-শক্তি লীনা হইয়া থাকাতে দৃশ্য ও দ্রষ্টার অভাবে আপনিও যেন নাই এইরূপ মনে করিতেন। কিন্তু তৎকালোচিতশক্তি দেদীপ্যমান থাকাতে আপনি একেবারে নাই এরূপ বোধ করিতে পারেন নাই। দ্রষ্টা স্বরূপ পরমেশ্বরের দৃষ্টৃ-দৃশ্যা নুসন্ধানরূপ শক্তি কার্য্য-কারণ উভয় স্বরূপা। সেই শক্তির নাম মায়া।"

ঐ নবম অধ্যায়ে—"যখন ভূতগণ ইন্দ্রিয়গণ ও গুণগণ এবং বিষয় সমূহকে রহিত করতঃ আত্মাকে অর্থাৎ "তুমি" এই পদের প্রতিপাদ্য জীবকে আত্মস্বরূপ "আমি" এই পদার্থের সহিত একীভূত করিয়া চিন্তা করে, তখনই মোক্ষলাভ হয়।" তৃতীয় স্কন্ধের শেষভাগে দেবহূতীকে তৎপুত্র কপিল বেদান্ত শাস্ত্র শুনাইয়াছেন।

ঐ একাদশ স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে—যতিধর্ম্ম কহিতে গিয়া

বলিয়াছেন,—"যেমন এক চন্দ্র নানা জলপাত্রে অবস্থিত থাকে সেইরূপ একমাত্র পরমাত্মা ভূতগণের নিজ নিজদেহে অবস্থিত রহিয়াছেন। সমুদায় ভূত একাত্মক।" ইহাই প্রতিবিম্ববাদ।

ঐ উনবিংশ অধ্যায়ে—"প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও গুণত্রয় এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে অনুগত এককে যিনি জানেন, যাঁহা দ্বারা এক আত্মতত্ত্ব অনুভব করা যায় সেই জ্ঞানই নিশ্চয় মদ্বিষয়ক জ্ঞান। কর্ম্মসকল বিকারী বলিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকের অদৃষ্ট সুখকেও দৃষ্ট সুখের ন্যায় দুঃখস্বরূপ ক্ষণভঙ্গুর দেখিবেন।"

ঐ বিংশ অধ্যায়ে—"দুঃখ বোধকরিয়া সংসারে কর্ম্ম সকলের ফল সমূহে বিরক্ত, অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগকারীদিগের জ্ঞান-যোগ। এবং এই সকলে দুঃখবুদ্ধিশূন্য, সেই হেতু উহাঁদিগের ফলসমূহে অবিরক্তদিগের কর্ম্মযোগ সিদ্ধিদায়ক। আর কোন ভাগ্যোদয় ক্রমে যে পুরুষের মদীয় কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যিনি কর্ম্মফলে অবিরক্ত ও অনতি আসক্ত, তাঁহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ। যোগী যদি প্রমাদ বশতঃ গর্হিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস ও নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।"

ঐ দ্বাবিংশ অধ্যায়ে—"অনাদি অবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষের স্বতঃ আত্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব; তত্ত্বজ্ঞ অন্য ব্যক্তিকে তাহার জ্ঞান দাতা হইতে হইবে। এই সংসারে জ্ঞান সত্ত্ব, কর্ম্ম রজঃ ও অজ্ঞান তমঃ বলিয়া অভিহিত হয়।"

ঐ অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে—"হে ঈশ্বর! এই দৃশ্যমান সংসার, চেতন দ্রষ্টাস্বরূপ আত্মার অথবা অচেতন দৃশ্যস্বরূপ দেহেরও নহে। তবে ইহা কাহার? আত্মা, অব্যয়, নির্গুণ, বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপ; আবরণ শূন্য ও অগ্নিতুল্য; আর দেহ অচেতন কাষ্ঠসদৃশ। তবে এই সংসার কাহার? হে উদ্ধব, যতদিন শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সম্পর্ক থাকে ততদিন সংসার বস্তু না হইলেও, অবিবেকীর চক্ষে বস্তুবৎ স্ফূর্ত্তি পায়। এই বিশ্বের আদিতে ও অন্তে যে কারণ ও প্রকাশক বস্তু ছিল ও থাকিবে, মধ্যেও তাহাই। যেমন যে সুবর্ণ সমুদয় সুবর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বে ছিল এবং পরেও থাকিবে, তাহাই সুন্দররূপে গঠিত ও নানা নামে ব্যবহৃত হইলেও তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে। যে কার্য্য ও প্রকাশ্য পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহা মধ্যেও নাই। তাহা কেবল নাম মাত্র। পার্থিব শরীর আত্মা নহে; ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার আত্মা নহে। কারণ উহারা জড়। দ্বৈত বস্তু নহে, তাহার মধ্যে ভালই কি আর মন্দই কি। যাহা বাক্য দ্বারা কথিত এবং মন দ্বারা চিন্তিত, তাহা অলীক। প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি ও আভাস অসৎ অবস্তু হইয়াও অর্থকারী হয়; এইরূপ দেহাদি পদার্থ সকলও লয় পর্য্যন্ত ভয় উৎপাদন করে।"

ঐ ত্রিংশৎ অধ্যায়ে—"তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান-নিষ্ঠ এবং উপেক্ষাকারী হইয়া জগৎকে মায়া বিরচিত

জানিয়া শম অবলম্বন কর” ইত্যাদি—ইহা পরিস্ফুট শঙ্কর মতবাদ। ভাগবতের চতুর্থ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ইতিবৃত্ত, বংশাবলী, সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃথিবীর সংস্থানাদি ভৌগোলিক তত্ত্বপূর্ণ। পরমাত্মা, পরম পুরুষ কৃষ্ণাখ্য বস্তু অব্যক্ত বিধায় তাঁহা সকলের সুখ বোধ্য নহে। গীতাতে ৭ম অধ্যায়েও আছে—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয় মনুত্তমং ॥২৫
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৬

ঐ ৮ম অধ্যায়ে—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্ব মিদং ততম্ ॥২২

ঐ ৯ম অধ্যায়ে—

ময়াতত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১

দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অব্যক্ত পুরুষের রূপ কল্পনা করা হয়; তাঁহাতে শ্রদ্ধা আকর্ষণ হইলে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধি হইতে থাকে; তখন বস্তু জ্ঞানের দিকে অগ্রসর করায়। এইজন্য মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত গ্রন্থেও নামরূপ কর্ম্মাত্মক বাক্যাদি সংযোজিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বৈষ্ণবগণ মধ্যে কোন কোন পন্থী রাধাকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন। এই ভাগবতে কৃষ্ণ চরিত্র বিশদরূপে বিবৃত হইলেও ঐ রাধা শব্দ বা তৎ আরাধনার বিষয় বিবৃত হয় নাই। উহা পশ্চাৎ ভাবী। কৃষ্ণের রাসলীলা যাহা বর্ণিত আছে তাহা জীব ও পরমের মিলনাত্মক বা একতাস্থাপক। মায়া দ্বারা ১০।১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদেহেও ভগবান্ ষোড়শ হাজার নারীদেহও ষোড়শ সহস্র পুরুষদেহ সৃষ্টি করিয়া বিহার করিতেছেন। যোগশাস্ত্রে কায়ব্যূহ যোগ দ্বারা যোগীগণ একই সময়ে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিতে সমর্থ হন, বর্ণিত আছে। বিষ্ণু পুরাণে ঋগ্বেদীয় ঋষি সৌভরি আপনাকে পঞ্চাশটী দেহে পরিণত করিয়া পঞ্চাশ পত্নীসহ বিহার করিয়াছেন এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রকৃতিপুরুষবিবেক উৎপন্ন করিবার জন্যও প্রকৃতি পরবশ জীবসহ পুরুষের একতা প্রদর্শনই ঐ আখ্যায়িকার মূল তত্ত্ব।

গীতার শিক্ষা

গীতা অর্থ কেহ বলেন গীর্ব্বাণী, যয়া তৎ ইতো ভবতি প্রাপ্তো ভবতি অর্থাৎ সেই বাণী যদ্দারা তৎপদবাচ্য পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার কেহ বলেন গীর্বাণী যয়া শোকতাপৌ ইতৌ ভবতঃ দূরী ভবতঃ অর্থাৎ সেই বাণী যাহা শোকতাপ বিদূরিত করে। কেহ বলেন গীতঃ আ সমন্তাৎ তৎ পুরুষঃ যেন অর্থাৎ সেই গীত যাহা সর্ব্বপ্রকারে সেই তৎপদ বাচ্য পুরুষের কীর্ত্তন করে। কেহ বলেন, ইহা গীতা নহে, ভগবদ্‌গীতা অর্থাৎ ভগবদ্‌বাণী, "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। সা স্বয়ং পদ্মনাভস্য-মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।" এই প্রকারে গীতা শব্দ আপনি আপনাকে প্রকাশ করে। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হইলেও স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে সদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা আমরা সর্ব্বশেষ বেদান্ত সূত্রপাঠে জানিতে পারি। স্মৃতি-শাস্ত্র বিষয়ে অষ্টাবিংশতিখানি গ্রন্থ আছে। কিন্তু বেদান্ত সূত্র যেখানে যেখানে "স্মর্য্যতে চ" বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা গীতাকেই লক্ষ্য করে। অথচ ইহা সুপ্রসিদ্ধ মন্বত্রি বিষ্ণু হারিতাদি অষ্টাদশ স্মৃতি সংহিতান্তর্গত নহে।

কালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম রাহুগ্রস্ত দিবাকরবৎ সমাচ্ছন্ন হইলেন। রাজাগণ বংশপরম্পরা বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম-প্রিয় হইলেন। কিন্তু এই আর্য্যস্থান আর্য্যাবর্ত্ত বিশেষ প্রকারে বৈদিক ধর্ম্মের আদিভূমি ; ইহা বেদধর্ম্ম স্থাপনার্থ দেব নির্ম্মিত দেশ। সরস্বতী দৃশদ্বতী গঙ্গা বিধৌত দেশেই ঋক্‌সামযজুর্বেদের উদ্ভব, যার সত্যালোক জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। সেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার্থ ভগবানের প্রতিজ্ঞা বাক্য আছে। "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।" তদনুসারে শঙ্করাচার্য্য রূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবান সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করেন, বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত হইয়া যায়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য আর্য্য সমাজের ও ধর্ম্মের জীর্ণোদ্ধার কালে বেদেরসংহিতাংশের প্রচলন অসম্ভব জানিয়া সময়োচিত প্রতীকাদির ও গ্রন্থাদির আলোচন বিধি করিতে গিয়া দশখানি উপনিষদ্ (ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক) শ্রুতিপ্রস্থান এবং মীমাংসা ন্যায় প্রস্থান রূপে ব্যবহার করেন এবং স্বয়ং দশখানি উপনিষদ্ গীতা ও উত্তর মীমাংসার ভাষ্য করিয়াছেন। ইহাতে পশ্চাদবর্ত্তী আচার্য্যগণ ও কোন কোন অংশে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য হইতে মতান্তর প্রদর্শন করিলেও উক্ত প্রস্থানত্রয়ই কলিযুগের ধর্ম্ম সহায় বোধে উহার স্বমতানুসারী ব্যাখা করিয়াছেন। ইহাতে গীতা গ্রন্থের প্রায় সপ্ততিসংখ্যক ব্যাখ্যান এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেই গীতার বিষয় কি তাহা নানারূপে গীত হইয়াছে।

তত্রাচ কোন্ পুস্তকের কি বিষয় তাহা ঐ পুস্তকের আদি অন্ত ও মধ্য হইতে জানিবার উপায় আছে; সেইজন্য গীতার উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস বা পুনরুক্তি হইতে বিষয় নির্ণীত হইতে পারে। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কোনও গ্রন্থ লিখিতে হইলে প্রথম শ্লোকেই তাহার মঙ্গলাচরণ ও বিষয়াধিকারী নির্ণয় করার বিধি। তদনুসারে গীতার প্রথম শ্লোকে,—"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" যে কথাটী আছে উহাই অবলম্বন।

ধর্ম্ম শব্দ—

ধর্ম্মরাজ বিধাতা পুরুষকে বুঝায়, যেমন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির; এইজন্য ধর্ম্মশব্দ মঙ্গলাচরণ সূচনা করিতেছে, এবং উহা পুরুষকেও বুঝায়; এজন্য পুরুষও ক্ষেত্র বিষয় হইতেছে। গীতার ২।৭ শ্লোকে "ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ" এবং ১৪।২৭ শ্লোকে "শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ" বাক্যে ধর্ম্মশব্দ জ্ঞানবাচক পাওয়া যায়। কোন কোন ব্যাখ্যাকার "ধারয়তি পরংব্রহ্ম" ইতি ধর্ম্ম কহিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মশব্দে জ্ঞান ও ক্ষেত্র শব্দে প্রকৃতিকে গ্রহণ করায়, গীতোক্ত ৩।২৭ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" এই বাক্য হইতে প্রকৃতিকে প্রকৃষ্ট কৃতি বা কর্ম্মযুক্তা জানিয়া ক্ষেত্র হইতে কর্ম্ম আসিতেছে বলেন; তাহাতে জ্ঞানকর্ম্ম গীতার বিষয় বলা যায়। এবং জ্ঞানপথের পথিক হইলে কর্ম্ম শব্দের "চোদনা লক্ষণা" অর্থের গ্রহণে নিষ্কাম কর্ম্ম

দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করতঃ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়, ইহাই সূচনা করিতেছে। অথবা "কু" শব্দে, "রু" প্রকাশে অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম যাঁকে ঘোষণা করেন সেই আত্মাই কুরু শব্দার্থ। জাবালোপনিষদে—"কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম সদনং" বলিয়াছেন। ব্রহ্মই ব্রহ্ম-লোক। ইহাতে কুরু ব্রহ্মবাচী হইতেছে। ব্রহ্ম বা আত্মা ও ক্ষেত্রের যে বিভিন্নতা তাহাই গীতার বিষয়। এবং "সঞ্জয়" শব্দ দ্বারা সম্যক প্রকারে যে ইন্দ্রিয় মন জয় করিয়াছে তাহাকেই অধিকারী বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের উপদেশ যেখানে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই গীতার আদি। গীতাভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্যও তথা হইতেই ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন সুতরাং একাদশ শ্লোকে "অশোচ্যানন্ব শোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানু শোচন্তি পণ্ডিতাঃ" এই শ্লোকে এবং গীতার ভগবৎ বাক্য যেখানে পরিসমাপ্ত হইয়াছে তাহাই শেষ বলা উচিত। ১৭ অঃ—৭০, ৭১, ৭২ শ্লোকে—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মনাং॥
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞান সংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" মহাবাক্যে প্রজ্ঞা ও "জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ৪।১৯" গীতাবাক্যের প্রথমে পণ্ডিত শব্দ এবং অন্তে জ্ঞানযজ্ঞ ও অজ্ঞান সংমোহ, প্রণষ্ট বাক্য হইতে এবং মধ্যে "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতং" "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" এই সকল পুনরুক্তি দৃষ্টে পুস্তকখানি জ্ঞান স্বরূপের স্বরূপ প্রকাশ ও প্রাপ্তির জন্য উক্ত, ইহাই বলিতে হয়। বিশেষতঃ মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে ভগবান অর্জ্জুনকে গীতার সারমর্ম্ম পুনঃ অনুগীতাধ্যায়ে বলিয়াছেন—তথায় "সহি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে" এবং "নৈবধর্ম্মী নচাধর্ম্মী ন চৈবহি শুভাশুভী। যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্॥" এবং "জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণং" বাক্য হইতে জ্ঞানই গীতার বক্তব্য। এই পৃথিবীতে সবাই সুখ শান্তি চায়, সেই সুখশান্তি স্থায়ী ও নিরাবিল হয় ইহাই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু এই কামনা প্রায়শঃ ফলোপধায়ক হয় না। গীতাতে সেই ঐকান্তিক শাশ্বত সুখ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন যে ইহা লাভ সম্ভবপর এবং লাভ করিবার উপায়ও নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ২।৭১ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তি মধিগচ্ছতি॥

৫।২১ শ্লোকে

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
স ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে ॥

৬।২৭।২৮

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥

১৪।২৭

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃত স্যাব্যয়স্যচ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

১৪।২৬

মাং চ যোহব্যভি চারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

এই শ্লোকে অব্যভিচারি ভক্তি দ্বারা ভগবানের সেবা করিলে ত্রিগুণ (সত্ব রজ তমঃ) অতিক্রম করা যায়; তিন গুণের অতীতেই অক্ষয় অত্যন্ত সুখ স্বরূপ ব্রহ্মলাভ, নিত্যানন্দ প্রাপ্তি।

২।২৫ শ্লোকে উক্ত—

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দো নিত্য সত্বস্থো নির্যোগ ক্ষেম আত্মবান্ ॥

তিন গুণের অতীতে পরমানন্দ প্রাপ্তি, তাই ত্রিগুণাতীত হইতে বলিয়াছেন। ১৮।৫৩ শ্লোকে—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

এই অহঙ্কার শব্দে যে অহং আছে সেই অহং এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অহমস্মি" প্রভৃতি মহাবাক্যে যে অহং পরিদৃষ্ট হয় তাহা কি এক? গীতাতে বহু স্থলে অহং শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যেমন,—

৭।৬ অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।
৭।১৫ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
৯।৪ ন চাহং তেষ্ব বস্থিতঃ
৯।২৪ অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা
৯।২৯ সমোঽহং সর্ব্ব ভূতেষু
১০।২০ অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্ব ভূতাশয়স্থিতঃ
১৪।৩ অহং বীজপ্রদঃ পিতা
১৫।১৫ সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো * * *
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥

অহং শব্দ পরমাত্মাকে বুঝায় যেমন ব্রহ্ম শব্দ। সেই ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার; তাঁর কোন কৃতি বা ক্রিয়া নাই। ইহাই কঠ শ্রুতিতে উক্ত "ন হ্যকৃত কৃতেন"। পুরুষ কৃতি যোগ করিলে উহা দোষ দৃষ্ট হয়। অহং শব্দে কৃতি

সংযোগ দ্বারা যাহা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা বন্ধ্যাপুত্রবৎ, যাতে যা নাই তাতে তদারোপ করা হয়। অহং কৃতির অহং প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে; কারণ কৃতি প্রকৃতির অঙ্গ, গুণত্রয় কৃত। ব্রহ্মে অহং কৃতি আরোপ বাক্য মাত্র; অহং করোমি এই যে কর্তৃত্ব বুদ্ধি তাহাই অহঙ্কার; বস্তুতঃ যিনি অহং তিনি কিছু করেন না। এই আরোপ অজ্ঞান জনিত। অজ্ঞানই অহঙ্কারের জনক। এই অহঙ্কার ও অজ্ঞানজনিত যে সংমোহ তাহা বিদূরিত হইলে ঐকান্তিক সুখশান্তি মিলে। "তাই গীতাশেষে ভগবান্ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, এই গীতা শ্রবণে তোমার অজ্ঞান-জনিত সংমোহ নষ্ট হইয়াছে ত?" অর্থাৎ অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে ত? অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে ত? জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান নাশ, যেমন সূর্য্যোদয়ে তিমির নাশ হয়। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মাকে পরমাত্মা বলে; আর অজ্ঞানাবৃত আত্মাকে জীবাত্মা বলে; গমনার্থ অত ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিলে আত্মা শব্দ নিষ্পন্ন হয়, অর্থ, যিনি সর্ব্বত্রগ। অথবা জ্ঞানগম্য। যেমন "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম।" গীতা ৮।২১ অর্থ যাহাকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ যাঁতে গমন করিলে আর পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না, সেই আমার পরম স্থান। গমনও কার্য্য। সব কার্য্য শেষ হয়, অহঙ্কার নাশে। তাই গীতাতে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ অহঙ্কার নাশ করার উপদেশ করিয়াছেন—২।৭১ 'নিরহঙ্কার'

৩৷২৭ 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তা হামিতি মন্যতে।' ১২৷১৩ 'নিরহঙ্কার' ১৮৷১৭ 'যস্য নাহং কৃতোভাবো' ১৮৷৫৩ 'অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য'। অহঙ্কার যে প্রকৃতির অঙ্গ তাহা গীতা ৭৷৪, ৫, ৬ শ্লোকে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূমিরাপোনলোবায়ুখং মনোবুদ্ধি রেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতিস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তিধনঞ্জয়॥

প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধ এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকৃতি পুরুষের যে জ্ঞান উহাই যথার্থ জ্ঞান; গীতা ১৩৷৩৪ শ্লোকে, 'ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। ভূত প্রকৃতি মোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্"। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে গীতা কেন বলা হয়? যখন সমস্ত ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন তখন অর্জ্জুনকে "পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি" বাক্য বলিয়াই ভগবানের নিজ কর্ত্তব্য স্মরণ পথে উদিত হইল। সংহারই কেবল কর্ত্তব্য নহে। ভবিষ্যতের স্থিতির ব্যবস্থাও করা চাই। অনুলোম বিলোম বিবেচনায় কোন ব্রাহ্মণ উপদেশ প্রার্থী অপেক্ষা

ক্ষত্রিয়কে শিষ্যত্ব গ্রহণই শ্রেয়ঃকল্প এবং যুদ্ধের পশ্চাৎ ক্ষত্রিয় শিষ্য মিলন দুর্ঘট হইতে পারে তাই অর্জ্জুনকে অভিমুখ করিয়া সর্ব্বজনহিতায় এই গীতা কহিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ জানিতেন অর্জ্জুন যুদ্ধে দেহত্যাগ করিবেন না। অর্জ্জুনও সমগ্র আত্মীয় স্বজন বধে দেশ বালবিধবাদি সংকুল হইবে জানিয়া মোহ প্রাপ্ত বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হন। ভগবানের ভূভার হরণের বিরোধী হওয়ায় অর্জ্জুনের মোহ নিরাকরণ উপলক্ষ করিয়া যোগাবলম্বনে গীতা কহিয়াছেন। ভগবান দেখিলেন, দ্বাপর যুগে বেদের যে সামান্য পঠন পাঠন ছিল তাহাও কলির আক্রমণে থাকিবে না সুতরাং বৈদিক ধর্ম্ম বিনষ্ট না হয় তচ্চিন্তায় ধর্ম্ম সংস্থাপনোদ্দেশ্যে বেদের সার সংকলন করতঃ গীতা কহিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তাঁর শেষ উচ্ছৃঙ্খল যদু বংশ ধ্বংস করা কার্য্যে চিত্ত বিনিয়োগ করিতে হইবে। যদুগণের আবাস ভূমিও সমুদ্র জলে প্লাবিত হইবে। এজন্য ধর্ম্ম রক্ষার যে উপায় তাহা সময় থাকিতেই ভগবান করিয়াছেন। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা কহিয়াছেন। বিশেষতঃ বেদব্যাস উত্তরদেশ আর্য্যাবর্ত্তবাসী; তাঁহা দ্বারাই ভগবদ্বাক্য শ্লোকে যথাযথ ভাবে নিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইতে পারে এজন্য ব্যাসদেবের অস্তিকে গীতা বলা প্রয়োজন বোধে অবিমুক্ত কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা বলিয়াছেন। কেহ বলেন এত বড় গ্রন্থ যুদ্ধক্ষেত্রে বলা অসম্ভব। যাঁর শ্লোক পড়ার অভ্যাস আছে তিনি দেড় ঘণ্টায় গীতা পড়েন, গীতা বাক্যালাপের

ভাষায় আধ ঘণ্টায় কহা সম্ভবপর। পশ্চাৎ গীতা ব্যাসদেব শ্লোকে গ্রথিত করেন। ব্যাসদেবও ভগবানের জীবন লীলা শেষ হইতে চলিয়াছে জানিয়া সঞ্জয়কে কি কি কার্য্য হয়, হইবে, কেবল তাহা দেখিবার শক্তি না দিয়া এবং অন্যে কে কি বলেন তাহা শুনিবার শক্তিও দিয়াছিলেন; ইহা সবই ভগবানের অশেষ কৃপায় সংসাধিত হইয়াছিল। এবং ব্যাসদেব সেই ভগবদুক্তি ছন্দোবদ্ধ করতঃ মহাভারতান্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। মহাভারতের পরবর্ত্তীকালে সূত্রাদিতে স্মৃতিরূপে গীতাই গৃহীত হইয়াছে। ব্যবহারিক সত্ত্বায় অর্জ্জুন দেহাত্মক বুদ্ধিতে সমাজের দিকে তাকাইয়া যে আক্ষেপ গীতার প্রথম অধ্যায়ে করিয়াছেন তাহা প্রবীণ রাজনীতিকের ন্যায় বটে। অর্জ্জুনের জীবদ্দশাতেই অর্জ্জুন সমুদ্র প্লাবিত দ্বারকা নগরী হইতে বালক ও স্ত্রীগণ সহ ইন্দ্রপ্রস্থ গমনকালে অনুভব করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বার্দ্ধক্য নিবন্ধন গাণ্ডীব পরিচালনে অসমর্থ হন। এবং দেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় একক দস্যুগণ হস্ত হইতে রমণীগণের রক্ষণে সমর্থ হন নাই। ঐ সব রমণীগণ ইতরজনভোগ্যা হইয়াছিল। "সঙ্করোনরকায়ৈব" জানিয়া প্রচেষ্টার বিফলতা দেখিয়া ক্ষোভযুক্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়াই যুধিষ্ঠিরাদি সহ মহাপ্রস্থান করেন। প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনোক্ত বিষয়ের ভগবান্ গীতায় কোন উত্তর দেন নাই। কারণ উহার উত্তর—"হাঁ এমনটি ঘটিবে" ব্যতীত আর কিছু ছিল না।

ভারতের পতন হইবে তাই গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ"।

ঋতেঽপিত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽ বস্থিতা প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥

প্রত্যেক সমাজ পতত্রির ন্যায় দুইপক্ষ ও পুচ্ছ ভরে উড্ডীন বা উন্নীত হয়। যেমন পক্ষীর এক পক্ষ ছিন্ন হইলেই উক্ত পক্ষী ভূলুন্ঠিত হয়, উড্ডয়ন সামর্থ্য রহিত হয় তদ্বৎ সমাজও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রূপ পক্ষদ্বয় ও বৈশ্যরূপ পুচ্ছ ভরে উন্নতি মার্গে অগ্রসর হয়; যদি এক পক্ষ ছিন্ন হয় তবে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। ক্ষত্রিয় রূপ পক্ষ ছেদন হওয়ায় আর্য্যসমাজ ভূলুন্ঠিত, পরপদ দলিত।

অর্জ্জুনের স্বধর্ম্মে অধর্ম্ম বুদ্ধি ও অনাত্মদেহে আত্ম বুদ্ধি করায় চিত্ত-মোহ ঘটিয়াছিল। সেই মোহ বিদূরিত করার জন্যই ভগবান্ গীতায় সহজাত কর্ম্মই স্বধর্ম্ম বলিয়াছেন। গীতা ১৮।৪৮ শ্লোকে "সহজং কর্ম্মকৌন্তেয় স দোষ মপিনত্যজেৎ। তথা ১৮।৬০ "স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃস্বেন কর্ম্মণা। কর্ত্তুং-নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্য বশোঽপিতৎ।" এই সব উক্তি হইতে স্বধর্ম্ম পূর্ব্ব-জন্ম-জাতকর্ম্ম ফল সহজাত কর্ম্মকেই বুঝায়। তাই অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম, এই জন্যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই উহার স্বধর্ম্ম। এমন যে স্বকর্ম্ম তাহা যথাযথ আচরণ

করিলে সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ ঘটে। ১৮।৪৬ শ্লোকে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"। ঐ ৪৫ শ্লোকে "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" বাক্য পরিদৃষ্ট হয়।

স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম কেহ কেহ স্ব বা আত্মার ধর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান আনন্দ লাভে প্রচেষ্টা ও পরধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গণ পরিচালিত পথে গমন, বলেন। স্বধর্ম্ম বা আত্মানন্দ লাভ জন্য নিধন প্রাপ্তিও শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এই স্বধর্ম্ম গীতার ১৪ অ ২ শ্লোকে "ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" বাক্যে কথিত হইয়াছে। এই মতে 'অর্জ্জুনকে যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ' বাক্যে জ্ঞানাসিনা মায়া ও তৎকার্য্য বিনাশের জন্য যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহ্বান বাক্য, স্বর্গই ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্ম লোকই তৎপ্রাপ্তি বলিয়া থাকেন।

এই কথাটি মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধ আখ্যানে বিবেচিত হইয়াছে। ব্যাধ ধর্ম্মসহ মাংস বিক্রয় ও পিতৃসেবা দ্বারা এবং সাধ্বী স্ত্রী পতি সেবা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন। তাহাই ধর্ম্ম যাহা ব্যক্তিকে ও সমাজকে উন্নীত করে; কেহ বলেন ধারয়তি পরংব্রহ্ম ইতি ধর্ম্ম। মীমাংসা শাস্ত্রে জৈমিনী চোদনা লক্ষণোঽর্থঃ ধর্ম্মঃ। তিনি বলেন যে কর্ম্ম বেদ বা আচার্য্য প্রেরিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। গীতায় "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" ৩।১৫; যাহা শব্দব্রহ্ম বেদ বিহিত, তদনুষ্ঠানই কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। মনু বলেন 'আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ'! বেদমূলক অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম ইহা গীতায় ১৬।২৩।২৪ শ্লোকে পাওয়া যায়—

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যৌ ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার মাত্রই কর্ম্ম বলা যায় কিন্তু তন্মধ্যে যেগুলি বেদ বিহিত তাহাই শাস্ত্রে কর্ম্ম সংজ্ঞাভুক্ত। বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম বিকর্ম্ম। ইন্দ্রিয় ব্যাপার রুদ্ধ করিলে অকর্ম্ম হয়। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই দুইটির মধ্যে কখন কোনটী পালন করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—
৫।১১।৬।১২—শ্লোক

যোগীনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গংত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে।
চিত্তশুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য ;
তৎপর ১৮।৪৯ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিংপরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ॥
৪।১৮।১৯

কর্ম্মণ্য কর্ম্ম যঃ পশ্যেদ কর্ম্মণিচ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্প বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥
৫।১৩

সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসাসংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরেদেহীনৈবকুর্ব্বন্নকারয়ন্ ॥

৩।১৭

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চমানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্যকার্য্যং ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভ হইলে তার কর্ম্ম শেষ হয়। কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম্ম বন্ধনহেতু। নিষ্কাম কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিদ্বারে গৌণভাবে জ্ঞানের কারণ কহা যায়। "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" চিত্তশুদ্ধির পর মোক্ষেচ্ছা হইলে স্বয়ম্প্রভ জ্ঞান উপস্থিত হয়। তখন কোন কর্ম্মই আর বন্ধন ক্ষম হয় না, ইহা পূর্ব্বধৃত ৪।১৯ শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

গীতায় কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুই নিষ্ঠা লিখে ; ভক্তিকে কোন নিষ্ঠা বলে না। সুতরাং স্বতন্ত্র নিষ্ঠারূপে প্রদর্শিত না হওয়ায় ভক্তি ঔপচারিক বলিতে হয়। যেমন কুমার ঘট নির্ম্মাণ জন্য কোন আশ্রয় চায়। যেমন কেহ সরবৎ প্রস্তুত করিবার জন্য কোন পাত্র আশ্রয় চায়। আশ্রয় সম্বন্ধে কেহ কিছু বলুক আর না বলুক, বিনা আশ্রয়ে ঘট কি সরবৎ তৈয়ার হইতে পারেনা, তেমনি বিনা ভক্তি আশ্রয়ে কর্ম্ম বা জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে—"যস্যদেবে পরাভক্তি র্যথাদেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" তেমনি গীতার শেষ ভাগে ভগবান্ বলিয়াছেন, "ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। নচাশুশ্রুষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি।" যার ভক্তি নাই তাকে শাস্ত্র শুনান নিষেধ। গীতাতে ভক্তি শব্দের স্থানে স্থানে প্রয়োগ আছে। যেমন—৯।২৬ শ্লোকে—"পত্রংপুষ্পং

ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।" ১২।১ শ্লোকে "এবং সতত .যুক্তা যে ভক্তাস্তাংপর্য্যুপাসতে।" "১১।৫৫ মৎ কর্ম্ম কৃৎমৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ সমামেতি পাণ্ডব॥" এই তিন স্থলে তিন প্রকার ভক্তির উক্তি দেখা যায়। শাস্তিল্য সূত্রে ভক্তি লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে, "সাপরানুরতি রীশ্বরে" ; নারদ ভক্তিসূত্রে—"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা"। কস্মৈ অর্থ আনন্দস্বরূপ দেবতাতে। নারদ পঞ্চ রাত্রে "সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষিকেন হৃষিকেশং পূজনং ভক্তিরুচ্যতে।" অর্থ, ইন্দ্রিয় গণের ঈশ্বর, যিনি সর্ব্বপ্রকার উপাধি শূন্য বলিয়া নিরতিশয় নির্ম্মল, তাঁকে ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পূজনকেই ভক্তি বলে। ইঁহাকে যিনি পত্রপুষ্পাদিদ্বারা পূজন করেন তাঁর ভক্তিকে বৈধী ভক্তি কহে। আর যিনি সততযুক্ত অর্থাৎ সততই জিহ্বাদ্বারা তাঁর গুণানুকীর্ত্তন করেন, শ্রবণদ্বারা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন শ্রবন করেন, নেত্রদ্বারা তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন করেন তাঁহার ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলে। তৃতীয়তঃ যাঁর বিষয় ৭।১৭ শ্লোকে বলিয়াছেন, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে"। ৮।২২ শ্লোকে "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যালভ্যস্তনন্যয়া।" ১১।৫৪ শ্লোকে "ভক্ত্যাত্বনন্যয়াশক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।" ১৩।১০ "ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী......এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্ত মজ্ঞানং বদতোন্যথা।" ১৪।২৬ "মাংচ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তি

যোগেন সেবতে। সগুনান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"॥
১৮। ৫৪,৫৫ শ্লোকে

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি।
সমঃসর্ব্বেষুভূতেষু মদ্‌ভক্তিংলভতেপরাম্॥
ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততোমাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বাবিশতেতদনন্তরং॥"

এই সকল শ্লোকে উক্ত ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি, যাহা স্বস্বরূপ অনুসন্ধানে নিযুক্ত করতঃ জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। যেমন অরুণোদয়ের পর সূর্য্যোদয় হয়, তেমনি এই শুদ্ধাভক্তি জ্ঞানসূর্য্য বিকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। তৃতীয় পক্ষাশ্রিত ব্যক্তি বলেন যে নিত্যযুক্ত হইয়া কীর্ত্তনাদি করিলে সেই অনুষ্ঠানদ্বারা নারদপঞ্চরাত্রোক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তার যথাযথ পূজন হয় না। যেমন পত্রেন পুষ্পেন ধূপেন দীপেন তোয়েন পূজনকালে পত্রপুষ্প ধূপ দীপ তোয় তাঁতে চিরতরে অর্পিত হয়, পূজক আর তাতে স্ব-স্বামিত্ব চিন্তা করেন না, তেমনি ইন্দ্রিয় দ্বারা পূজন অর্থ তদুদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় সমুদায় প্রদান, পুনঃ আর আমার ইন্দ্রিয় বলিয়া তাহাতে স্বামিত্ব ব্যবহার না রাখাই ইন্দ্রিয়দ্বারা পূজন; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি আর তোমার রহিল না এই বোধে তাহার ব্যবহার ত্যাগে চুপ করিয়া থাকা, "পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ," "আবৃত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"। যতি অর্থাৎ ভিক্ষুককে অজিহ্বাদি ষটক অভ্যাস করিতে হয়। তাহা এই—

অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গু রন্ধোবধির এবচ।
মুগ্ধশ্চমুচ্যতেভিক্ষু ষড়্ভিরেতৈর্নসংশয়ঃ॥
ইদংমিষ্টংইদংনেতিযোঽনশ্নন্নপিসজ্জতে।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে।
অদ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাঞ্চ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারঃ সষণ্ডকঃ।
ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিন্মুত্র করণায় চ।
যোজনান্নপরং যাতি সর্ব্বথা পঙ্গুরেব সঃ।
তিষ্ঠতোব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্নদূরগং।
চতুর্দ্দিক্ষুভুবং গত্বা পরিব্রাড্ সোঽন্ধ উচ্যতে॥
হিতাহিতং মনোরমং বচঃ শোকবহং চ যৎ।
শ্রুত্বাপিনশৃণোতীহ বধির সঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সান্নিধ্যে বিষয়ানাং চ সমর্থোঽ বিকলেন্দ্রিয়।
সুপ্তবদ্ বর্ত্ততে নিত্যং স ভিক্ষু মুগ্ধ উচ্যতে॥

এজন্য স্বস্বরূপানুসন্ধানই ভক্তি এরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। এইরূপ ইন্দ্রিয় ব্যাপার ত্যাগ করতঃ নিশ্চল ভাবে অবস্থানকে ধ্যান-সমাধি কহা যায়। এই অবস্থাকে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া থাকেন অনেকে, অসম্ভব মনে করেন ততোধিক সংখ্যক ব্যক্তিগণ। এই প্রকার ভাবান্বিত গণের পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ গোতমমুনির রুদ্ধেন্দ্রিয় বৃত্তি হইবার উপদেশ শ্রবণে বলিয়াছিল,—

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমুচে মহামুনিঃ।
গোতমং তমবেত্যৈবযথাবিত্থতথৈব সঃ॥

অর্থ গোতম মুনি মহামুনি, তিনি শাস্ত্র বলিয়াছেন যে মুক্তি চাও তে পাথর হয়ে যাও। এই মত বক্তা তাঁর পিতৃদত্ত নামের সার্থকতা করিয়াছেন ; ইহাঁর বুদ্ধি তম প্রত্যয়ান্ত গোবৎই বটে। জ্ঞান অর্থ অববোধন, উপলব্ধি। অস্তি এই উপলব্ধি দ্বারে যে প্রমোদ আনন্দ তাই জ্ঞানের স্বরূপ। অর্থাৎ অস্তি ভাতি প্রিয়তা লক্ষিত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্মোপলব্ধিই জ্ঞান। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" কঠ ৬ বল্লী ১২ মন্ত্র বলেন,—

'সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম।'

তৈ, ব্র বল্লী বলেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' ঐ শ্রুতিতে আছে, 'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদোদক্ষিণ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা।' ঐ উ. বলেন, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।' বৃ. আ. বলেন, 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম।' সেই তৎপদ বাচ্য পুরুষবিষয়কজ্ঞানই ব্রহ্মানন্দ ; সেই আনন্দ কিরূপ তাহা বৃ. আ. ৪।৩ ব্রা. ও তৈ. ব্র. বল্লীতে বর্ণিত আছে। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলে যে আনন্দ তাহা অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ ১০০০০০০০০০০ গুণ অধিক। গীতা ৪।২৩ "জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ"

বাক্যে জ্ঞান অর্থ জ্ঞানস্বরূপ পুরুষে অবস্থিত চিত্ত বলিয়াছেন। ৪।৩৪ "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং।" অর্থ তোমাকে জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ করিবেন। ৯।১ "জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেহ শুভাৎ।" ১৪।১ "জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমং। যজ্জ্ঞাত্বামুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ॥" ১৮।৫০ "সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥" ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানই আনন্দ ময়। এজন্য ঐকান্তিক সুখ প্রার্থীর জ্ঞানই চর্চ্চার বিষয় মাত্র। গীতাতে কর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা বলা হইয়াছে। ইহা শ্রুতি সম্মত বলিয়াই বলা হইয়াছে। অধিকারীভেদে ব্যবস্থা। ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ২০শ অধ্যায়ে ভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন, "নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগোন্যাসিনামিহকর্ম্মস্থু। তেষ্বনির্ব্বিন্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্। ৭। যদৃচ্ছয়ামৎ কথাদৌজাত শ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিন্নোনাতিসক্তোভক্তিযোগোহস্যসিদ্ধিদঃ ।৮। তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীতনির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধাযাবন্নজায়তে।" যাহার বুদ্ধি নিরতিশয় সত্ত্ব প্রধান, সে জ্ঞানপথের পথিক হয়, আর যার সত্ত্ব রজঃ মিশ্র সে কর্ম্মযোগ অবলম্বন করে; আর সব কাম্যকর্ম্মী। যেমন ঈশোপনিষদে ঈশ্বরকে, ব্রহ্মকে পাইবার জন্য এষণাত্রয়ত্যাগে বুদ্ধিকে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মাকারাবৃত্তিস্থ করিবার উপদেশ দিয়া পশ্চাৎ

তাহাতে অশক্ত ব্যক্তিকে শতবর্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার কথা বলা হইয়াছে। যে গণিতবিদ্যায় ২৫ নম্বর রাখিতে পারে না, তার চিরকাল একই শ্রেণীতে থাকিতে হয়। এইরূপ কঠ-উপনিষদেও প্রেয় ও শ্রেয় বলা হইয়াছে ; যে শ্রেয়পথে, জ্ঞানের পথে চলিতে অসমর্থ সে সাংসারিক কর্ম্মপ্রিয় হইয়াই থাকিবে। তেমনি মুণ্ডকে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার দুই পথ কহিয়াছেন। তেমনি ছান্দোগ্যে "নানাতু বিদ্যাচাবিদ্যাচ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়াউপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" গীতাতেও ভগবান্ কর্ম্মের অবধি বা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। "যুঞ্জ্যাদ্‌যোগ মাত্মবিশুদ্ধয়ে" ।৬।১২। "যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা" ৫।৭। "কায়েন মনসাবুদ্ধ্যাকেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি। যোগিনঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গতক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।" ৫।১১। "নহিজ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে। তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"৪।১৮।"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।"১৬।১। "সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথাব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধমে। সমাসেনৈব-কৌন্তেয় নিষ্ঠাজ্ঞানস্য যা পরা।" ১৮।৫০। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতাজনকাদয়ঃ" ।৩।২০ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ হয়। সাধনাৎ সিদ্ধি। জ্ঞান সাধ্য নহে এবং তৎপ্রাপ্তি মুক্তি সিদ্ধি নহে। কর্ম্মমাত্রই ত্রিগুণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। জ্ঞান ত্রিগুণা-তীতে। "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদানিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।" "সগুণান্‌সম-তীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" তথায় কর্ম্ম দূরে থাকুক, গুণেরই প্রবেশাধিকার নাই, প্রবেশ করিবা মাত্র কর্ম্ম ভস্মসাৎ হয়।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ।৪।৩৭। সুতরাং তৃণগুচ্ছের অগ্নিসহ সংযোগবৎ জ্ঞানসহ কর্ম্মের একত্রাবস্থান অসম্ভব। জ্ঞান নিবৃত্তি-মার্গে, কর্ম্ম প্রবৃত্তিমার্গে ; কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক বা দেবলোকে গতি হয়, পুনরাবর্ত্তন ঘটে ; জ্ঞানীর কোন গতি নাই, পুনরাবর্ত্তন নাই। বেদোক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারাই মুক্তি হইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বেদোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ দোষাবহ বলিয়া কাহারও মনে হইতে পারে। তৎসম্বন্ধে বিচার্য্য এই, কাম্যকর্ম্মও বেদোক্ত। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাও যেমন, কর্ম্ম মাত্র ত্যাগও সেই প্রকারই। অবস্থাভেদে ব্যবস্থা বিভেদ হইয়া থাকে। ইহ জীবনে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেও যদ্যপি নূতন দেহ উৎপন্নকারক কর্ম্মফলাভাব তত্রাচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের সঞ্চিতকর্ম্ম ফলনোন্মুখ হইয়া নূতনদেহের সৃষ্টি করিবে সুতরাং মোক্ষ হইতে পারে না। জ্ঞানাগ্নিব্যতীত ঐ সঞ্চিত কর্ম্মরাশি নাশের উপায় নাই। সুতরাং কর্ম্মদ্বারা মোক্ষ সম্ভবপর নহে। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি দ্বারায় ব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন ; উহা সন্ন্যাসেনাধিগম্য। ১৮।৪৯।৫০ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য। উহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং গীতায় জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় বলে না।

প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বীর জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ ও নিবৃত্তি মার্গীর জন্য জ্ঞান যোগ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গীতা ২।৫৯

শ্লোকে "বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্যদেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসো-হপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে॥" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি ইন্দ্রিয়গণের জয় দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শন দুই স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই পরমাত্মার দর্শনটীর অর্থ সর্ব্বভূতে আপনাকে ও আপনাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন। যেমন গীতা ৬।২৯ শ্লোকে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।" এইরূপ সমবুদ্ধির বিষয় গীতাতে বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। ২।১৫ "সমদুঃখসুখংধীরং" ২।৩৮ "সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা" ২।৪৮ "সমত্বং যোগ উচ্যতে।" ৫।১৮ শুনিচৈবশ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। ৫।১৫ "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম সম অর্থাৎ ইহাতে কোন বৈষম্য বা ভেদাভেদ নাই; অখণ্ড এক রস। আর প্রকৃত কৃতি সৃষ্টি বৈষম্যে উৎপন্ন হয়, সমতায় প্রলয়গত হয়। "বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ। এজন্য প্রকৃতি বা তমের পারে ব্রহ্ম "জ্যোতিষাং জ্যোতি তমসঃ পর মুচ্যতে"। ১৩।১৭ প্রকৃতির বৈষম্যযুক্ত সৃষ্টি-তত্ত্ব অধুনা বিজ্ঞানবাদীগণও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাও এক প্রোটাইলের কাঁপ চাপ তাপাদির বিভিন্নতায় দ্রব্য সমুদয়ে বিভিন্নতা কল্পনা করেন। যেমন একই কার্বন কার্বনিক গ্যাস, পাথর-কয়লা, গ্রেফাইট ও ডায়মণ্ড বা হীরকরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্বৎ প্রোটাইলের গতি চাপাদি নিবন্ধন ইহা সুবর্ণ, ইহা রজত, ইহা তাম্র ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়। যাঁরা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানবাদী তাঁদেরও মতে একই নেবুলা হইতে সূর্য্য

ও গ্রহ উপগ্রহাদি উৎপন্ন হয় এবং উহারাই কালে মিটিয়র হইয়া পৃথিব্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া বায়ুমণ্ডলের সংঘাতে ভস্মীভূত হইয়া নিজ নিজ নাম রূপ ত্যাগ করিয়া অস্তমিত হইয়া থাকে। যেমন স্থাবর জগতে তেমনি জঙ্গমে। প্রকৃতি সব প্রাণীকে সমবুদ্ধিযুক্ত করে না, তজ্জন্য বুদ্ধির তারতম্যাদি অনুসারে জীবগণ হীন বা উচ্চ জীবন যাপন করে; ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বৈষম্য জন্য মনুষ্য মধ্যে কেহ রাবন, কেহ কুম্ভকর্ণ কেহ বা বিভীষণ হয়। কেহ জোসেফ্ বোনাপার্টি কেহ বা জিরোম বোনাপার্টি, কেহ বা নেপোলিয়ন বোনাপার্টি হয়। কেহ বা দারা কেহ বা ঔরঙ্গজেব হয় কেহ বা মুরাদ হয়। এই প্রকৃতির বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে যখনই কেহ সমতা করিবার প্রচেষ্টা করে, তখন খণ্ড প্রলয় বা যুদ্ধ বিগ্রহাদি হয়। ফরাসী বিপ্লবী ভল্‌টেয়ার ও মিরাবোঁ প্রভৃতি রুসো প্রণীত গ্রন্থ হইতে সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার নীতি গ্রহণে কার্য্য পরায়ণ হইলে ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে মহান্ বিপ্লব ঘটে। ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হয়, ফলে তিন বৎসর বিভীষিকার উদ্দাম নৃত্য চলে। পশ্চাৎ এক ডাইরেক্টরী গঠিত হয় ১৭৯২ অব্দের শেষভাগে। আর নেপোলিয়ান সম্রাট হয় ১৭৯৯ অব্দে; তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করেন। সেই সাম্যবাদের ফলে ইউরোপে একখণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল। তেমনি ১৮১৮ সালে রুষিয়ায় বিপ্লব হয় তাহার ফলে বহু নরমুণ্ড পাত হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে।

নিকোলাস জারের স্থলে ষ্টালিন বিরাজমান; সেণ্টপিটার্স বর্গ লেনিন্‌গ্রাড্ হইয়াছে। ইণ্টার্নমেণ্ট্ একস্‌ টার্ন মেণ্ট্, কেপিট্যাল পানিস্‌ মেণ্ট্ উভয়ত্র সমান। ফ্রিডম অব্ থট্ বা স্পিচ্ বিষয়ে উভয়ত্র তুল্য অসহনশীলতা পরিদৃষ্ট হয়। আবার এই আঠার বৎসর মধ্যেই রুষ রাজ্যে ব্যক্তিগত আয়ের সমতা বিদূরিত হইয়া হাজার হাজার টাকার বৈষম্য ঘটিয়াছে,—ফিল্ডমার্সাল্, জেনারেল, মেজর, ক্যাপটেন ইত্যাদি বৈষম্য সূচক পদবী যাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পুনঃ সৃষ্টি হইয়াছে। লোয়ার হাউস্, আপার হাউস্ হইতেছে। ধর্ম্ম নির্ব্বাসন হইতে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই ভোটাধিকার থাকিবে ইহা তাহার নিদর্শন বলা যাইতে পারে। সুতরাং বলিতে হইবে যে প্রকৃতি তার বৈষম্য পুনঃ স্থাপন করিতেছে। বুদ্ধির বৈষম্য বিদূরিত না হইলে সমাজে সব সমান হইতে পারে না; সত্ব রজ ও তমোগুণের বৈষম্য জন্য প্রত্যেক সমাজে মিশনারি, মিলিটারী, মার্চ্চেণ্ট ও মেনুয়েল লেবরর আছে ও থাকিবে। নিগ্রো থাকিবেই, নেটিভের পিলা ফাটিবেই। ইহুদীদিগের বহিষ্কার ঘটিবেই। কারণ রজোগুণ সৃষ্টিতে প্রবল। কাম, ক্রোধ, লোভ রজো গুণের কার্য্য। তাই ত্রিগুণাতীতে সমতা বুদ্ধির স্থান গীতাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। সমবুদ্ধি ব্যক্তির সংখ্যা হাজার হাজার হইতে পারে না। যদি বঙ্গ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কম্যুন্যাল এওয়ার্ড না চায়, না চাউক্, তারা তজ্জন্য টু শব্দ

করিতে পারিবে না, করিলে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" কংগ্রেস্ নেতা বুলুভাই উত্তম দণ্ড বিধান করিবেন। অর্থ নেতার স্লেভ সদৃশ হইয়া থাক। নেতা অর্থই যে অন্য সব লোকে তার কথায় উঠা বসা করবে। অথচ "সব সমান" মুখে কপচাইলেই সব সমান স্বাধীন হইল কি? দেখা যায় যে ধনী পিতা আপন চারি পুত্র মধ্যে চারি চারি লক্ষ করিয়া নিজ ধন সমানে বণ্টন করিয়া দিয়া দেহত্যাগ করেন, চারি বৎসর পর দেখা যায় এক ভাইর সম্পত্তি ছয় লক্ষ হইয়াছে। এক ভাইয়ের সম্পত্তি নিলাম হইবার উপক্রম হইয়াছে। অপর ভ্রাতার সম্পত্তি চারি লক্ষই আছে, চতুর্থ ভ্রাতার সম্পত্তি দুই লক্ষ হইয়াছে যদি এই চারি জনের সম্পত্তি পুনরায় বাঁট করা যায় তবে আবার চারি বৎসর পর পুনরায় ঐ দশাই দেখিতে পাইবে। এরূপ বণ্টন কেহ সমীচীন বলিতে পারেন না। প্রকৃতির বৈষম্য নানাপ্রকার। মঙ্গোল জাতির দাঁড়ি গোঁফ হয় না। নিগ্রোর চুল কোঁকড়ানোই হয়। আর্য্যজাতির কপাল একরূপ। দ্রাবিড় জাতির খুপরি অন্যরূপ। একই ব্যক্তির দুই হাতে সমান বল হয় না। স্ত্রীপুরুষে ভেদ, সমতল ও পর্ব্বতে ভেদ; ভেদই সৃষ্টি। আম, জাম, নারিকেল, গুবাক্ কাঁঠাল স্বতন্ত্রই হইবে। এজন্য সমতা প্রকৃতির রাজ্যে সম্ভবপর নহে। প্রকৃতির রাজ্যের বাহিরে অর্থাৎ পারমার্থিক সত্ত্বায় সমতা সম্ভবপর। ইহাই গীতা শাস্ত্রের মর্ম্ম। শাস্ত্রই প্রমাণ, ইহা ভগবান্‌ও গীতাতে কহিয়াছেন,

"তাস্মচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যৌ ব্যবস্থিতৌ ।১৬।২৪
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ১৬।২৩

শাস্ত্রে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করতঃ যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে অনার্য্য, ক্লীব ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে শাসন করিয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। অর্জ্জুন উত্তম অধিকারী না হওয়ায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ স্তত্ত্ব দর্শিনঃ
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।৪।৩৫ ।

গীতাতে অর্জ্জুন উপলক্ষ মাত্র। গুরুশিষ্য সংবাদ রূপে উপনিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থে উক্তি প্রত্যুক্তি দেখা যায়। মনঃ কল্পিত শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াও গ্রন্থ লিখা হয়। গীতাতে অর্জ্জুনের শিষ্যত্ব মনঃকল্পিত না হইলেও গীতার সমস্ত উপদেশ অর্জ্জুনের জন্য বলা হয় নাই। গীতাতে উত্তম অধিকারীর জন্য যে সকল উপদেশ আছে তাহা সর্ব্বজনহিতায়। অর্জ্জুনের সাময়িক মোহ বিদূরিত হইলে অর্জ্জুন গীতা শ্রবণে তাহার মনন, নিসিধ্যাসন করেন নাই। তাহা অনুগীতার প্রারম্ভে বর্ণিত আছে। অর্জ্জুন সেই উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াছেন। অর্জ্জুনের দেহপাতান্তর পরলোকে গতি মহাভারতেই বর্ণিত আছে। শাস্ত্রে

বলে জ্ঞানীর স্বর্গাদি গতি হয় না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত অর্জ্জুন জ্ঞান লাভ করার জন্য গুরু শুশ্রূষাদি করতঃ মোক্ষ পথের পথিক হন নাই। অস্ত্র লাভের জন্য তিনি যেরূপ তপস্যা করিয়াছেন তেমন কোন তপস্যাদি জ্ঞান লাভার্থ অর্জ্জন করার বিবরণ কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। যেমন উদ্ধব ভগবানের দেহত্যাগের পর আচরণ করেন তেমনটী অর্জ্জুনের বিষয়ে উল্লেখ না থাকায় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করতঃই গীতা ভগবান্ বলিয়াছেন বলিতে হইবে। গীতাতে পুনর্জ্জন্মবাদ অতীব পরিস্ফুট। কোন কর্ম্মই বৃথা যায় না, কর্ম্মফলে যে পাপপুণ্য অর্জ্জিত হয়, তাহা পরজন্মে সহায় বা বিরোধী হইয়া থাকে। গীতাতে কর্ম্মফলেই উচ্চনীচাদি গৃহে জন্ম-লাভ ঘটে, যেমন,—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।৬।৪১।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।১৬।২০

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।৬।৪৭

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।১০।৪১

এই স্বভাব শব্দ গীতা ১৮।৬৯ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

স্বভাবজেনকৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।

কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ॥

মনুষ্য কর্ম্মফলে যেরূপ সাত্বিক বা রাজসিক বুদ্ধিযুক্ত হয় তদনুসারে তার সাধনভজনাদিও ঘটিয়া থাকে। সত্ত্বগুণী একেশ্বর-

বাদী হয় ; রজোগুণী নানাত্বদর্শী হয়। এজন্য গীতাতে ভূতযাজী, দেবযাজী ও আত্মযাজীর স্বতন্ত্র ফল লিখিয়াছে। "ভূতানি যান্তিভূতেজ্যা। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।" নিরীশ্বর তমোগুণী অপেক্ষা এই সব বিভিন্ন স্তরের পূজা উপাসনাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই উদ্দেশ্য। শাস্ত্র সর্ব্বজন হিতৈষী ; সুতরাং সকলের জন্যই সাধন ভজনের তাৎকালিক ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু গীতামতে নিঃশ্রেয়স বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ আত্মযাজীর বা জ্ঞানীর। জ্ঞানীই তদ্ বিষ্ণোঃ পরমংপদং প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; উহাতেই মনুষ্য জীবনের কৃতকৃত্যতা। বর্ত্তমান যুগে লিডরের গলে মাল্যার্পণ করিয়া পূজা করিলেই লোক কৃতার্থ হয়। তাঁহারা মনে করেন সোসাইটী, ফ্রেণ্ডসিপ্ ও লাভ্ এই ত্রিতয় মনুষ্যের বিশেষ সম্পত্তি ; ইহাই ঈশ্বর প্রদত্ত। তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন না যে উহা মনুষ্যের ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ সম্পত্তি কিনা? উহা পিপীলিকা হইতে হস্তী পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রাণী সাধারণ। এজন্যই গীতাতে প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন সমাজের দুর্দ্দশার চিত্র উপস্থিত করিলেও ভগবান্ তৎপ্রতি দৃষ্টি দেন নাই বা অর্জ্জুনের প্রশ্নের জবাব দেওয়া সমীচীন মনে করেন নাই। দেহাভিমান সর্ব্বপ্রাণীতেই দৃষ্ট হয়। নিজ দেহ, পুত্র দেহ, স্ত্রীদেহ, মাতৃদেহ, পিতৃদেহ, কন্যা দেহ, বন্ধু দেহ গুরু দেহ ইত্যাদি সব দেহে পুষ্টির জন্য যে প্রচেষ্টা তাহা সুকৌশলে রক্ষার যে ব্যবস্থা তাহাকে দেহাভিমান বলে।

সমাজ বা সোসাইটী দেহসমষ্টিকেই বলে; পিপীলিকা মধুমক্ষিকা ইহারাও সমাজবদ্ধ হইয়া রিপাব্‌লিকে বাস করে, অর্থসঞ্চয় করে, গৃহনির্ম্মাণ করে। আত্মরক্ষার্থ হুল ফুটায়, দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করে। একটী স্ত্রীকাক ও পুরুষকাক মিলিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, বাচ্চাদের তাহারা পালন করে। তাহার আবাসগৃহ যে বৃক্ষে তাহাতে যদি কেহ আরোহণ করে তবে তাহাকে উভয়েই আক্রমণ করে। এবং সে নিবৃত্ত না হইলে ডেঞ্জার সিগন্যাল (বিপদসূচক চীৎকার) দেয় তখন চারিদিক্ হইতে বহু কাক আসিয়া বৃক্ষ-আরোহণকারীকে আক্রমণ করে। যে দুটী কাকের বাসা তারা যেন নিজ আবাসগৃহের জন্য লড়িতেছে কিন্তু বহিরাগত কাকগণের উহা বাসস্থান নহে, তারা আসে এই বুদ্ধিতে যে, আমার স্বজাতি ভাই দুঃস্থ, বিপদগ্রস্ত; তাই তার রক্ষণ জন্য সমবেত শক্তিতে আক্রমণ করা উচিত। বিকালবেলা যখন উদরপূর্ত্তির চিন্তা নাই তখন এক বৃক্ষে শতাধিক কাক একত্র হইয়া বার্ত্তালাপ করিয়া ইভিনিং পার্টি করে দেখা যায়। একটী বানরের বাচ্চা ধরিলে শত বানর আসিয়া আক্রমণ করিয়া থাকে। হাতীর বিষয়ও এইরূপ জানা যায়। দুঃস্থ স্বজাতি ভ্রাতার জন্য ইহাদেরও সমবেত চেষ্টা (ইউনাইটেড্ এক্ট) দেখা যায়। সুতরাং সমাজের জন্য যে জীবন যাপন তাহা কিছু প্রাণী-ধর্ম্মের অতিরিক্ত বলা চলে না। মনুষ্যত্ব প্রাণীসাধারণে যাহা

দৃষ্ট হয় তদতিরিক্ত কিছু হইবে। এবং সভ্য সমাজের ঈশ্বরপ্রেমিক মিসনরী, মৌলানা, ভিক্ষু, লামা প্রভৃতির চরিত্র পাঠে মনুষ্যত্ব সামাজিক অভ্যুদয় মাত্র নহে বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে মনে হয়। কোল, ভীল, সাঁওতালও একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করে। ধর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষ দান যাহা ঈশ্বর দিয়াছেন। ধর্ম্ম অর্থ নরহত্যায় পটুতা নহে। ধর্ম্ম জ্ঞান-সঞ্চয়। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান। এই জ্ঞান সমাজে থাকিয়া হয় না। এজন্য গীতায় ভগবান "বিবিক্ত দেশসেবিত্ব মরতি র্জনসংসদি" বাক্যে ১৩।১০ শ্লোকে বলিয়াছেন। "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।৬।১০ বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায় মানসঃ। ধ্যান-যোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ" ১৮।৫২। সামাজিক অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার উপদেশও গীতায় আছে। এজন্য বলিতে হয় মনুষ্য জীবনের কৃতকৃত্যতা সমাজ রক্ষায় এই কথা গীতা বলেন না। ব্রহ্মজ্ঞানই পরমানন্দদায়ক, মনুষ্য জীবনের অবসানকারক। এজন্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে জীবন ধন্য করিতে হইলে "মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ং" প্রয়োজন। তজ্জন্য বাল্মীকি বা বুদ্ধদেবের ন্যায় "ইহাসনে শুষ্য তু মে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চ লিষ্যতে।" এইরূপ দৃঢ়তাসহ আরম্ভন চাই। অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব অদ্বয়তত্ত্ববাদী ছিলেন না। তাহা যে ভুল তাহা অমরকোষে বৌদ্ধ অমর

সিংহ আর্য্যদেবগণের পর্য্যায় বলিবার প্রথমেই সুগত বুদ্ধের নামপর্য্যায় বলিয়াছেন। তথায় অদ্বয়বাদী বিনায়ক লিখিত আছে। গীতার নির্ব্বাণই বুদ্ধের নির্ব্বাণ। বুদ্ধ মহাভারত ও গীতার পরবর্ত্তী—এই ব্রহ্মনির্ব্বাণই গীতার মর্ম্ম ইহাই গীতা শিক্ষা দেয়।

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃপার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" ॥ ২।৭২

পৌরাণিক আখ্যানে নিহিত বেদান্ত-তত্ত্ব

অদ্বৈত তত্ত্বই যে বেদ বেদান্তের বিষয় ইহা বেদান্ত সূত্রের প্রারম্ভেই "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, তৎত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রদ্বারা সূচিত। এই বেদান্ত সিদ্ধান্ত সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত লক্ষণা পুরাণের নানা আখ্যায়িকার দ্বারা আবৃত হইয়া স্থান পাইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে দেখান যাইতেছে। মহাভারতাদি গ্রন্থে গরুড়ের অমৃতহরণ এক আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সার অংশ পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে এখানে বিবৃত করা গেল, যাহাতে উহার প্রকৃত মর্ম্মাবধারণে সহায়ক হইতে পারে।

দেবাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন। সমুদ্র মন্থন ঋগ্বেদে স্পষ্ট বর্ণিত নাই, কিন্তু সোমরূপ অমৃত উপরসমুদ্র, আকাশ বা স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে দোহন করা হইয়াছিল ঋ ৯।১১০।৮ ৯।৮৫।৯ মন্ত্রে আছে; এই মন্থন ফলে কালকূট উৎপন্ন হইল। ইহা সংসাররূপ অজ্ঞান, অবিদ্যাকৃত কর্ম্মাত্মক বিষয় বিষরাশি যাহা জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরাগ্নি অনায়াসে গ্রাস করিলেন পশ্চাৎ বিদ্যাকৃত দেব ঐশ্বর্য্যাদির উদ্ভব ঘটে, ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা দেবরাজ গ্রহণ করেন, অলক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইলে লক্ষ্মীকে বিষ্ণু গ্রহণ করেন আর অলক্ষ্মী বিষয় দ্রারিদ্র্য তত্ত্বমসি মহাবাক্য দ্রষ্টা এষণাত্রয় বৰ্জ্জিত উদ্দালক আরুণি গৌতমকে প্রদত্ত হয়। পশ্চাৎ পারিশেষ্যাৎ অমৃতোদ্ভব হইলে দেব ও অসুরে তৎপ্রাপ্তি নিমিত্ত আপোষে লড়াই হয়; যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে যে প্রজাপতির নিকট অমৃত তত্ত্ব জানার জন্য অসুররাজ বিরোচন ও দেবরাজ ইন্দ্র একই সময়ে উপস্থিত হইয়া ৩২ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যাচরণ অনন্তর প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াই অসুররাজ বিরোচন রহস্য অবগত না হইয়াই অধৈর্য্য হইয়া রাজ্যাদি মোহে স্বরাজধানীতে চলিয়া যান এবং ইন্দ্র ধৈর্য্যচ্যুত না হওয়ায় অমৃতত্ত্ব লাভ করেন; তেমনি অসুরগণ বিষ্ণুর মোহিনী মায়া ঐশ্বর্য্যে বদ্ধচিত্ত হওয়ায় অমৃতত্ত্ব লাভ করে নাই। মায়ামোহে অবিমুগ্ধ ব্যক্তি অমৃতত্ত্ব লাভ করে, এই অমৃতত্ব দেবগণ অতি সংগোপনে তৃতীয় স্বর্গে রক্ষা করেন। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে যে

দধীচি এই অমৃতত্ত্ব বা মধুতত্ত্ব প্রাপ্ত হন ; দেবরাজ ইন্দ্র আদেশ করেন যে উহা তাঁহার অজ্ঞাতে কাহাকেও দিবে না, দিলে যে মুখে পড়িবে তাহা ইন্দ্র কাটিয়া ফেলিবেন ; দধীচি অশ্বমুখে ঐ বিদ্যা অশ্বিনী যুগলকে প্রদান করিলে ইন্দ্র ঐ মস্তক ছেদন করেন। অশ্ব শব্দ বেদে বেদ-বেদ্য পুরুষকে লক্ষ্য করে, ইন্দ্র অশ্ব হইতে জাত। ঋ ১০।৭৩।১০ অশ্ব অর্থ ন শ্ব অর্থাৎ নিত্য সত্য হইতে জাত, সেই কারণে পুরাণে সম্ভবতঃ বর্ণিত আছে যে সূর্য্য অশ্ব বা বাজীরূপ ধারণে যাজ্ঞবল্ক্যকে শুক্ল যজুর্বেদ প্রদান করেন ; কোন পুরাণে লিখে যাজ্ঞ্যবল্ক্য বাজীরূপ হইয়া ঐ বেদ গ্রহণ করেন। বিশেষ শুক্ল যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত নানাপ্রকার যজ্ঞকর্ম্ম বিবৃত ; চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অমৃতত্ত্ব যে ব্রহ্ম কথিত তাহা মহর্ষি দধীচি হইতে আগত। এই দেবগণ-সুরক্ষিত অমৃত পানের জন্য পাতালবাসী নাগগণের নিরতিশয় আকাঙ্খা ছিল। নাগমাতা কদ্রু ও গরুড়ের মাতা বিনতার মধ্যে ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা কৃষ্ণবর্ণ কি শ্বেতবর্ণ ইহা লইয়া বিতর্ক হয় ; কদ্রু কৃষ্ণবর্ণ বলে ; পশ্চাৎ কথা হয় উভয়ে মিলিত হইয়া ইন্দ্রের ঘোটক দর্শন করিবে। যার কথা সত্য হয় সে জিতিবে এবং যে হারিবে সে জয়ীপক্ষের দাসীত্ব স্বীকার করিবে। যখন এই কথা নাগরাজের কর্ণে পৌঁছিল তখন তিনি বলিলেন যে অশ্ব শ্বেতবর্ণ ; ঐ অশ্ব কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবার জন্য কদ্রু নিজতনয়গণকে বলিলেন যে তোমরা ইন্দ্রের অশ্বের চারিদিকে বেষ্টন করতঃ উহা কৃষ্ণবর্ণ করিবে তৎকালে আমি

বিনতাসহ উপস্থিত হইব তাহা হইলে বিনতা আমার দাসী হইবে; সর্পগণ মাতৃআজ্ঞা অনুসারে কর্ম্ম করিলে কদ্রু ও বিনতা অশ্ব দেখিতে গেল ও দূর হইতে বিনতাকে কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব দেখাইয়া বিনতার হার প্রতিপন্নে আপন দাসীত্বে নিযুক্ত করিল। বিনতা বহুকাল পূর্ব্বে অণ্ড প্রসব করিলেও বহু বৎসরাতীতে গরুড় অণ্ডভেদ করত নির্গত হইল; গরুড় মাতাসহ নাগগণের দাসত্ব করিতে থাকিল। গরুড়ের সামর্থ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইলে নাগগণের আদেশ পালন বহুকষ্টকর বিবেচনায় মাতাকে কহিল, এই দাসত্বের মোচন কিরূপে সম্ভব? কদ্রু কহিল নাগগণের জন্য স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিলে দাসত্ব মুক্ত হইবে। তদনুসারে মাতৃ আজ্ঞায় গরুড় অমৃত হরণার্থে যাত্রা করেন ও দেবগণকে নিরস্ত করিয়া অমৃত আনয়ন করেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে গরুড়ের কোন হানি না হওয়ায় ইন্দ্র গরুড় সহ সখ্য করেন ও অমৃত নাগগণকে দিলে ইন্দ্র এক ব্রাহ্মণ বেশে নাগগণকে বলেন যে তোমরা সব স্নান করিয়া পবিত্র অমৃত পান কর, নাগগণ স্নান করিতে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত হরণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

এই আখ্যানের মাতৃ আজ্ঞায় গরুড়ের সোমরূপ অমৃত আনিতে যাওয়ার বিষয় ঋ ৯।৭৭।২ মন্ত্রে পাওয়া যায়। এই আখ্যায়িকাতে জীবের পরমাত্মা লাভ বর্ণিত; জীবের জীবত্ব বা পশুত্ব ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতায়। সেই জড় ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রাদি দেবগণ অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য করে সুতরাং ইন্দ্রজয় অর্থই

ইন্দ্রাদি দেবগণের জয়, এজন্য শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণকে দেব বলিয়া থাকে ; যেমন ঈশা উপনিষদে "নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্" ইন্দ্রিয় জয় করিয়া শুদ্ধ চিত্ত হইলে অমৃত বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাই দাসত্ব বিমুক্ত হওয়া, বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরত্রয়ের পরে অবস্থিতি ; তাই তৃতীয় স্বর্গস্থিত অমৃত বলা হইয়াছে। মায়া আবরণে আবৃত অবস্তুতে বস্তুজ্ঞানই দাসত্বের কারণ। সর্পাবরণ আবৃত প্রকৃত যে শুভ্রবর্ণ অশ্ব তাহাই মায়া আবৃত শুদ্ধ ব্রহ্ম। তদ্বিষয়ে সংশয় হইয়াই থাকে এবং বিপরীত জ্ঞানীরই সর্ব্বত্র জয় দেখা যায়। যেমন যিশুর ক্রুশে মৃত্যু, সক্রেটিসের বিষপান, গেলিলিওর ইন্‌কুইজিসন্, মহম্মদের মদিনায় পলায়ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে শ্যেন সোম আনয়ন করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গায়ত্রী দেবী শ্যেনরূপ ধারণ করতঃ সোম আনয়ন করেন। ঋ ৯।১১৪।৩ মন্ত্রে সূর্য্য দুহিতা স্বর্গ হইতে সোম আনয়ন করেন বর্ণিত আছে। সূর্য্য আত্মা, তাহা গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা ধ্যেয় ও লভ্য ; গায়ত্রীই সেই স্বর্গীয় অমৃত মিলাইয়া দেন। গায়ত্রী সোম আনয়ন করেন এই বাক্যে প্রকাশিত গায়ত্রী ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী।

পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের এক আখ্যান দৃষ্ট হয় যে বিশ্বদেবগণের যজ্ঞে দক্ষ প্রজাপতি দেবসভায় উপস্থিত হইলে সমস্ত দেবগণ উত্থান দ্বারা তাঁর সংবর্দ্ধনা করেন, শিব উঠেন নাই। ইহাতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া শিবহীন যজ্ঞ কল্পনা করেন। তাহাতে সমগ্র ঋষি ও দেবগণ ব্রতী ছিলেন। নারদ মুখে এই যজ্ঞের কথা শিবসমীপে পৌঁছিলে দেবী পিত্রালয়ে বৃহৎ ব্যাপার

ও সমস্ত আত্মীয় কুটুম্বগণ সমাগত জানিয়া তাঁহাদের দর্শনার্থ ব্যগ্র হন। শিবজী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও শিবজীকে ব্যতিব্যস্ত করতঃ তিনি পিত্রালয়ে গমন করেন। পিতা দক্ষ তাঁহাকে অনাদর করতঃ শিবনিন্দা করিলে, পতিনিন্দা অসহ্য হওয়ায় সতী দেহত্যাগ করেন। এ সংবাদ নন্দীমুখে জানিয়া শিবজী ক্রুদ্ধ হন, তাঁর দেহ হইতে বীরভদ্র উৎপন্ন হন। বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ স্থানে গমন করতঃ যজ্ঞের সমস্ত নাশ করিতে থাকেন তখন যজ্ঞ মৃগরূপে পলায়ন করিতে করিতে বীরভদ্র তাঁর শিরশ্ছেদন করেন দক্ষেরও শিরশ্ছেদ হয়, দেবগণও অনেকে আহত হন। পশ্চাৎ দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে দক্ষের গলে অজমুণ্ড স্থাপন করতঃ তাঁর জীবন দান হয় ইত্যাদি। এই আখ্যানের তাৎপর্য্য এই দক্ষপ্রজাপতি ও দেবগণ কর্ম্ম দক্ষ হইয়া কর্ম্মময় জীবন যাপন আরম্ভ করিলে ব্রহ্মবিদ্যার লোপ হয়। ভদ্রজনক জ্ঞানী বীর-ভদ্র কর্ম্ম আত্মহত্যা কর বলিয়া প্রচার করিলে প্রজাপতির শিরে জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স এই বুদ্ধি উপস্থিত হইলে, কর্ম্ম বন্ধনের হেতু ইহা দেবগণ বুঝিলেন। জ্ঞানপ্রদ ব্রহ্মবিদ্যা পুনঃ স্থাপিত হইল। ব্রহ্ম অজ জন্মমৃত্যুরহিত নিত্য সত্য। এই অজবুদ্ধি দক্ষপ্রজাপতির মস্তকে প্রবেশ লাভ করিলে তাই বলা হইয়াছে অজমুণ্ড লাভ। দেবী উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা রূপিনী (কেন উ.প.) ও শিব "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং" (মাণ্ডুক্য)। কেন উপনিষদে দেবগণ অহঙ্কার মত্ত

হইলে যক্ষ দেব সভায় দেখা দেন। নাম রূপ কর্ম্মে মত্তবুদ্ধি অহঙ্কার পরবশ অগ্নি ও বায়ু তাহাকে জানিতে পারেন নাই। নিরহঙ্কার বুদ্ধি ইন্দ্র উমা হৈমবতী সহায়ে জানিলেন এই যক্ষ পূজনীয় ব্যক্তি ব্রহ্ম।

পুরাণে জগন্নাথের রথযাত্রা বর্ণিত। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-দক্ষিণভাগে উড়িষ্যা প্রদেশে জগন্নাথপুরী সমুদ্রতীরে অবস্থিত। তথায় রথযাত্রা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক আষাঢ় মাসে সমাগত হয়। রথদ্বিতীয়াতে "রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"। এই রথদ্বিতীয়াতে দারুময় রথে দারুময় বিষ্ণুমূর্ত্তিত্রয় (বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ) যাত্রা করেন। লোকে এই মূর্ত্তিত্রয় দর্শনে ও রথের রজ্জু টানিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এই মূর্ত্তিত্রয় মধ্যে বলরাম শুভ্রবর্ণ, ইন্দ্রিয়মধ্যে কেবল বৃহদায়তন চক্ষুদ্বয়বিশিষ্ট, সুভদ্রা স্ত্রী কল্পিত, অপরমূর্ত্তি উক্ত বলরাম সদৃশ, বর্ণ কৃষ্ণ। কঠ উপনিষদে রথ বিষয়ে—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ান্যাহু র্বিষয়াস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ"।
"মধ্যে বামন মাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে"।
"যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি সমনস্ক সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি তস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে"॥

অর্থ—এই শরীর রূপ রথে আত্মা রথী, বুদ্ধিরূপ সারথী,

ইন্দ্রিয়গণ ঘোড়া, মন লাগাম বলিয়া জান। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় শব্দ স্পর্শরূপ রসাদি এই রথের বিচরণ স্থান বলিয়া জান। মনীষা সম্পন্ন মহাত্মাগণ এই আত্মাই ইন্দ্রিয় ও মন যুক্ত হইয়া ভোক্তা শব্দ বাচ্য হন ইহা জানেন। এই দেহ মধ্যে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠ প্রমান ধুমহীন জ্যোতিস্বরূপ বামন (বিষ্ণু) সর্ব্ব দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত। চক্ষুস্থ সূর্য্য, কর্ণস্থ দিক, মনস্থ চন্দ্রমা, বুদ্ধিস্থ ব্রহ্মা, জিহ্বাস্থ বরুণ, হস্তস্থ ইন্দ্র, অহঙ্কারস্থ রুদ্র, চিত্তস্থ উপেন্দ্র, নাসাস্থ অশ্বিনীদ্বয়, পদস্থ বিষ্ণু, উপস্থ প্রজাপতি ও পায়ুস্থ যম, ইহারা সকলে হৃদয়স্থ আত্মারূপী পুরুষের উপাসনা করে অর্থাৎ ইঙ্গিতে চলে। যে রথী বিজ্ঞানবান সারথীযুক্ত অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত সমনস্ক অর্থাৎ লাগাম টানিয়া ঘোড়াকে দুরস্ত রাখিয়া ঠিক ঠিক পথে নিতে সক্ষম শুদ্ধচিত্ত সেই তৎ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়, যাহা হইতে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন সংযত করতঃ ব্রহ্মাকারা চিত্ত বৃত্তি হইলে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শরীর রূপ রথস্থিত আত্ম দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

আর এই যে ত্রিমূর্ত্তি এ সম্বন্ধে কেহ বলেন উহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই তিনের মূর্ত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপ হইলে শেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ উহা শ্রীকৃষ্ণ, সুভদ্রা ও বলরামের প্রতীক বলেন। অন্যে বলেন উহা ভগবান শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত বেদান্ত মূর্ত্তিমান করিয়া প্রদর্শিত। পরম পুরুষ "সর্বেবন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেবন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্"। "সাক্ষী

চেতা কেবলোনির্গুনশ্চ" (শ্বেত)। "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ (মু)। সুভদ্রা মায়া। ঋ ১০।৭২।৫ মন্ত্রে "ভদ্রা অমৃতা বন্ধবঃ॥ বাক্য দ্রষ্টব্য। মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তা জগন্নাথরূপে পরিদৃশ্যমান। যেমন ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তে মহাপ্রলয়ে শুদ্ধবুদ্ধ নিত্যমুক্ত পুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন। পশ্চাৎ তম আবির্ভাবে "তুচ্ছ্যেনাভ্যাপিহিতং যদাসীৎ তপসা তন্মহিনা জায়তৈকং।"

পুরাণে জগজ্জননী দেবী গণেশ ও কার্ত্তিকের মাতা। পুত্রদ্বয় সত্ত্বেও দেবী বন্ধ্যা। এবং তাঁর গর্ভধারণে দেবগণ বাধক হওয়ায় তিনি দেবপত্নিগণকে শাপ দিয়া জননী শব্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

জগজ্জননীর দ্বিতীয় পুত্র কুমারের জন্ম যেরূপ পুরাণে বর্ণিত আছে তাহা এই—তারকাসুর বর লাভ করতঃ দেবগণকে স্বর্গ চ্যুত করতঃ ত্রিলোকের ঈশ্বর হইলে দেবগণ বিষ্ণু সমীপে প্রার্থনা করিলেন; বিষ্ণু বলিলেন এই দৈত্য আমার অবধ্য। শিববীর্য্যে যে বীর উৎপন্ন হইবেন তিনিই ইহার বধক্ষম হইবেন। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে সৎস্বরূপ শিব হিমালয় পর্ব্বতে ধ্যান মগ্ন হন। সতী পুনঃ হিমালয়ের কন্যারূপে দেহ ধারণ করেন। নারদের মধ্যস্থতায় পার্ব্বতী সহ শিবের বিবাহ ঘটিল, বহুকাল গত হইল শিব পার্ব্বতীসহ রমণরত হইলেও কোন পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না দেখিয়া স্বর্গচ্যুত দেবরাজ ব্যস্ত হইয়া অগ্নিকে শিব সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। অগ্নি শিব সন্নিধানে

উপনীত হইলে শিব রমন ত্যাগে উত্থিত হইলেন তখন স্কন্দিত শিববীর্য্য অগ্নিতে পতিত হইল। অগ্নি সেই তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাতে প্রক্ষেপ করিলেন, গঙ্গা উহা শর বনে নিক্ষেপ করেন, তথায় স্কন্দের জন্ম হয়। কৃত্তিকাদি ষড়নক্ষত্র সদ্যজাত শিশুকে স্তন্য দান করেন। স্কন্দ প্রবৃদ্ধ হইয়া কৈলাসে শিব সন্নিধানে গমন করিলে দেবী স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন। দেবগণ তথায় সমবেত হইয়া তাঁহাকে দেবসেনা-পতি পদে বরণ করেন ইত্যাদি। এই আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব সহ একতার পরিচয় দেয় "তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি.তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত, তা আপো ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম্ প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।" এখানে পুরুষ মায়া সহ উপগত হওয়ায় অগ্নিস্থ তেজোরূপে তেজোৎপত্তি হইল, সেই তেজোরূপ বীর্য্য গঙ্গা বা অপে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষিতিতে অন্ন তত্ত্বাত্মক দেহ উৎপন্ন হইল, উপনিষদেও সেই কথা বিবৃত। পুরাণকার দেবী মায়াকে—"অন্ধকন্যাকে" বন্ধ্যা করিয়া বলিতেছেন যে জগৎ বন্ধ্যাপুত্র জানিবে এবং উপনিষদেও ভূত সৃষ্টির পর ত্রিবৃৎকরণ বর্ণিত। এখানেও স্কন্দদেহ ত্রিবৃৎ-করণ বা পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতাত্মকই বলিতেছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রেও যে সব দেব দেবী কল্পিত, তাহাও সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা মাত্র। কালীতারাদি মূর্ত্তিতে নিষ্ক্রিয় পুরুষ সন্নিধানে প্রকৃতি ক্রীড়াশীলা সৃষ্টিস্থিতি বিনাশ

কর্ত্রী, ইহাই প্রদর্শিত অর্থাৎ গীতাতে যে প্রকৃতি পুরুষবাদ কহিয়াছেন তাহারই প্রকাশক।

উক্ত দশমহাবিদ্যা মধ্যে কালী তারা প্রভৃতি হইতেও বিভীষণ মূর্ত্তি ছিন্নমস্তার। ছিন্নমস্তা প্রতীকে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো স শান্তি মধিগচ্ছতি॥" তাহাই প্রতীকে মূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক মঙ্গলস্বরূপ অবস্থার চিত্র। ইহাতে ভয় বা বিভীষিকার কিছুমাত্র স্থান নাই। এই অবস্থা প্রাপ্তিই সেই অভয়প্রাপ্তি, যেমন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে কহিয়াছেন, "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি" বাক্য বৃহদারণ্যক চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত। ইহা সেই অভয়পদ যাহা কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন 'সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং", ইহা সেই অবস্থা দ্যোতক যাহার কথা ঋষি মেধাতিথি ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডলের ২২শ সূক্তে বলিয়াছেন "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" অর্থ সেই বিশ্বব্যাপী পুরুষের পরমপদ যাহা ঋষিগণ উন্মিলিত চক্ষে আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র দর্শন করেন। এই সংসারে কুসুম শয্যা সর্ব্বাপেক্ষা আরামপ্রদ বিবেচিত হয়। তন্মধ্যে কমলকুসুম দর্শন স্পর্শনও আঘ্রাণ অতীব উপাদেয়। যুবকের যুবতী আলিঙ্গনে যে সুখ হয় তাহার তুলনা হয় না। যে যুবতী এই এই আলিঙ্গন সুখদাত্রী হয় তাহার ইচ্ছাপূরণে যুবক সদাই

তৎপর ; পিতামাতা ভ্রাতা বন্ধু সহ বিচ্ছেদ ঘটানো ত সহজ কথা, গৃহ সম্পত্তি সব তজ্জন্য লুটাইতে সে সদাকাল তৈয়ার থাকে। এই সব ইহলোকে সর্ব্বাপেক্ষা আদরের সামগ্রী। শাস্ত্র বলে জাগতিক ভোগসুখ ত্যাগে বস্তু মিলে "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তারূপ সংসার ত্যাগে পারমার্থিক সত্তারূপ ব্রহ্মানন্দ মিলে। দেবী ছিন্নমস্তার চিত্রখানি এইরূপ, সর্ব্বনিম্নে কমল ফুলশয্যা, তদুপরি যুবক যুবতী আলিঙ্গিতা শায়িত, তদুপরি দেবী দণ্ডায়মানা ; দেবীর দুই হাত, এক হস্তে নিজ মুণ্ড কাটিবার রক্তাক্ত অসি, অপর হস্তে ছিন্নমুণ্ড ; গলদেশ হইতে যে রক্তধারা সকল বিনির্গত তাহার একধারা ছিন্নমুণ্ড পান করিতেছে। দেবীর দুই পার্শ্বে দুই রমণী মূর্ত্তি সখিদ্বয় অপর দুইধারা পানরতা ; এই ছিন্নমস্তা প্রতীক অর্থ এই দেবী কুসুমশয্যা, যুবক যুবতীর আলিঙ্গনাদি জাগতিক সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস পদদলিত করিতেছেন, উহাতে তাঁহার স্পৃহা নাই। দেবী নিস্পৃহ, নির্ম্মম-ভাবে নিজমুণ্ড ছেদনে অকুণ্ঠিতা, এখন এই মুণ্ডটি কি ? কাটা মুণ্ড যখন দ্রবধারা পান করেন, তখন কাটামুণ্ড রূপক মাত্র সন্দেহ নাই। গীতা বলেন, "নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি" ইহা কাঁচা অহঙ্কারের মুণ্ডপাত অর্থাৎ অহঙ্কারের মুণ্ডপাতে রসস্বরূপ পুরুষ যিনি হৃদয়ে অধিবাস করেন "রসোবৈ সঃ (তৈতেরীয় উপ.) তাঁহা হইতে শান্তির অমৃতধারা দ্রবময়ী হইয়া সাধকের নিকট উপস্থিত। সাধক তাহা পান করিয়া কৃতকৃত্য, আর তাঁর যারা সখাসাথী তাঁরাও

বঞ্চিত নহে ; তারা ধারাপানে শান্তিলাভ করে। এইরূপ অমৃতের সন্ধান লইয়া বেদান্ত দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন। দক্ষ প্রজাপতিবৎ কর্ম্মদক্ষ হইয়া ইহাকে উপেক্ষা করিলে সংসারে লাঞ্ছনার অবধি থাকে না, তাই এক জীবনে না হয় দুই চারি জীবনে এই বেদান্ত সিদ্ধান্তের অমৃতফল সকলেই লাভ করিতে সক্ষম হন।

উপাসনার লক্ষ্য

যাহাতে জীবনে চিরশান্তি ও নিরাবিল সুখলাভ ঘটে তজ্জন্যই লোকে উপাসনা করিয়া থাকে। উপাসনা ততক্ষণ, যতক্ষণ না স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। উপাসনা কর্ম্মপর হইলেও বেদে কর্ম্ম-উপাসনার স্তরভেদ দৃষ্ট হয় ; যখন রজোগুণের আধিক্য তখন কর্ম্মপরায়ণতা। সত্ত্বগুণের আধিপত্য হইলে কর্ম্মে আস্থা কমিয়া আসে ; তখন ভক্তি-ভরে উপাসনা। ভক্তি যখন অনন্যা বা শুদ্ধা হয়, তৎপরই জ্ঞানের স্থান। জ্ঞানে অকর্ম্মাবস্থা। কর্ম্মাত্মক উপাসনা ও জ্ঞানাত্মক উপাসনা এজন্য কেহ কেহ বলেন। উপাসনার নিম্নস্তরে সকাম কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। ইহাতে

অবিদ্যা, বিদ্যা ভেদে কেহ ভূতযাজী, কেহ পিতৃযাজী, কেহ বা দেবযাজী হইয়া থাকেন। ইঁহারা প্রতীকোপাসনাপরায়ণ হন। দেবযাজীর মধ্যে কেহ নিষ্কামভাবে দেববিশেষ উপাসনাকারী, কেহ ঐশ্বর্য্যকামী হইয়া সম্ভূতি উপাসক, কেহ বা প্রকৃতিলীনাবস্থা লাভার্থ অসম্ভূতি উপাসনাপরায়ণ হন। নিষ্কামভাবে দেববিশেষের উপাসনা করিতে করিতে সাধক ক্রমে দেবতা পরমাত্মারই বিকাশমাত্র ইহা উপলব্ধি করতঃ পরমাত্মাচিন্তনপথে সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশকর্ত্তা কার্য্যব্রহ্মের ধ্যান-নিরত হন; পশ্চাৎ উহা মায়াসংবৃত বুঝিয়া চিত্ত নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ নির্গুণ পরব্রহ্মে নিয়ত করেন। কার্য্যব্রহ্মচিন্তনকারী মধ্যে সম্পদ উপাসক, ওঙ্কার উপাসক, প্রাণোপাসক, অহংগ্রহোপাসক ইত্যাদি প্রায় নামমাত্র ভেদ পরিকল্পিত হয়। পশ্চাৎ ব্রাহ্মী স্থিতি লাভে পরমানন্দে অবস্থান, মানবজীবনের কৃতকৃত্যতা। এই ব্রাহ্মীস্থিতিশীল সাধককে তত্ত্বজ্ঞানী বলা হইয়া থাকে। বৈদিক কালে সনৎকুমার, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, ভৃগু, অথর্ব্বা, দধীচি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন জানা যায়। পশ্চাৎ অশ্বপতি, অজাতশত্রু, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালক, আরুণি, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, জাবাল, নারদ, কৌষিতকী প্রভৃতির নাম ব্রাহ্মণাংশে পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী কালে ব্যাস, শুক, গৌড়পাদাদির নাম উল্লেখ-

যোগ্য। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বর, বাচস্পতি, বিদ্যাবরণ্য প্রভৃতির নাম অদ্বৈততত্ত্ববাদীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে অতীব প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দিহান এমত মনে করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজে এক মতবাদ উঠিয়াছে যে বৌদ্ধধর্ম্মবিকাশে আর্য্যসমাজ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষাতে ধর্ম্ম, নির্ব্বাণ, অহিংসা, বুদ্ধ ইত্যাদি শব্দ স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদের শব্দপ্রয়োগ দৃষ্টে মনে হয় যেন ঐ সকল শব্দ বেদে, ব্রাহ্মণে, সূত্রে কদাপি প্রয়োগ হয় নাই। তাঁহাদের ধারণা শঙ্করাচার্য্য ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়পাদ প্রভৃতি তাঁহাদের মতবাদের জন্য বুদ্ধের নিকট ঋণী।

ইহার কারণ এই যে বুদ্ধ কে তিনি কি মতাবলম্বী ছিলেন, তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধানতৎপর না হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বুলি কপ্‌চাইয়া অনেকেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থাশীল, অভিধান রচয়িতা অমরসিংহ স্বীয় অভিধানে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। এই অভিধানে দেবগণের নামাবলি লিখিতে গিয়া তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নামের পূর্ব্বে জিন্ বুদ্ধের নামের অবতারণা করিয়াছেন। অমর কোষের প্রথম কাণ্ডের ১৪শ শ্লোকে আছে, "ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ। মুনীন্দ্র শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ।" ইহার অর্থ

যিনি শাক্যমুনি বলিয়া কথিত তিনি ষড়দর্শনে অভিজ্ঞ, দশবলে অর্থাৎ চারিবেদ ও ষড়ঙ্গে বলীয়ান্। তিনি অদ্বয় বাদী জনগণের বিশেষ নায়ক। তিনি শ্রীঘন, মুনীন্দ্র, শাস্তা। অদ্বয়তত্ত্ব সমন্ধে মনন জন্য মুনি। "বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিঃ "বৃ আ ৩।৫।১ মন্ত্র। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ ললিত বিস্তরের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। "গম্ভীর শান্তো বিরজো প্রভাস্বরঃ প্রাপ্তোমি ধর্ম্মোহ্য মৃতোহ্ সংস্কৃতঃ। দেশে যচাহং ন পরস্য জানে যন্ন্যূন তুষ্ণী পরনে চরেয়ম্। অপগত গিরি বাহ্যথো হ্বলিপ্তো যথা গগণস্তথা স্বভাব ধর্ম্মম্। চিত্ত মনং বিচার বিপ্রমুক্তং পরম আশ্চর্য্যং পরো বিজানে। ন চ পুণরয়ু শক্য অক্ষরেভ্যঃ প্রবিশতু অনর্থয়োগন্বিপ্রবেশঃ। ইয়ং পুনর্জ্জনতা প্রসন্ন ব্রহ্ম তেন অধিস্থ প্রবর্ত্তয়ি চক্রম্। প্রবদতি বিরজা বিপ্রণীত ধর্ম্ম সন্তিবিজানক সত্বশ্চারকাশ্চ।" ইহার সার মর্ম্ম এই,—গম্ভীর শান্ত বিরজ প্রকৃষ্ট ভাস্বর ধর্ম্ম (ধারয়তি ব্রহ্ম অনেন ইতি ধর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান) যাহা শ্বাশ্বত তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; যাহা পর বা শক্ররূপ দুঃখালয় অশাশ্বত সংসার, তাহা কেন হয় তাহাও জানিয়াছি। সর্ব্বজন হিতায় লোকালয় হইতে দূরে এই বনে চুপ করিয়া বাস যুক্তিযুক্ত নহে। গিরিপ্রমাণ বাহ্য বিষয় হইতে নির্লিপ্ত আমার চিত্ত গগণোপম প্রশান্ত পবিত্র ধর্ম্ম বা জ্ঞান স্বভাব হইয়াছে; বিচার দ্বারা সংশয়হীন, বিশুদ্ধচিত্ত মন দ্বারা পরম আশ্চর্য্য পুরুষকে জানিয়াছি; এখন আর বিমোহ

যুক্ত হইয়া অক্ষর প্রবিষ্ট আমার অনর্থ যোগ সম্ভবপর নয়। যেমন গীতায় "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনং প্রাপ্য বিমুহ্যতি" সেইরূপ ব্রহ্মে অধিস্থিত হইয়া সত্যধর্ম্মের প্রচার করিব। যাহাকে জ্ঞানীগণ বিরজ, বিপ্রণীত ধর্ম্ম বলেন তাহাই সত্য, অবিতথ; তাহা এই।

আর্য্যগণ বুদ্ধদেবকে অবতার স্বরূপে দেখিয়া থাকেন। তাহার বর্ণন এইরূপ—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে॥"

এই যে যজ্ঞবিধির নিন্দন ইহা কিছু বুদ্ধদেবের পক্ষে নুতন নহে। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই—১।১৬৪।৩৯

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন দেবা
অধিবিশ্বে নিষেদুঃ
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
যইত্তদ্বিদু স্তইমে সমাসতে।"

ইহার অর্থ এই—ঋক্ মন্ত্র যে পরম ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষের সন্ধান দেয়, যাঁহাকে এই সমগ্র বিশ্ব ও দেবগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন, যিনি তাঁকে জানেন না, ঋক্ মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার কি লাভ হইল? তাঁকে যিনি জানেন তিনি তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হন,

অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ঋক্ ১।১৮।৭ মন্ত্রে জ্ঞানবানের যজ্ঞ মানসিক বৃত্তি ব্যাপক। ইহাতে যজ্ঞকর্ম্মের হেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুণ্ডক উপনিষদে "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদ মায়া ন্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" অর্থ কর্ম্মদ্বারা যে সমস্ত স্বর্গাদি লোকলাভ ঘটে তাহা পরীক্ষা করিয়া কর্ম্মে অনাস্থা প্রযুক্ত বৈরাগ্য প্রাপ্ত ঋষি বলিতেছেন অকৃত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় যে ব্রহ্ম, তাহা কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই'রূপ কর্ম্মনিন্দা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪২শ শ্লোকে,—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥"

এবং

"শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যাসি॥" ২।৫৩

তথাচ "ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।" ১৮।৩ কর্ম্মফল ত্যাগ ও কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ বলিয়া অভিহিত। ইহারও বীজভূমি ঋগ্বেদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋ ১।৫৫।৪ মন্ত্রে "স ইদ্‌বনে নমস্যুভি র্বচস্যতে" ইহার অর্থ ঋষিগণ বনে যাইয়া ঈশ্বর প্রণিধান করেন ঋ ১০।১১৭ সূক্ত।

মুণ্ডক উপনিষদে "তপঃ শ্রদ্ধে যে হি উপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ॥" এই বাক্য অতীব পরিস্ফুট। সুতরাং কর্ম্মাত্মক যজ্ঞনিন্দা কিছু অভিনব ব্যাপার নহে, গতানু-

গতিক ব্যাপার মাত্র। পশুঘাত সম্বন্ধে যজ্ঞ শব্দের প্রতিশব্দ অধ্বর। ধ্বর অর্থ হিংসা অতএব অধ্বর অহিংসাত্মক, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

"মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" শ্রুতি বাক্য।

বৌদ্ধগণের শূন্য বাদও অভিনব নহে। "অসতঃ সদজায়ত" ঋ ১০।৭২ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে "কথম সতঃ সজ্জায়তে" বাক্যদ্বারা অসৎ শূন্য হইতে সতের উৎপত্তি বাধিত হইতে দেখা যায়। মহামহোপধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোসিপের লেক্‌চার মধ্যে ন্যায়সূত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে উহা সরল ভাবে গ্রহণ করিলে বেদান্তানুগ হইয়া থাকে এবং তাহাই গ্রহণীয়; এবং কতিপয় সূত্রের ব্যাখান দিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে সিদ্ধান্তসূত্রকে শঙ্কাসূত্র করিয়া ব্যাখ্যাতাগণ ন্যায়শাস্ত্রকে বেদান্ত বিরোধী করিয়া তুলিয়াছেন। তেমনি অদ্বয়বাদী বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে শূন্য শব্দকে বিকৃতকরতঃ পশ্চাৎবর্ত্তীকালে অবৌদ্ধ মতাবলম্বী কতিপয় তার্কিক হীনযানাদি বৌদ্ধমতের স্থাপন করিয়াছেন। 'শূন্যং' শব্দটী বিশ্লেষণ করিলে শু+উ+নি+অ+ম্ পাওয়া যায় অর্থ শুভ্র, শুক্র যে জ্যোতি উপলব্ধি দ্বারে নির্বৃ্তি (আনন্দ) আসে তাহাই শূন্যং। অথবা শুচি বা শুদ্ধ উরসে নির্ব্বিশেষং অজং মিনোতি জানাতি। অর্থাৎ শুদ্ধ চিত্তে নির্ব্বিশেষ অজ পুরুষ প্রতিভাত হন, তিনিই শূন্য শব্দের প্রতিপাদ্য। সুতরাং বৌদ্ধ মতবাদ

প্রচ্ছন্ন অদ্বয়বাদ হইতেছে, অদ্বয়বাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ হইতেছে না। বেদ পরম পুরুষকে "ব্যাপকোঽলিঙ্গঃ" বলিয়াছেন। এই ব্যাপ্তি লইয়াই বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব (বি— বেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুশব্দ নিষ্পন্ন) এই ব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি লইয়া নব্য ন্যায়ের ব্যাপ্তিপঞ্চক গ্রন্থ। "সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।" এই শ্রুতির সর্ব্বব্যাপী পুরুষবিষয়ে যহন্ (St. John) যিশুকে উপদেশ করেন; এই জন্য ব্যাপ্তি হইতে "ব্যাপ্টাইজ" শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। শিশুকালে এই সর্ব্বব্যাপকের বিষয় প্রাচ্য পণ্ডিতগণ হইতে শুনিয়াই সম্যক্ জ্ঞান লাভার্থ যিশু কাশ্মীর আগমন করতঃ ব্যাপ্তি রহস্য জ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বেদ শব্দ-ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত। বেদ হইতে সৃষ্টি বলিতে হয়। বেদ শব্দরাশি। শব্দ আকাশের গুণ। শব্দ তন্মাত্র আকাশ প্রথম সৃষ্টি, তাহা হইতে বায়ু ইত্যাদি বৈদিক সৃষ্টি-ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। তাই নব্য বাইবেলে "In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God" বাক্য আছে। সেই ব্যাপক পুরুষই সত্য আর সব মায়িক ইহাও নূতন বাইবেলে পরিদৃষ্ট হয়। সেই পুরুষই জগৎ কারণ, প্রকৃতি নহে। এই মতবাদও বাইবেলে স্থান পাইয়াছে।

John 5 "And these are three that bear witness in earth, the spirit, the water and

the blood and these three agree in one" এখানে Water subtle body (কর্ম্ম বা সূক্ষ্মদেহ—অপ) ও blood dense bodyকে লক্ষ্য করে, Spirit জীবাত্মাকে সূচিত করে, এবং One পরমাত্মাবাচী।

John III 16. "All that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world."

"ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥"

সকল জাতির, সকল শ্রেণীর লোকের সাধন প্রচেষ্টার চরম গতি সেই চিন্মাত্র সদাশিবের দিকেই ধাবিত হইয়াছে। এই অদ্বৈততত্ত্বে যাঁরা অবস্থিত, তাঁরাই ঐকান্তিত শান্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন।

এই শান্তিলাভের জন্য জীবলোক সর্ব্বদা লালায়িত রহিয়াছে। মধ্যপথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন ব্যবস্থার ভিতর কিছু বৈষম্য দেখা গেলেও সকলেরই চরম লক্ষ্য এক স্থির অদ্বৈতভূমিতে বিশ্রান্তি লাভ।

সকল সাধনার চরম ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিলে জাতিগত, ধর্ম্মগত দ্বন্দ্বের ভাব অনেক পরিমাণে উপশান্ত হইয়া যায়। অলমতি বিস্তরেণ।

সমাপ্ত